ধর্ম্মমূলক

পঞ্চাঙ্ক নাটক।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্. এ,

হেড্ মাষ্টার, সরস্বতী ইন্‌স্টিটিউসন, কলিকাতা।

বিরচিত।

"প্যারীকুটীর"।

৩২।৭, বীডন ষ্ট্রীট, হইতে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

প্রকাশিত।

জন্মাষ্টমী, ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ১।০

উৎসর্গ।

যাঁহাকে

দুই বৎসর বয়সে হারাইয়াছি,

আমার সেই

পরমারাধ্য, পরহিতব্রতী, পিতৃদেব

স্বর্গীয়

প্যারীচরণ সরকার

মহাশয়ের অমর আত্মার পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

এই গ্রন্থখানি অশ্রুবিন্দু সহ

অর্পিত হইল।

নিবেদন।

আমার মত প্রেম-ভক্তিরসে বঞ্চিত, শাস্ত্রজ্ঞান-হীন ব্যক্তির পক্ষে "গৌরাঙ্গ-লীলা" লেখা ধৃষ্টতা জানিয়াও, কোনও বিশেষ কারণে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘন—সাধের ন্যায় আমার এ সাধ অনধিকার চর্চ্চা হইলেও মার্জ্জনীয়।

এই পুস্তকের মূল ঘটনাগুলি "চৈতন্য চরিতামৃত" ও শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ রচিত "অমিয়নিমাই চরিত" হইতে প্রধানতঃ গৃহীত। তবে স্থানে স্থানে আমি প্রচলিত বর্ণনা যথাযথ গ্রহণ না করিয়া একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি—আশা করি এ অপরাধও মার্জ্জনীয় হইবে। এই স্বাতন্ত্র্যের দু'একটী প্রধান উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রচলিত প্রবাদ আছে, মাধাই যখন "কলসীর কাণা"র দ্বারা নিতাইকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করে, তখন নিমাই ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার মানসে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করেন, এবং নিতায়ের অনুরোধে ক্রোধ সম্বরণ করেন। ইহা আমি গ্রহণ করি নাই, কারণ ইহা আমার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হয়—যিনি প্রেম ও ক্ষমা গুণের অবতার, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইলেন, আর তাঁর শিষ্য তাঁহাকে আত্মসংযম করিতে উপদেশ দিলেন, ইহাতে শিষ্যের গৌরববৃদ্ধি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, অবতাররূপী গুরুর গৌরবহ্রাস করা হইয়াছে। তাই আমি এই প্রচলিত বর্ণনা গ্রহণ করি নাই। প্রচলিত বর্ণনানুসারে সারঙ্গদেব মৃত বালককে প্রাণদান করিয়াছিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করি নাই—নিমাই কর্তৃক মৃত বালকের প্রাণদান—আমার অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য এ স্থলেও আমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি। দুইটী কাজীর

পরিবর্ত্তে একটী কাজীই রাখিয়াছি, ঘটনাগুলির ধারাবাহিক ক্রম সব সময়ে রক্ষা করি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাব সম্বন্ধেও একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি। বলা বাহুল্য, নাটকের উপযোগী করিবার জন্য অনেক নূতন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে, অথচ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অনেক ঘটনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই পুস্তকের দোষের জন্য আমিই দায়ী,—যদি কিছু গুণ থাকে—তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব চরিত্রমাধুর্য্যের।

উপসংহারে আমি বীডন ষ্ট্রীটস্থ "হরিনাম প্রচার সমিতির" সভাপতি পরম হরিভক্ত শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কারণ, তাঁহারই উৎসাহে ও আগ্রহে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। ইহার পূর্ব্বে আমাদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ছাত্রদিগের উপযোগী "শাক্ত বৈষ্ণব বিবাদ", "নারদের দর্পচূর্ণ", ও "স্বপ্ন না সত্য" নামক তিনখানি পুস্তিকা লিখি, সেই তিনখানি তিনি নিজব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পর, হরিভক্তি বিষয়ক আরও পুস্তিকা বা পুস্তক লিখিতে আমায় প্রতিদিন তাগিদ করেন—এই পুস্তকখানি সেই তাগিদের ফল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করিতে গিয়া, কতকগুলি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার।

পাত্র-পরিচয়

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।	
রাখাল বালকগণ।	
জগন্নাথমিশ্র	নদীয়ার একজন পণ্ডিত ও নিমায়ের পিতা।
বিশ্বরূপ, নিমাই	জগন্নাথমিশ্রের পুত্র।
মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, হরিদাস, নিতাই	নিমায়ের ভক্তগণ।
রাখাল বালক	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
অদ্বৈত আচার্য্য	নদীয়ার একজন প্রধান বৈষ্ণব।
গঙ্গাদাস	নদীয়ার একজন পণ্ডিত।
কমলাকান্ত	গঙ্গাদাসের শিষ্য।
রঘুনাথ	নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও নিমায়ের বন্ধু।
কেশব পণ্ডিত	দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী পণ্ডিত।
কেশবভারতী	নিমায়ের দীক্ষা গুরু।
চাপাল গোপাল	জনৈক বৈষ্ণব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ
সারঙ্গদেব	জনৈক বৈষ্ণব।

বিদ্যানিধি ... ... বৈষ্ণব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ... ... পুরীর রাজপণ্ডিত।

হুসেনসাহ ... ... গৌড়ের রাজা।

দবীরখাস (সনাতন)
সাকর মল্লিক (রূপ) } ... হুসেনশাহের মন্ত্রী।

সুবুদ্ধিরায় ... ... গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা।

জগন্নাথরায় (জগাই)
মাধবরায় (মাধাই) } ... ভ্রাতৃদ্বয়, নদীয়ার কোটাল।

কাজী।

গোরাই ... ... কাজীর বন্ধু।

মেঘমালী
রুদ্রমূর্ত্তি } ... দুইজন দস্যু।

কাঞ্চনদাস ... ... জনৈক বণিক।

বালকগণ, ছাত্রগণ, বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণব বিদ্বেষীগণ, দারোগা, পাইক, সন্ন্যাসী, মোসাহেবদ্বয়, জনৈক বালক, প্রহরী, কাটোয়াবাসীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শচী ... ... নিমায়ের মাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ... ... নিমায়ের পত্নী।

ভূতোর মা, প্রতিবেশিনীগণ, জনৈক বেশ্যা, ঝি, কাটোয়াবাসিনী জনৈক বৃদ্ধা ও জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গ লীলা।

-:o:-

প্রথম অঙ্ক।

-:o:-

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন।

(রাখাল বালকগণ।)

১ম। আজ ভাই কানু এখনও এলনা কেন? এই বনফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে দেখ্‌বো কেমন মানায়।

২য়। কানু ভাই কি গুণ জানে, তা'কে একটু না দেখ্‌লে আমাদের মন যেন কেমন করে।

৩য়। শুধু আমাদের কেন ভাই, ধেনুগুলো পর্য্যন্ত কানুকে না দেখ্‌লে, অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করে, হাম্বারবে ডাকে, ঘাস খায়না, কেমন যেন একরকম হ'য়ে যায়। আবার কানুকে দেখ্‌লেই তা'র কাছে ছুটে আসে, তার গায়ে মুখ ঘসে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যায়।

৪র্থ। শুধু ধেনুগুলো কেন? আমি দেখেছি কানু গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছে, আর পাছে তার মুখে রোদ্দুর লাগে ব'লে, ভয়ানক একটা গোখ্‌রো সাপ তার মাথায় ফণা ধরে রয়েছে।

১ম। আমি ভাই দেখেছি ময়ূরেও ঐরকম তার মাথার উপর পেখম ধরে রয়েছে, কানু বেশ ঘুমোচ্চে, মুখে একটুও রোদ্দুর লাগ্‌ছেনা।

২য়। বনের তরু লতাগুলোও ফুলের বোঝা নিয়ে ডাল নীচু করে কানুর পায়ে যেন ঢলে পড়ে।

৩য়। আজ ভাই, কানু এখনও আস্‌ছেনা কেন? আয় ভাই, আমরা গান গেয়ে তাকে ডাকি—সে আমাদের গান শুন্‌তে বড় ভালবাসে। যেখানেই থাকুক না কেন, ডাক্‌লেই আসে।

গীত।

কোথা হে ব্রজের সখা, দাওহে দেখা, ভাই কানাই!
হেরে তোমায় প্রাণ জুড়াই;
নেচে নেচে, মধুর হেসে, দাঁড়াও এসে ভাই কানাই!
হেরে তোমায় প্রাণ জুড়াই।

(নেচে নেচে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও
মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।)

গেঁথেছি বন ফুলের হার, সাধ হয়েছে পরাইতে গলেতে তোমার।
দেখ্‌বো কেমন শোভে মালা তোমার গলে, ভাই কানাই!
এস ভাই তোমায় সাজাই।

(তথাকরণ।)

১ম। ভাই কানু, আজ তোর মনটা যেন কেমন কেমন দেখ্‌ছি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোদের ছেড়ে যেতে হ'বে ব'লে মন কেমন কচ্ছে।

১ম। কেন ভাই আমাদের ছেড়ে যাবি কেন, আমরা কি দোষ করেছি ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। দোষ কিছু করিস্‌নি, তবে আমি এবার এ বৃন্দাবন লীলা ছেড়ে, এক নূতন লীলা কর্‌বো—

গীত।

নূতন বেশে নদীয়াতে নূতন খেলা খেল্‌বো এবার
ছাড়বো বাঁশী, ধড়া চূড়া, কাল' ত রবনা আর।
গৌর বরণ ধরিব, প্রেম ভিক্ষা মাগিব,
বিশ্বপ্রেমের ঢেউ বহাব, থাক্‌বেনা আর ভেদ বিচার,
আচণ্ডালে প্রেম বিলাব হ'য়ে প্রেমের অবতার।
হরিনাম বিলাইব, নামের সুধা পান করাব
ত্রিতাপ জ্বালা ঘুচে যাবে, নামে রুচি রবে যার,—
হরি নামের তরী বেয়ে হবে সুখে ভব পার।

২য়। আমরাও ভাই তোর সঙ্গে যাব, তোর নতুন লীলায় মাত্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ! বলাইদাদা নিতাই হ'বে, আর আমি নিমাই হ'ব। তোরা সব আমার সঙ্গী হ'য়ে হরিনাম বিলোবি।

বালকগণ ও শ্রীকৃষ্ণের

গীত।

হরিনামে মাত্‌বো সবাই, ভুল্‌বো সকল যাতনা
তা' হলেই সুফল হবে আমার সে কামনা।
হরি হরি হরি বলে, নাচবো সবাই বাহু তুলে
নামের সুধা পান করিলে ঘুচ্‌বে সকল ভাবনা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

জগন্নাথমিশ্র আসীন।

জগন্নাথ। ছেলেটা দেখ্‌তে ত চাঁদের মত, যেন কাঁচা সোনা, তাই সকলে গোঁরাচাঁদ ব'লে ডাকে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা সকলেই বলেন নিমাই সামান্য মানব নয়। কিন্তু দেখ্‌ছি তাঁদের কথা বুঝি সব বিফল হয়—এত বড় দুষ্ট ছেলে ত আর দেখা যায় না—আজ এর নৈবেদ্য কেড়ে খাবে, কাল ওর জলের কলসী ভেঙ্গে দেবে, নালিশ শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালা পালা হ'য়ে গেল!

(মুরারিগুপ্তের প্রবেশ)

মুরারি। মিশ্র মহাশয়, আপনার ছেলের জ্বালায় ত তিষ্ঠান ভার. নদে ছাড়াবে দেখ্‌ছি। এমন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের এমন অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেও হয়!—কি বল্‌বো পালিয়ে গেল, নইলে একটী থাপ্পড়ে বাছাধনকে আক্কেল দিয়ে দিতুম—

জগন্নাথ। কেন কেন, কি হয়েছে? আপনার সঙ্গে আবার লেগেছে নাকি? আমি কি কর্‌বো? সে গেল কোথা? আজ মেরে তার হাড় গুঁড়ো কর্‌বো। কি হয়েছে বলুন দেখি?

মুরারি। অর্ব্বাচীন, অনড্বান্, জানে না আমি কে? আমায় চেনে না বা ভক্তি করে না নদেতে এমন লোক কে আছে? আমি যোগবাশিষ্ঠ আয়ত্ত করেছি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জগন্নাথ। সে কি? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করে এত বড় স্পর্দ্ধা তার হয়েছে? বলেন কি?

মুরারি। বল্‌ছি আমার মাথা, আর আপনার সেই অকালকুষ্মাণ্ডের মুণ্ডু।

জগন্নাথ। ব্যাপারটাই কি খুলে বলুন না, তার পর যা বিহিত হয় কর্‌বো।

মুরারি। ব্যাপার আমার শ্রাদ্ধ, মায় সপিণ্ড করণ—আপনার সেই গুণধর ছেলের দ্বারা—শুনুন তবে বলি। সেদিন আমি টোলে শিষ্যদের সোঽহং তত্ত্ব বুঝাচ্ছি—অর্থাৎ আমিই যে পরমব্রহ্ম—তাঁর অংশ নই—আমাতে আর পরমব্রহ্মে ভেদ নাই, এই কঠিন তত্ত্ব বুঝাচ্ছি—সে ছোঁড়াটা কিনা আরও কতকগুলি ছোঁড়া নিয়ে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে, হাস্‌ছে, আমার শাস্ত্রালোচনার ব্যাঘাত দিচ্ছে—আমার সঙ্গে ফাজ্‌লামি করছে, মহাতার্কিকের মত তর্ক করছে—উঃ কি স্পর্দ্ধা!

জগন্নাথ। বটে! এই চল্লুম, আজ আর তার রক্ষে নেই—

(প্রস্থানোদ্যত)

মুরারি। আরে আগে সবটাই শুনুন, তার পর যা ব্যবস্থা কর্‌বার কর্‌বেন—সেদিন ত ঐরকম তর্ক করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে পালালো। তার পর আজ কি করেছে শুনবেন—উঃ কি পাষণ্ড! রাগে আমার কথা রোধ হচ্ছে।

জগন্নাথ। কি! কি! কি হয়েছে শীঘ্র বলুন।

মুরারি। আমি আজ আহারে বসেছি, সবে মাত্র আচমন শেষ করেছি, এমন সময়—এমুন সময়, কি করেছে জানেন—উঃ কি ভয়ানক কাণ্ড!—অসহ্য, আমার আহারের পাত্রে প্রস্রাব করে দিয়ে, বলে কিনা এইবার খাও।

জগন্নাথ। কি ব্রাহ্মণের আহারের পাত্রে প্রস্রাব! ব্রাহ্মণের আহার নষ্ট! না—আমি এই চল্লুম—তা' আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।

মুরারি। বাঃ বেশ মজার কথা যা'হোক্—ওঁর গুণধর পুত্র আমার পাত্রে প্রস্রাব কর্‌বে আর আমি কিছু মনে কর্‌বো না।

(নিমাইকে ধরিয়া লইয়া শচীদেবীর প্রবেশ।)

শচী। ওগো, তুমি একটু ছেলেকে শাসন কর আর পারিনি, মোটে কথা শোনে না—খালি দুষ্টামি, খালি দুষ্টামি।

জগন্নাথ। গৃহিণী, তুমি ওকে এখানে রেখে, এখান থেকে চলে যাও। আজ ওর হাড় একদিকে আর মাস একদিকে কর্‌বো—দাওতো ঐ লাঠিগাছটা—(লাঠি লইয়া নিমাইকে মারিতে উদ্যত, নিমায়ের শচীদেবীর পিছনে লুকান।)

শচী। ওগো কর কি, কর কি, শাসন করতে বলেছি বলে কি ওই রকম ক'রে শাসন করতে হয় (লাঠি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

জগন্নাথ। দেখ গৃহিণী, তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার সর্ব্বনাশ কর্‌লে। এই বল্‌ছো শাসন কর্‌তে, আবার শাসন করতে গেলে বাধা দিচ্চো।

শচী। হাজার হ'ক নিমাই ছেলেমানুষ—ভালমন্দ কিছুই এখনও বোঝে না, অতটা কড়া হ'য়োনা। নিমাই! লক্ষ্মী বাবা আমার, আর দুষ্টামি ক'রো না (নিমাইকে লইয়া গমনোদ্যতা)।

জগন্নাথ। গৃহিণী চল্লে কোথা? শুনেছ নিমাই কি করেছে?

শচী। কি, কি? কি করেছে?

জগন্নাথ। এই ব্রাহ্মণের আহারের পাত্রে প্রস্রাব করে ওঁর খাওয়া নষ্ট করেছে।

শচী। ওমা কোথা যাব গো, এমন কথাও শুনিনি—নিমাই, কেন তুই এমন কর্‌লি?

নিমাই। মা, ওটা ভণ্ড বিট্‌লে বামন—ও একদিন সকলকে বোঝাচ্ছিল, মানুষে আর ভগবানে ভেদ নাই, মানুষই ভগবান—ও নিজেই পরমব্রহ্ম—তাই আমি ওর ভণ্ডামি ভাঙ্গবার জন্যে ভাতের থালায় প্রস্রাব করে দিয়েছি।

মুরারি। ভণ্ডামিটা কোন্ খানে দেখ্‌লি?

নিমাই। মুখে এক, কাজে আর। মুখে বল তুমি ভগবান—তবে প্রস্রাবে আর জলে ভেদ জ্ঞান কর কেন ঠাকুর? ভাত ফেলে উঠ্‌লে কেন পণ্ডিত মশাই? ভগবানের মত নির্ব্বিকার হ'তে পার্‌লে না?

জগন্নাথ। তবেরে পাজি? অন্যায় কাজ করে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, অন্যায় কার্য্যের আবার সমর্থন?

(মারিতে উদ্যত ও নিমায়ের মায়ের পশ্চাতে লুকান।)

মুরারি। (স্বগত) নিমাই কে? আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌লে, আমায় জ্ঞান দান কর্‌লে? (প্রকাশ্যে) মিশ্র মহাশয়, মার্‌বেন না, মারবেন না। (নিমায়ের পদ ধারণ পূর্ব্বক) নিমাই, আমি ধন্য হ'লেম।

জগন্নাথ। করেন কি? করেন কি? নিমায়ের অকল্যাণ হ'বে, নিমায়ের পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন—আপনি কি পাগল হ'লেন?

শচী। বাবা নিমাই, যা ওঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চা।

নিমাই। কেন, কি দোষ ক'রেছি যে মাপ চাইব?

(দৌড়িয়া পলায়ন।)

শচী। আপনি বিদ্বান ও জ্ঞানী, নিমাই অবোধ বালক, নিমায়ের অপরাধ নেবেন না, ক্ষমা ক'র্‌বেন।

মুরারি। মিশ্র মহাশয় আমি পাগল হই নাই, এতদিন যোগবাশিষ্ট প'ড়ে পাগলামি ক'র্‌তেম বটে, মোহান্ধ ও জ্ঞানগর্ব্বী ছিলাম—নিমাই আজ

আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন ক'রেছে—আমার দর্প চূর্ণ করেছে। নিমাইকে যে সে মনে ক'র্‌বেন না—নিমাই কে, পরে জান্‌বেন।

(প্রস্থান।)

জগন্নাথ। কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। হরি! নিমায়ের মঙ্গল ক'র।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

নিমাই ও কতিপয় বালক।

নিমাই। ছাখ্‌ ভাই, এখনি ভূতোর মা এই দিক দিয়ে গোপীনাথজীর পূজোর নৈবিদ্যি নিয়ে যাবে. নৈবিদ্যি লুট ক'রে খেতে হ'বে, বেশ মজা হ'বে।

১ম বালক। কি ক'রে লুট ক'র্‌বি?

নিমাই। মাগীর বড় শুচিবাই—রাস্তায় চলে এমনি এমনি ক'রে—খুব সাবধানে—তাই রাস্তায় ভাত ছড়িয়ে রেখেছি—ছাখ্‌না কি মজা করি। ঐযে মাগী আস্‌ছে, কেমন ক'রে চল্‌ছে ছাখ্‌।

(নৈবেদ্য হস্তে ভূতোর মা'র প্রবেশ।)

ভূতোর মা। হতভাগা লোক্‌দের কি আক্কেল! রাস্তাময় ভাত ছড়িয়ে রেখেছে—পা ফেল্‌বার যো নেই, কত সাবধানে সাবধানে আস্‌তে হ'চ্ছে, এতক্ষণে কোন কালে গোপীনাথজীর মন্দিরে পৌঁছুতে পার্‌তেম।

নিমাই। আর অতদূরে যেতে হ'বে কেন? আমাকে গোপীনাথজী মনে ক'রে নৈবিদ্যি ধরে দাওনা।

ভূতোর মা। ছি, বাবা, ও কথা কি বল্‌তে আছে, ঠাকুর দৈবতার নামে ঠাট্টা কি করতে আছে?

নিমাই। তা'ত নেই, তবে তুমি যে সগ্‌ড়ি মাড়ালে, সগ্‌ড়িছোঁয়া ঠাকুরকে দেবে কেমন ক'রে? তা'ই বল্‌ছি আমাকে দাও।

ভূতোর মা। ওমা তাইত, এতক্ষণ সাবধানে এসে এসে, এখানে সগ্‌ড়ি মাড়ালেম, পোড়া লোকগুলো কি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়েছে, রাস্তাময় ভাত ছড়িয়েছে। কি করি! নৈবিদ্যি ত ফেলা গেল, নে তোরাই তবে খা। (নৈবেদ্য ধরিয়া দেওন ও নিমাই প্রভৃতির ভক্ষণ) পথময় ভাত ছড়িয়ে রাখে, পোড়া লোকগুলোর কি আক্কেল! লোক যাবে কেমন করে তার ঠিক রাখে না? দে, এইবার থালাখানা দে, আবার পূজোর বন্দোবস্ত করিগে যাই।

(প্রস্থান।)

(শচীদেবীর প্রবেশ।)

শচী। হ্যাঁরে নিমাই, তুই এখানে কি কচ্ছিস্‌, আমি তোকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—ওমা কি সর্ব্বনাশ। আজ আবার কার নৈবিদ্যি কেড়ে খাচ্চিস্‌—তোর জালায় কি করবো (একটা বেত কুড়াইয়া মারিতে উদ্যতা বালকদিগের পলায়ন।)

নিমাই। মার্‌বি, আর দেখি কেমন ক'রে মারিস্‌, আমি এই ভাতের হাঁড়ির ওপর গিয়ে বস্‌লেম—আয় ধর্‌বি আয়।

শচী। ছি, ছি, নিমাই করিস্‌ কি, তুই বামনের ছেলে হ'য়ে এত অনাচার করিস্‌ কেন, ভাতের হাঁড়ির ওপর বস্‌লি কি ব'লে—আয়, উঠে আয়—আজ তোকে খুব মারবো।

নিমাই। মা তোর অত শুচিবাই কেন? আগে মন শুচি কর্, তখন দেখ্‌বি শুচিবাই আর থাক্‌বে না। আমাকে মার্‌বি? আমি না তোর ছেলে? মা হ'য়ে ছেলেকে মার্‌বি? তুই কেমন মা?

গীত।

মা হ'য়ে নিদয় হওয়া সাজেনা সাজেনা,
সন্তানে মারিলে কি গো মায়ের প্রাণে বাজেনা?
জগত-জননী যদি পাপীরে পায়ে ঠেলিত,
তা'হলে কাতরে তারে মা ব'লে কেবা ডাকিত,
তা'হলে মায়ের নাম করুণাময়ী হত না।

(প্রস্থান।)

শচী। নিমাই কে? এতটুকু ছেলের মুখে অত জ্ঞানের কথা! মা জগদম্বে, নিমাইকে বাঁচিয়ে রাখ মা।

(তিন জন প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।)

১মা। কি গো নিমাইএর মা, কি ভাব্‌ছ? নিমাইএর কথা বুঝি? আহা! তা' ভাববার কথা, অমন সুন্দর ছেলেটা এমন বিগ্‌ড়ে গেল?

শচী। হ্যাঁ বোন্, কি করি বল্‌দেখি—অন্য ছেলের মত নিমাইএর মায়া দয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও খুব আছে কিন্তু দুষ্টামিও খুব করে। ঘরের হাঁড়ি ভাঙ্গে, মেয়েদের জলের কলসী ভেঙ্গে দেয়, দেবতা মানে না, দেবতার নৈবিদ্যি কেড়ে খায়। দেবতার আসনে বসে, এঁটো মানে না, মুচিকে ছুঁয়ে দেয়, আবার বারণ কর্‌লে, বলে—"আমি দেবতা, আমি যদি অশুচি ছুঁই তবে সে শুচি হয়।"

১মা। এ রোগ কতদিন হয়েছে? এ যে বিষম বায়ুরোগ! আমার

আর রোগ চিন্‌তে বাকি নেই—হাজার হ'ক নামজাদা কব্‌রেজের পরিবার ত বটে—ওঁর কাছে থেকে থেকে কতক বিদ্যে ত হয়েছে বটে!

২য়া। তা' আর হয় না—এই যে আমার সোয়ামী সিঁতিরত্ন—কত লোককে কত ব্যবস্থা দিচ্ছেন, তা' আমি কি আর কিছু শিখিনি? বল্‌লে, নিজের বড়াই করা হয়—আমার সোয়ামী যখন ঘরে থাকেন না, কত লোকে আমার কাছ থেকে ব্যবস্থা জেনে যায়। নিমাইএর ঘাড়ে কোনও ভূত চেপেছে—সেই এসব করাচ্ছে, ভূত ছাড়াতে গেলে স্বস্তেন করতে হ'বে, ভাল করে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর পূজো দিতে হ'বে।

১মা। তা পূজো দেবে দাও—কিন্তু শুধু পূজোয় হ'বেনা—এসব রোগে মধ্যমনারায়ণ তেল কিম্বা বিষ্ণু তেল ব্যবস্থা। এই দুই তেল আমি না হয় বলে ক'য়ে আমার সোয়ামীর কাছ থেকে অর্দ্ধেক দরে এনে দেবো—নিমাইকে দু' তিন মাস মাখাও—দেখ্‌বে সব সেরে যাবে!

৩য়া। আমি যতদূর দেখছি—নিমাইএর গেরো বেগুনি হয়েছে—নিশ্চয় শনির দশা চল্‌ছে—যদি বল কি ক'রে জান্‌লে—তা হ'লে বল্‌তে হয়, আমিও আমার সোয়ামীর কাছ থেকে কিছু কিছু শিখেছি। আমার সোয়ামী মস্ত বড় পণ্ডিত যে—সব শাস্তর জানেন—জ্যোতিষ, বেদ, উপকথানিষেধ, শঙ্খ, পাতানজল আরও কত কি শাস্ত্র—আমার কি ছাই সব নাম মনে থাকে? তাই বল্‌ছি পূজোও ক'রো, আর সঙ্গে সঙ্গে গেরো শান্তি ও কর। তা'হলেই গেরো বেগুনি দূর হবে।

(পশ্চাৎ হইতে নিমাইএর প্রবেশ।)

নিমাই। কি গো পণ্ডিতগিন্নি, খুব শাস্ত্রর আওড়াচ্চ যে—আমিও পণ্ডিতের ছেলে তা' জান—এখানে তোমার বুজ্‌রুক খাট্‌বে না—গ্রহবৈগুন্য মুখে আসে না, বল গেরো বেগুনি, উপনিষধ মুখে আসে না, বল উপকথা

নিষেধ, সাঙ্খ্য হ'ল শঙ্খ, বাজিয়ে দিলেই হয়, পাতঞ্জল হ'ল পাতান জল! বলিহারি!

শচী। ছি! নিমাই, গুরুজনদের কি ঠাট্টা করতে আছে?

নিমাই। তা'ত নেই, তবে মিছে পাণ্ডিত্য ফলায় কেন?

৩য়া। নিমাইএর মা! আমরা তবে চল্লুম, তোমার ছেলের মঙ্গলের জন্যেই বল্‌ছিলুম—তা' তোমার ধনুদ্ধর ছেলে, দেখ্‌লে কেমন অপমানটা করলে?

শচী। কিছু মনে ক'রো না, বোন! নিমাইকে ক্ষমা করো।

২য়া। নিমাই, তুমি যে বল্লে তুমি পণ্ডিতের ছেলে, তবে ঠাকুর দেবতা মাননা কেন?

নিমাই। আমি আবার ঠাকুর দেবতা মান্‌বো কি? আমিই'ত দেবতা।

১মা। বায়ু পেরবল। শিগ্‌গির মধ্যমনারাণের ব্যবস্থা কর, নয়তে দুচার মাস পরে ঘোর উন্মাদ হ'য়ে পড়বে।

২য়া। অপদেবতা ছাড়াও—স্বস্তেন করাও।

৩য়া। গেরো শান্তি করাও—আমরা চল্লুম।

(প্রস্থান।)

নিমাই। উপকথা নিষেধ পড়াও, শঙ্খ বাজাও, পাতান জল মাথায় ঢাল।

(দৌড়িয়া প্রস্থান।)

শচী। হে মা ষষ্ঠী! নিমায়ের অপরাধ নিওনা, নিমাই আমার পাগ্‌লা ছেলে। হে হরি! আমার নিমাইএর মঙ্গল কর। (চোখ বুঝিয়া ধ্যান।) (কিঞ্চিৎ পরে) একি! আমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি—হরিকে ধ্যান করতে বসে দেখি, নিমাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে—বল্‌ছে

আমিই হরি! মায়ের স্নেহ এই রকমই বটে—ছেলে বই আর কিছু জানেনা। কিন্তু হে হরি, পুত্রস্নেহের বশীভূত হ'য়ে তোমার স্নেহে যেন বঞ্চিত না হই।

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

(বিশ্বরূপের প্রবেশ।)

বিশ্বরূপ। আমি চাই বৈরাগ্য-পথে যেতে, পিতা চান আমার বিবাহ দিয়ে আমায় সংসারের বাঁধনে দৃঢ় ক'রে বাঁধতে। আমি যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, পিতা মাতা আপাততঃ দুঃখ পাবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাঁদেরও মঙ্গল হ'বে—কারণ শাস্ত্রে বলে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়, সে কুল উদ্ধার হয়। তা' ছাড়া, নিমাই রইল, সেই বাপ মাকে দেখ্‌বে—যদিও সে এখন খুব ছোট বালক, কিন্তু তা'র যে রকম বুদ্ধি, তা'তে সে যে একজন বড় পণ্ডিত হ'বে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। নিমাই আমায় বড় ভাল বাসে, আমার কথা খুব শোনে, আমার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর দুষ্টামি ক'রে মা বাপের মনে কষ্ট দেবে না, এখন থেকে ভাল হ'বে। তা' হলে আর আমার সংসার ছাড়তে বাধা কি?

(গান গাহিতে গাহিতে একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

গীত।

অসার নিয়ে সার ভুলে আর থাক্‌বি কত মন
মোহের বশে আপন দোষে হারাস্‌নে পরম রতন।
সদাই করিস্‌ আপন আপন, বৃথা কাজে সদাই মগন,
আপন হ'তে যে আপনার (কেন) তাঁরে না করিস্‌ স্মরণ?
কবে যে তোর ফুট্‌বে আঁখি, কদিন বা আর আছে বাকি,
জগৎটা যে সবই ফাঁকি জগৎপিতার নে'রে শরণ।

(প্রস্থান।)

বিশ্বরূপ। সন্ন্যাসী কে? ও কি আমার মনের ভাব জানে নাকি? আমি সংসার ছেড়ে যাব কি যাব না, স্থির করতে পারছিলেম না—সন্ন্যাসীর গানে আমার মনের সংশয় দূর হল, আমার সংকল্প দৃঢ় হ'ল। আর না, এই সুযোগ, আজই চল্লেম! পিতা! মাতা! তোমাদের স্নেহের বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের সন্ধানে চ'ল্লো, আশীর্ব্বাদ কর যেন তা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মাতর্গঙ্গে! বক্ষে স্থান দাও মা, আমি সাঁতরে পার হ'য়ে যাই। (গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান ও সন্তরণ।)

(মেঘমালী ও রুদ্রমূর্ত্তি নামক দুইজন দস্যুর প্রবেশ।)

রুদ্র। কিরে মেঘমালী, কই নিমাই কোথা, চুলোয় যাগ্‌গে নিমাই, তার গয়না কোথায়? লাশ কোথায় পুত্‌লি? খুব নির্জ্জন জায়গায় ত? বার কর গয়না।

মেঘ। গয়না নেই।

রুদ্র। কি রকম? গয়না কি হ'ল।

মেঘ। আমি নিমাইকে ভুলিয়ে কোলে ক'রে তুলে এনেছিলেম,

কিন্তু তার কাঁচাসোনার মত দেহ আর মধুর মুখ দেখে, তা'কে মেরে তা'র গয়না নিতে আমার প্রাণ শিউরে উঠ্‌লো। সে যখন সরলভাবে হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস কল্লে "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চ ?" আমার মুখদিয়ে কথা বেরুলো না।

রুদ্র। কেন বল্‌তে পারলিনি—"যমালয়ে ?"

মেঘ। সেকথা বলা দূরে থাক্, ভাবতে আমার প্রাণ শিউরে, উঠ্‌লো, আমি তা'কে তার বাড়ীতে রেখে দিয়ে এলুম।

রুদ্র। কি ? শিকার ফস্‌কে গেল ? মিছে কথা, তুই ভাগ দেবার ভয়ে মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্। বার কর গয়না, নইলে ভাল হবেনা বল্‌ছি।

মেঘ। আমি যা বল্লেম, তা একটুও মিথ্যা নয়। আমার মন কেমন একরকম হ'য়ে গেছে, আমি আর এ কাজ করবো না—আমি আজ থেকে এ ব্যবসা ত্যাগ কল্লেম।

রুদ্র। বটে ? তবে খাবি কি ক'রে ?

মেঘ। কেন অন্য কোন ভাল কাজ খুঁজে নেব, নয়ত ভিক্ষে করবো। আমার ইচ্ছে হয়েছে সাধুদের সঙ্গে মিশে বাকি জীবনটা কাটাব।

রুদ্র। হাঃ হাঃ হাঃ ! বিড়াল আজ থেকে তপস্বী হ'ল। মাছ খাওয়া ত্যাগ কল্লে !

মেঘ। ঠাট্টা নয়, তুমিও এ ব্যবসা ছাড়। কেন সামান্য টাকার লোভে চুরি ডাকাতি ক'রে, মানুষ হ'য়ে পিশাচ প্রকৃতির পরিচয় দাও ?

রুদ্র। হোঃ হোঃ হোঃ ! বেদান্তবাগীশ ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির এসেছে, তোমরা সব দেখে যাও, পায়ের ধুলো নাও। আচ্ছা, বিদ্যে ভুড়ভুড়ি

মশাই, আমরা পেটের দায়ে দু দশ টাকা চুরি করি, এটা হ'ল পাপ; আর চুরি করতে গিয়ে, যদি খুন ক'রে ফেলি সেটা ভীষণ পাপ—নর হত্যা! কিন্তু রাজ্য-লোভে একজন প্রবল রাজা যদি কোনও দুর্ব্বল রাজার রাজ্য কেড়ে নেন, সেটা ডাকাতি নয়—দিগ্বিজয়, তিনি ডাকাত নন—দিগ্বিজয়ী বীর! যুদ্ধে কেউ যদি হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, সেটা হত্যা নয় বীরত্ব—সে খুনী নয়, মস্ত বীর। আমরা পেটের দায়ে চুরি করলে আমাদের ভাগ্যে—গলায় অর্দ্ধচন্দ্র, আর দিগ্বিজয়ী বীরের ভাগ্যে—গলায় ফুলের মালা, মণি মুক্তার মালা। আমাদের পিটে চটাপট্, দুমাদুম্, ধপাধপ্ চড়, কিল, জুতো, ঝাঁটা, লাথি আর দিগ্বিজয়ীর মুখে টপাটপ্ মণ্ডা, সপাসপ্ রাবড়ি, গপাগপ্ পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, আর কত কি। এই সবের মানে বেশ করে বুঝিয়ে দিতে পার ধর্ম্মাবতার?

মেঘ। বোঝাবার আমার ক্ষমতা নেই। তুমি আমার কথা না শোন, নাই শুন্‌লে। আমি কিন্তু আজ থেকে আর ও সব কাজ করবো না। আমি চল্লুম।

রুদ্র। তা যাও, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমায় যেন ধরিয়ে দিওনা, সাধু মহাপুরুষ? ভাল কথা—আর এক কাজ করনা, তা হ'লে দুজনেরই সুবিধা হয়। তুমি যখন সাধুই সাজছো, মৌনীবাবা হ'য়ে গঙ্গার ধারে কোনও এক গাছতলায় আশ্রয় নাও; আমি তোমার চেলা হই—বিনা মূলধনে এমন ব্যবসা আর নাই,—একটি পয়সা খরচ নেই, শুধু একখানা থালা কি বারকোষ সাম্‌নে রেখে দাও—আর কথাটি ক'য়ো না, দেখ্‌বে হুড় হুড় করে চারিদিক থেকে লোকে পয়সা এনে দেবে, থালা বোঝাই হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়—পায়েস, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, পরমান্ন অঢেল পরিমাণে রোজ আস্‌তে থাক্‌বে। তুমি কখন

একটা আঙ্গুল দেখাবে, কখনও বা দুটো, কখনও বা পাঁচটা—দেখবে তারই কত রকম ব্যাখ্যা হবে। কি বল ভায়া, কথাটা কি মন্দ?

মেঘ। না ভাই! আমি আর লোক ঠকাতে চাই না, তোমার যা ইচ্ছা কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

জগন্নাথমিশ্রের বাটী।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। কেমন ক'রে গৃহিণীকে জানাব যে বিশ্বরূপ আমাদের কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে। আহা! সবেমাত্র ষোল বৎসর বয়স—সংসারের কিছুই জানে না, এরই মধ্যে সংসারের উপর এত বৈরাগ্য, যে একেবারে সন্ন্যাসী। আমি কোথায় মনে কর্‌ছিলেম যে তার বিবাহ দিয়ে একটী ছোট পুত্রবধু ঘরে আন্‌বো, তাকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ কর্‌বো—আমার কন্যা নেই—তাকেই কন্যার মত পালন কর্‌বো। সব কল্পনা বৃথা হ'ল! ঐ যে উন্মাদিনী শচী আস্‌ছে, তা'কে কি বলে প্রবোধ দিই!

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। ওগো, বিশ্বরূপের কোথাও খোঁজ পাওয়া যাচ্চে না। অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ীতে নেই, আর আর যেখানে থাকে কোথাও তা'কে পাওয়া গেল না, কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না। ওগো তুমি নিজে

একবার খোঁজ কর'গে যাও, আর নিশ্চিন্ত থেকো না, তোমার পায়ে পড়ি।

জগন্নাথ। গৃহিণী, খোঁজ করা বৃথা! তা'র সন্ধান পাওয়া যাবে না।

শচী। সে কি? বাছার কি কোনও অমঙ্গল হয়েছে না কি? বল, বল, শিগ্‌গির বল, আমার বিশ্বরূপ কোথা?

জগন্নাথ। তোমার বিশ্বরূপ আমাদের বংশ পবিত্র ক'রে, অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলেছিল—

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্ত রূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥*

সেই জগন্নিবাস অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপের সন্ধান করবার জন্য সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে!

শচী। অ্যাঁ—বিশ্বরূপ আমার সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে—আহা সে যে দুধের ছেলে, সন্ন্যাসী জীবনের কষ্ট কেমন করে সহ্য করবে? আহা, বাছা যে আমার ননীর পুতুল!

জগন্নাথ। গৃহিণী, ভাবছো কেন? সে যার সন্ধানে গেছে তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। বাবা বিশ্বরূপ, আমি তোমার পিতা বটে, কিন্তু এখন তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়—আমি যে পথে যেতে পারিনি, তুমি বালক হ'য়ে সে পথে অনায়াসে গিয়ে আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করলে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক; তোমায় হারিয়ে আমাদের যতই কষ্ট হ'ক না কেন, তুমি যে পবিত্র পথে

* হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, উদর, মুখ, নেত্র সমন্বিত অনন্তরূপ তোমাকে সকল স্থানেই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার আদি, মধ্য, অন্ত দেখিতেছি না।

গিয়াছ, সে পথ থেকে আর ফিরে এসো না। তোমার পবিত্র স্মৃতি আমাদের মর্ম্মবেদনা শান্ত করবে।

(নিমাইএর প্রবেশ।)

নিমাই। বাবা, বাবা, দাদা কোথায়? দাদা এখনও এলনা কেন? মা তুই কাঁদছিস কেন? দাদার কি কোনও অসুখ হ'য়েছে?

শচী। না, বাবা, কোনও অসুখ হয়নি। হরি করুন, যেন তার কোনও অসুখ না হয়, সে যেখানেই থাক দীর্ঘজীবি হ'য়ে সুস্থ শরীরে যেন বেঁচে থাকে!

নিমাই। "যেখানেই থাক্"—মানে? তবে কি দাদা এখানে নেই? কোথায় গেছে, মা?

জগন্নাথ। বাবা, তোমার দাদা সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে।

নিমাই। আমি সন্ন্যাসী হ'ব বাবা! আমি দাদার সঙ্গে যাব!

শচী। আর ওকথা ব'লনা চাঁদ আমার, ও বাসনা মনে স্থান দিও না। তোর দাদা নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেল, তোরও কি আবার আমাদের দাগা দিয়ে যেতে ইচ্ছে আছে না কি?

নিমাই। তবে না হয় এখন যাব না। তোদের সেবা ক'রবো, সান্ত্বনা দোবো। আমি দাদার কাছে ব'লেছি, আর দুষ্টামি ক'রে তোদের মনে কষ্ট দোবো না। আমাকে লেখা পড়া করতে দিতেনা বলেই ত দুষ্টামি করতুম্। এখন থেকে লেখাপড়া করতে দাও, দেখ্‌বে আমি আর দুষ্টামি করবো না।

জগন্নাথ। বেশ বাবা, তাই হবে, আর তোমার লেখাপড়ার বাধা দিব না। তোমার যখন লেখাপড়ার এত আগ্রহ, তখন আর বাধা দেওয়া উচিত নয়।

নিমাই। মা তুই দাদার জন্যে আর কাঁদিস্ নি, তোর চোখে জল দেখ্‌লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়।

শচী। আচ্ছা, বাবা, আর চোখের জল ফেল্‌বো না, কিন্তু দেখিস্ বাবা, তোর জন্যে যেন আর চোখের জল ফেল্‌তে না হয়।

জগন্নাথ। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥*

নিমাই। একি! বাবা, তোমার একথা গুলো যেন আমার শোনা কথা বলে মনে হচ্ছে, কে যেন আমায় এই রকম আরও কত কথা বলেছিল!

জগন্নাথ। আমার কাছেই বোধ হয় শুনে থাক্‌বে নিমাই।

নিমাই। না বাবা, তোমার কাছে শুনি নাই—আমার একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন অর্জ্জুন আমায় এই কথা বলেছিল।

*হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি পুরাতন পুরুষ, এই বিশ্বের লয় স্থান, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম, তোমা কর্ত্তৃক বিশ্বব্যাপ্ত। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক; প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার; পুনরায় সহস্র নমস্কার, আবারও বার বার নমস্কার।

জগন্নাথ। দুর্ পাগল, তুই আধ ঘুমন্ত অবস্থায় কখনও হয়ত আমায় গীতা পাঠ করতে শুনেছিস্, তাই তোর ঐরকম মনে হচ্ছে।

নিমাই। মনে পড়েছে—অর্জ্জুনই আমার বিশ্বরূপ দেখে ঐ কথা বলেছিল—আমি তাকে বলেছিলাম—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥

(বেগে প্রস্থান।)

জগন্নাথ। নিমাই কে? এ যে সত্যই অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—এ যে গীতার একাদশ অধ্যায়ের শ্লোক? নিমাই শিখ্‌লে কখন, কার কাছ থেকে? হয়ত আমারই কাছে শুনে থাকবে। তা হলেও স্মরণশক্তি খুব বলতে হবে! যা' হক বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

শচী। ও শ্লোকের মানে কি?

জগন্নাথ। মানে এই—হে অর্জ্জুন! তোমার আত্মযোগ প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া মৎ কর্ত্তৃক এই তেজোময় বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, আমার পরম রূপ প্রদর্শিত হইল। এই রূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই।

শচী। হে হরি! আমার নিমাইকে দীর্ঘজীবি কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অদ্বৈতচার্য্যের বাড়ী।

অদ্বৈতাচার্য্য ও শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। গুরুদেব, আর ত অত্যাচার সহ্য হয় না—আমাদের অপরাধ কি,—না আমরা বৈষ্ণব। আপনি যা হয় একটা বিহিত করুন।

অদ্বৈত। ভয় নেই, আরও দিন কতক অপেক্ষা কর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উপর সদয় হবেন—নিশ্চয়ই ধরায় অবতীর্ণ হবেন। প্রভু এসো, আর কেন বিলম্ব কর।

জগাই ও মাধাইএর প্রবেশ।

জগাই। এই যে এসেছি. কি হুকুম হয়।

অদ্বৈত। তোমাদের এখানে কে ডাক্‌লে, তোমরা এখানে কেন?

জগাই। কেন? এই যে ডাক্‌লে।

অদ্বৈত। তোমাদের ডাকিনি, তোমরা এখান থেকে যাও, আমাদের একটু ধর্ম্ম চর্চ্চা করতে দাও।

জগাই। আচায্যি মশাই! আমারও একটু ধম্ম-চর্চ্চা করবো ব'লেই এখানে এসেছি। আমরা একটা শ্লোকের মানে বুঝতে পারিনি, তাই তোমার কাছে এসেছি—বুঝিয়ে দাও ত আচাযি্য মশাই।

শ্লোকটা হচ্চে এই—

হরের্নামৈব, হরের্নামৈব, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব.নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

মানে কি বুঝিয়ে বল'ত ঠাকুর?

অদ্বৈত। মানে হচ্চে—হরিনাম, হরিনাম, এক মাত্র হরিনাম—কলিতে হরিনাম বই আর অন্য গতি নাই।

জগাই। হোঃ হোঃ হোঃ! এই বুঝি তোমার পাণ্ডিত্য!—কি ব্যাখ্যাই করলে—ওর মানে ও নয়, ওর মানে হচ্চে এই—মন দিয়া শোন—শেখ, হরের্নামৈব—অর্থাৎ কি না হরিনামটাই আছে, আর কিছুই নেই। হরের্নামৈব কেবলম্—অর্থাৎ কিনা, কেবল হরি নামটাই আছে—হরি ব'লে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নেই। যেমন ঘোড়ার ডিম—কথাটা আছে, কিন্তু ঘোড়ার ডিম ব'লে কোনও জিনিষ নেই—কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব—অর্থাৎ কলিতে তাও নেই তাও নেই, তাও নেই। অতএব "গতিরন্যথা" অর্থাৎ অন্য গতি দেখ—কি না, হরিনাম ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন কর। কারণ, কলি এখন আকার ধারণ করেছে—হয়েছে কালি—অতএব এখন কেষ্ট ফেষ্ট ছেড়ে কালি ভজ। বুঝ্‌লে আচায্যি মশাই?

অদ্বৈত। হ্যাঁ খুব বুঝেছি, বাবা, তোমরা এখন যাও।

মাধা। দাদার একটা শ্লোকের মানে ব'লে দিলে, আমার একটা শ্লোকের মানে বলে দাও—

> "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে নচ
> মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি বসামি তত্র নারদ॥"

অদ্বৈত। বেশ, এই শ্লোকেরও মানে বলে দিচ্চি, কিন্তু তার পর আর জ্বালিও না—শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বল্‌ছেন—আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, তবে থাকি কোথায়? না,—মদভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি, আমার ভক্তগণ যেখানে থাকে "বসামি তত্র নারদ",—হে নারদ আমি সেইখানেই থাকি।

মাধাই। শুন্‌লে দাদা, ব্যাখ্যাটা একবার শুন্‌লে?

জগাই। আরে ভায়া, ওদের কম্ম এ সব বোঝা? দাও বুঝিয়ে দাও, শিখুক, জানুক আমরাও সংস্কৃত জানি—নেহাত মুখ্‌খু নই।

মাধাই। আচায্যি মশাই, তোমার প্রথম পংক্তির মানে ঠিক আছে—যথা, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না। এ মানেতে কোনও গোলযোগ নেই—দ্বিতীয় পংক্তি তুমি একটুও বোঝনি ঠাকুর। শোন, তবে বোঝাই—শ্রীকৃষ্ণ বলচেন, "আমি কোথায় থাকি, না মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি অর্থাৎ মদ ভক্তেরা—কি না মাতালেরা যেখানে থাকে—বসামি তত্র—সেইখানেই থাকি, না রদ—ইহাতে রদ হয় না। যেখানে মাতালরা থাকে সেইখানেই আমি থাকি—এ হ'ল খোদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, গীতায় আছে।

১ম শিষ্য। যাও যাও আর বেল্লিকপনা করতে হবে না—ঢের হয়েছে এখন বাড়ী যাও।

জগাই। কি বল্লি—আমরা বেল্লিক? মাল্‌পো-খেকো বষ্টমের বড় তেজ দেখ্‌ছি যে, জানিস্‌ একটি চাঁটিতে যমালয়ে পাঠাতে পারি?

১ম। তেজ থাক্‌বে না ত কি পাঁঠা-খেকো শাক্তদের ভয় করতে হবে না কি? চাঁটি আমরাও দিতে জানি—জান, এ খোলে চাঁটি দেওয়া হাত—তত নরম মনে ক'র না, আস্তে আস্তে পথ দেখ।

জগাই। যত বড় মুখ তত বড় কথা, এই ছাথ্‌ তবে, মাল্‌পোর জোর বেশী—না মাংসর জোর বেশী। (মারিতে উদ্যত)।

অদ্বৈত। (মধ্যস্থ হইয়া) আহা কর কি, কর কি? যাও বাপু বাড়ী যাও, আমরা নিরীহ বৈষ্ণব—আমাদের উপর এত অত্যাচার কেন?

জগাই। অত্যাচারের হ'য়েছে কি, ন'দে থেকে সব বষ্টুম তাড়াব তবে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'বে।

মাধাই। তবে জান্‌বে আমাদের নাম জগাই মাধাই—ন'দে থেকে শুধু যে বষ্টুম গুলোকে তাড়াব তা নয়—হরিনাম তাড়াব।

অদ্বৈত। তা কখনই পারবে না জগাই, মাধাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি হরিনামে ন'দে ভেসে যাবে, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ টলমল করবে, তোমরাও চাই কি, সেই হরিনাম স্রোতে ভেসে যাবে।

জগাই। আচায্যি মশাই, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছো। দিব্য চক্ষু পেলে কোথা থেকে? একটু মাল টান' তবে ত দিব্য চক্ষু পাবে? মাল্‌পো খেয়ে কি আর দিব্য চক্ষু হয়? এই নাও একটু খাও। (মদ দিতে উদ্যত।)

অদ্বৈত। কি এত দূর স্পর্দ্ধা? আমরা বৈষ্ণব—আমাদের সুরাপান করতে বলা?

জগাই। সুরা নয়, সুরা নয়—সুধা, অমৃত—যা দেবতারা পান কর্‌তো—মা কালীর প্রসাদ! আর বৈষ্ণবের কথা তোল কেন ঠাকুর? অনেক বৈষ্ণব লুকিয়ে লুকিয়ে একটু এই সুধা পান করে।

২য় শিষ্য। যা মুখে আসে তাই বল্‌তে আরম্ভ করলে যে? এখান থেকে ভালয় ভালয় যাবে কি না বল?

মাধাই। তোমরা যদি একটু এই সুধা চেকে দেখো, তাহ'লে আমরা এখনি চলে যাই।

জগাই। যদি না-ই যাই, কি করতে পারিস্ তোরা? তোদের হরিকেই ভয় করিনি, তা তোদের! তোরা যে হরিকে ভজিস্, সেই হরি আয়ান ঘোষের ভয়ে এক দম ভোল ফিরিয়ে, মা কালীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তবে রক্ষা পায়,—নয় ত, সেইদিনই তা'র হ'য়ে গেছ্‌লো। নাম জাল হয় শুনেছি,—বেমালুম চেহারা জাল? কই, আমাদের কালী কি কখন ভয়ে তোদের হরির রূপ ধারণ করতে গেছ্‌লো? জবাব দেনা? চুপ করে

রইলি কেন? বাঁশী বাজিয়ে যে গোপীদের মন হরণ কর্‌তো, সেই ননীচোর, লম্পট নটবরের চেলা আমরা নই, আমরা অসিধারিণী মুণ্ডমালিনী, মহাকালীর চেলা। আমাদের সঙ্গে লড়্‌বি? আয় আমি একলাই তোদের সব কটাকে চাট করে মেরে দিই।

অদ্বৈত। বাপু, আমারা নিরীহ বৈষ্ণব, আমরা লড়াই মারামারি জানিনা, তোমাদের মিনতি করছি, তোমরা এখান থেকে যাও।

জগাই। তাই বল, ভাল কথায় বল, চোখ রাঙান কেন? চোখ রাঙানর ভয় করিনি। ভায়া চলহে, আর এ বেটাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দরকার নেই, এদের বিদ্যে ত বোঝা গেছে। মনে কর্‌তেম এরা সংস্কৃত বুঝি ভাল জানে। দেখ্‌লেম—কিছু না। দাও, এদের গায়ে একটু একটু শান্তি জল ছিটিয়ে দাও। (মাধাইএর মদের বোতল হইতে বৈষ্ণবদের গাত্রে মদের ছিটা দিয়া প্রস্থান।)

অদ্বৈত। শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু! কি পাষণ্ড, গায়ে মদের ছিটে দিয়ে গেল। হে শ্রীহরি, আর কতদিন বৈষ্ণবদের প্রতি এই অত্যাচার স্থির হয়ে দেখ্‌বে? শীঘ্র অবতীর্ণ হও, পাষণ্ডদের দলন কর।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের টোল।

গঙ্গাদাস, কমলাকান্ত ও মুরারি।

কমলাকান্ত। আচার্য্য মহাশয়, নিমাই এ টোল ছাড়লে কেন?

গঙ্গাদাস। এখানকার বিদ্যাশিক্ষা অর্থাৎ ব্যাকরণশিক্ষা নিমাইএর শেষ হয়েছে। কি অদ্ভুত মেধাবী ছেলে! তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার মাতা শচীদেবী সেই পিতৃহীন, দরিদ্র ও অসহায় বালককে আমার হস্তে সমর্পণ করে আমার উপর তার বিদ্যাশিক্ষার ভার দেন। কঠিন ব্যাকরণশাস্ত্র—যাহা অপর লোকে দশ বার বৎসরেও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, নিমাই মাত্র দুই বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে। আর তাহাকে শিখাইবার আমার কিছু নাই। তাই সে এখান থেকে গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র পড়বার উদ্দেশ্যে বাসুদেব সর্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করে। নিমাইএর মত মেধাবী বালক বিরল! দেখনা কেন, এই অল্পবয়সে সে একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছে এবং নবদ্বীপের মত পণ্ডিতের দেশেও, সেই টিপন্নীর আদর ও প্রচার হইয়াছে। ইহা কি কম কথা! তা'ই বলছি, নিমাইএর মত মেধাবী বালক বিরল!

কমলাকান্ত। তা' স্বীকার করি, তবে অমন বাচালও বিরল। আমাদের বয়স তাহার বয়সের দ্বিগুণের চেয়ে বেশী, ত্রিশ বত্রিশ—তার সবে মাত্র চৌদ্দ—তবুও সে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়ে না।

বালক বোধে তাহার সঙ্গে যদি তর্ক কর্‌তে না চাই, তবে এত টিট্‌কারী দেয়, যে অবশেষে বাধ্য হ'য়ে তর্ক করিতে হয়।

গঙ্গাদাস। (হাসিতে হাসিতে) এবং সে তর্কে তাহার নিকট পরাজিত হ'তে হয়? কেমন কি না?

কমলাকান্ত। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞে—তা' হতে হয় বটে। সে মাথা এমন গুলিয়ে দেয়, যে তা'র প্রশ্নের ঠিক উত্তর আর মনে আসে না—অথচ মজা এই—তা'কে যতই কূট প্রশ্ন করিনা কেন সে তৎক্ষণাৎ ঠিক উত্তর দেয়। কেমন মুরারি দাদা, ঠিক নয়?

মুরারি। খুব ঠিক—সে দিন কিছুতেই আমি তা'র সঙ্গে তর্ক করবো না—সেও ছাড়বে না—নাছোড়বন্দ, শেষে তর্ক কর্‌তে বাধ্য হ'তে হল। কিন্তু মাথা যে কি রকম গুলিয়ে গেল বল্‌তে পারিনি, কাজেই তর্কে পরাস্ত হ'তে হল'।

গঙ্গাদাস। মাথা কি আর অমনি গুলিয়ে যায়! রাগ ক'রোনা—নিমাইএর মাথায়, আর তোমাদের মাথায়? তোমাদের কেন—এমন কি আমার মাথায় অনেক প্রভেদ—নিমাইএর মেধা অদ্বিতীয়! তাহার ক্ষমতা ঈশ্বর দত্ত। নিমাই একজন বড়দরের পণ্ডিত হ'য়ে নবদ্বীপের নাম উজ্জ্বল ক'রবে। আহা! আজ যদি জগন্নাথ মিশ্র বেঁচে থাকৃতো, তা' হলে তা'র কত আনন্দ হ'ত!

কমলাকান্ত। নিমাইএর দু এক একটী দোষও আছে। সে নিজে শ্রীহট্টদেশীয়, কিন্তু শ্রীহট্টবাসী ছাত্রদের দেখ্‌লেই তাদের কথার অনুকরণ ক'রে বিদ্রূপ ক'রবে, এমন রাগিয়ে দেবে, যে তা'রা তাড়া ক'রে মারতে উদ্যত হবে, তখন দৌড়ে পালাবে। কখন কখন তাহারা নালিশ করে, কিন্তু দারোগা নিমাইএরই পক্ষ অবলম্বন ক'রে তা'দের ঠাট্টা করে তাড়িয়ে দেয়

গঙ্গাদাস। সে তা'র স্বদেশবাসিদের সঙ্গেই ঐরূপ করে, অপর কাহারও সহিত করে কি ?

কমলাকান্ত। না, তা কখনও করে না বটে ! কিন্তু স্বদেশবাসিদের সঙ্গেই বা করবে কেন ? সেটা কি অন্যায় নয় ?

গঙ্গাদাস। দ্যাখো, যে রাগে তাকেই লোকে রাগায়। নিমাই আপনার দেশের লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করে মাত্র। তা'রাও ঠাট্টা ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলেই পারে ? আচ্ছা, নিমাইকে তোমরা কেউ কখনও রাগ্‌তে দেখেছো কি ?

মুরারি। না, নিমাইএর শরীরে রাগ একটুও নেই। তাহার মুখ সদাই প্রফুল্ল।

গঙ্গাদাস। তবেই বোঝ, নিমাই কেন ওরকম করে ? তা'র উদ্দেশ্য সকলেই তা'র মত হ'ক, রাগকে দমন করতে শিখুক। কেন—তাহারও ত নিমাইকে অনেক কটু কথা বলে, মারিতে উদ্যত হয়, নিমাই কি তাতে রাগে ?

কমলাকান্ত। আচ্ছা, নিমাইএর আর একটি দোষের কথা বলি—সে বৈষ্ণবদের অত ঠাট্টা করে কেন ? মুকুন্দদত্ত বেচারা সুগায়ক ও পরম বৈষ্ণব। তা'কে পেলে নিমাই আর ছাড়ে না, সে নিমাইকে দেখ্‌লেই ভয়ে পালায়। সে দিন মুকুন্দকে পালাতে দেখে নিমাই তাকে ডেকে বল্লে—"তুই পালাস্ কোথা ? আমার হাত থেকে তুই কখনই পালাতে পারবি নি। কিছু কাল পরে তোকে এমন ক'রে বাঁধবো যে তুই চিরকাল আমার কাছে বাঁধা থাকবি। দেখবি, আমিও বৈষ্ণব হব', কিন্তু তোর মত ভণ্ড বৈষ্ণব হব' না—আমি এমন বৈষ্ণব হব' যে স্বয়ং শিব আমার দারস্থ হবে।" এতে কি বোধ হয় না, নিমাই নাস্তিক ? শিবকে মানে না ?

গঙ্গাদাস। নিমাই এখন বালক, তার ধর্ম্মভাব এখন কিরূপ তা' ঠিক বোঝা যায় না। তবে ও কথায় এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে সে নাস্তিক। নাস্তিক যদি, তবে সে বৈষ্ণব হ'তেই বা যাবে কেন? আর, ভণ্ড বৈষ্ণব—না—যথার্থ বৈষ্ণব হওয়াই তাহার যে একান্ত ইচ্ছা, তা'র নিজের কথাতেই তাহা প্রমাণ হয়। নিমাইএর বালক-সুলভ চপলতা আছে বটে, তবে সে নাস্তিক ব'লে আমার বোধ হয় না।

মুরারি। গুরুদেব, আপনি নিমাইএর বড়ই পক্ষপাতী, তাই তার কোনই দোষ দেখ্‌তে পান না। এখন তবে আমরা আসি, প্রণাম!

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

(কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড ও লৌহ শলাকা লইয়া কাঞ্চনদাসের প্রবেশ।)

কাঞ্চনদাস। পঞ্চাশ হাজার টাকা লোক্‌সান! উঃ কি ভয়ানক! যাক্‌ ও কথায় আর কাজ নেই, মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে। যাক্‌গে পঞ্চাশ হাজার টাকা—একবার যদি একখানা পরেশ পাথর পাই, তবে আর ভাবনা কি? কত লাখ্‌ লাখ্‌ টাকা হবে—যাতে ঠেকাব অমনি সোণা—গুরু সত্য, কি মজা! সাধনায় সিদ্ধি! খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একদিন

না একদিন নিশ্চয়ই মিল্‌বে—তখন কি করবো—গুরু সত্য! আহ্লাদে নাচ্‌তে থাক্‌বো—এখনি যে নাচ পাচ্চে—

গীত।

যদি আমি পরেশ পাথর পাই—
প্রাণ খুলে গাই, নাচি কুঁদি, ডিগবাজি খাই, বগল বাজাই।
হ'ত আমার কত টাকা, যা বিনা সকলি ফাঁকা,
দুনিয়া থাক্‌তো মুটোর ভেতর, যা ইচ্ছা করতেম তাই॥

(দুই তিনজন বালকের প্রবেশ।)

১ম বালক। কিরে কেঁচো, অত নাচ্‌চিস কেন?

কাঞ্চনদাস। ফের্ কেঁচো—আমার নাম কাঞ্চনদাস। ফের্ যদি কেঁচো বল্‌বি তবে তোদের ব্যাং, টিক্‌টিকি, গিরগিটি ব'লে ডাক্‌বো।

২য় বালক। আচ্ছা আর কেঁচো বল্‌বো না—বলি কাঞ্চনদাস! এই একটা পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি, ছ্যাখ দিকি এটা পরেশ পাথর কি না?

কাঞ্চনদাস। কই দেখি দেখি (হাতে লইয়া ও লোহায় ছোঁয়াইয়া দূরে নিক্ষেপ)। হতভাগা ছোঁড়ারা—আমার সঙ্গে চালাকি, একটা বাজে পাথর নিয়ে এসে বল্‌ছে পরেশ পাথর। অমন পরেশ পাথর আমার ঢের আছে, এই দেখ্ থলি ভরা—তোদের চাই ত নে; আয় তোদের মাথায় ঢেলে দি।

১ম বালক। না কেঁচো—থুড়ি কাঞ্চনদাস, আমার মাথায় ঢালিস্ নি। আচ্ছা কেঁচো—না না কাঞ্চনদাস, তুই পরেশ পাথর পেলে কি করবি বল্ দেখি।

কাঞ্চনদাস। কি করবো? রসো ভাব্‌তে দাও। ওঃ! কি মজাই হবে, গুরু সত্য!—যাক্ না কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা—লাখ লাখ্ টাকা

হবে—যাতে ছোঁয়াব তাই সোণা! হাতা, বেড়ি, ঘটি, বাটি, থালা, গাড়ু, লোহার সিন্দুক—সব সোণা হ'য়ে যাবে! সোণার বাড়ী ক'রে ফেল্‌বো—যেমন রাবণের লঙ্কা ছেলো। কিন্তু চারিদিকে সোণা ছড়ান থাক্‌বে, চোরের উৎপাত বাড়বে।

২য় বালক। কেন, অনেক সেপাই পাহারা রেখে দিবি।

কাঞ্চনদাস। তা যেন দিলুম, তারাই যদি চুরি ডাকাতি করে?

১ম বালক। কেন, তখন তাদের তরওয়ালগুলোও সোণার ক'রে দিবি, তা' হ'লে আর সে তরওয়ালে তোকে কাট্‌তে পারবে না।

কাঞ্চনদাস। তা' যেন হ'ল—কিন্তু ঐ পরেশ পাথরটা রাখবো কোথায়? লোহার সিন্দুকে রাখলে সেটাও সোণার হ'য়ে যাবে, সব শুদ্ধই যদি লুট করে নিয়ে যায়। মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি।

২য় বালক। কেঁচো, না না—কাঞ্চন, মাথা খারাপ করবার আর দরকার নেই, যা আছে যথেষ্ট। আমরা না হয় তোর বাড়ী চৌকি দেবো তখন। আমাদের ভাল ক'রে খাওয়াস্, কেমন কেঁচো?

কাঞ্চনদাস। ফের্ কেঁচো? বেল্লিক বেঙাচিরা, বেরো এখান থেকে, নইলে মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবো।

(বালকদিগের পলায়ন।)

(একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

ভদ্রলোক। কি কাঞ্চনদাস, কি হ'য়েছে, অতো চটেছো কেন? ছেলেগুলো খেপাচ্ছিল বুঝি?

কাঞ্চনদাস। দেখুন ত মশাই, বেঙাচিগুলোর জ্বালায় অস্থির। পাই না আগে পরেশ পাথর, তখন বেটাদের দেখে নেবো।

(প্রস্থান।)

ভদ্রলোক। আহা! লোকটার ব্যবসাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে,—হবারই কথা! তাই এখন পরেশ পাথর খোঁজবার খেয়াল হ'য়েছে। মানুষের কখন কি হয় বলা যায় না।

(প্রস্থান।)

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরি। হরি! কবে আমার উপর সদয় হবে, কবে তোমার ঐ ধড়াচুড়া পরা ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবো? আহা, আমার কি এমন দিন হবে!

(কাঞ্চনদাসের প্রবেশ।)

কাঞ্চন। (স্বগত) এইবার হ'য়েছে—এ লোকটাকে সাধুর মত দেখাচ্চে, এদের কাছেই পরেশ পাথর পাওয়া যেতে পারে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, তুমি না সাধু?

হরি। সাধু হ'তে পারি কই বাবা, আমি ঘোর পাপী।

কাঞ্চন। ও সব বুক্‌নিতে ভুলিনি বাবা—পঞ্চাশ হাজার টাকা গেছে— একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। তাই বল্‌ছি আর ভাঁড়াভাঁড়ি ক'রো না, আমায় দয়া কর।

হরি। তোমায় দয়া করি আমার এমন ক্ষমতা কোথায়? তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হ'য়েছে বল্‌ছো। আমার একটি পয়সাও নেই যে তোমায় দান করি।

কাঞ্চন। পয়সা আমি চাইনা, আমি চাই পরেশ পাথর। যদি থাকে দাও।

হরি। পরেশ পাথর? হ্যাঁ, সেদিন গঙ্গাস্নানে যাবার সময় পায়ে একটা ঠেকেছিল বটে, তা'তে পায়ে আঘাতও লেগেছিল, তাই সেটাকে ঐ নর্দ্দামায় ফেলে দিয়েছিলেম, যদি পাও খুঁজে ছাখো। (কাঞ্চনের দৌড়িয়া প্রস্থান)

লোকটা, অর্থের জন্য পাগল! হে হরি! অর্থের জন্য ওর যত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, তোমার জন্য আমার যেন সেই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে।

(প্রস্থান)

(কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ।)

কাঞ্চন। সত্যিই এটা পরেশ পাথর—এই লোহাগুলো সব সোণা হ'য়েছে—এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। কিন্তু লোকটা কি বোকা,—এমন জিনিষ পেয়েও, নর্দ্দামায় ফেলে দেয়! দিয়ে কিনা লোকের কাছে একমুঠো চালের জন্য ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এমন মুখ্খুও থাকে!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাবক্ষ।

নৌকারোহনে নিমাই ও রঘুনাথ।

রঘু। নিমাই! কাল যে তুমি ব'লেছিলে, আজ যখন গঙ্গা পার হবে তখন তুমি যে ন্যায়গ্রন্থ লিখেছ সেই পুঁথিখানা সঙ্গে আন্‌বে এবং আমায় দেখাবে? এনেছ কি?

নিমাই। তুমি যখন দেখ্‌তে চাইলে, তোমার অনুরোধ কি উপেক্ষা কর্‌তে পারি? এই নাও, পড়ে দ্যাখো। (পুঁথি প্রদান)

রঘু। আচ্ছা, তুমি ত সবেমাত্র সেদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায় পড়তে আরম্ভ করলে।—পড়লেই বা কদিন, আর লিখ্‌লেই বা কখন?

নিমাই। সে খবরে তোমার কাজ কি, তুমি ততক্ষণ পড়, আমি একটা গান গাই।

গীত।

কাহার উদ্দেশে, বল কোন্ দেশে, চলেছ তটিনী পাগলিনী প্রায়,
এত যে সাধনা, এত যে কামনা, সফল হ'ল কি তায়?
কত কাল বল ছুটিবে আর,
ছুটিলে সন্ধান পাবে কি গো তার?
ধরা ত দেবে না, ফিরে ত চাবে না, সারাটি জীবন কাটিবে আশায়।
কোটি শশী গ্রহ তারা, হ'য়ে সবে মাতোয়ারা, কোটি যুগ ঘুরে ঘুরে পায়না যাহায়,
যোগী ঋষি কত ধ্যান ধারণায়,
সন্ধান যাহার কিছু না পায়।
কেমনে পাইবে, সে মনোচোরে, দূরে থেকে যে গো প্রাণ মাতায়।

রঘু, একি তুমি কাঁদছো কেন? গান শুনে তোমার মনে ভাবের উদয় হ'ল না কি?

রঘু। না ভাই, তোমার গান আমি মোটে শুনিই-নি, তা' ভাব আস্‌বে কি? কিন্তু তোমার বই প'ড়ে আমার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সব চুরমার হ'য়েছে।

নিমাই। কেন, কেন? আমার বই প'ড়ে তোমার আশা ভরসা চূর্ণ হবে কেন?

রঘু। নিমাই, তুমি বোধ হয় জান না যে আমিও "দীধিতি" নামে একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার পুস্তকের জগতে আদর হবে, ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব'লে আমার নাম থেকে যাবে। কিন্তু তোমার বই প'ড়ে আমার সে আশা নাই—আমি দশ পাতায় যা ব্যক্ত ক'রেছি, তুমি দুই এক ছত্রে তা' অতি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছ।

তোমার বই প্রকাশিত হ'লে আমার বই একেবারে চল্‌বে না, আমার নামও একেবারে ডুবে যাবে। তাই কাঁদ্‌ছি নিমাই।

নিমাই। এই কথা? এই ছাখো, আমার পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর্‌লেম, আমার পণ্ডিত হ'তে সাধ নাই, তোমার মত বন্ধুর মনে একটুও কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নাই। (পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ)। এখন হ'ল ত? এতেও যদি তোমার সংশয় থাকে, আমি এই গঙ্গার উপর ব'সে তোমায় বল্‌ছি, আর আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হব' না, ন্যায়ের পুস্তক আর লিখব্‌ না, ন্যায়ের চর্চ্চাই আজ থেকে আর কর্‌বো না। মন শান্ত হ'ল ত ভাই? কিন্তু অপরে যদি তোমার পুস্তকের চেয়ে ভাল পুস্তক লেখে?

রঘু। হ'ল বটে নিমাই, কিন্তু জগত হ'তে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হ'ল। নিমাই! অপর কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার "দীধিতি"র চেয়ে শ্রেষ্ঠ ন্যায়গ্রন্থ লেখে—এটা আমার আত্মম্ভরিতা মনে ক'রো না নিমাই, এটা সার সত্য কথা—বড় বড় পণ্ডিতদের এই মত। নিমাই! ধন্য তোমার বন্ধুত্ব, ধন্য তোমার স্বার্থত্যাগ! বন্ধুর মনস্তুষ্টির জন্যে অনায়াসে অক্ষয় কীর্ত্তি বা অমরত্ব ত্যাগ কর্‌লে?

নিমাই। অমরত্ব? অমরত্ব কি কেবল মাত্র পুঁথি লিখেই হয়, আর কিছুতে হয় না? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র কয়খানা ন্যায়শাস্ত্র লিখেছিলেন রঘুনাথ? অথচ তাঁদের মত অমরত্ব লাভ করেছে কয়জন পণ্ডিত?

রঘু। তোমার সঙ্গে ত তর্কে এ পর্য্যন্ত কেউ পারে নাই নিমাই, আমিই বা কেমন ক'রে পারবো? আমি শুধু তর্কে নয়, তোমার উদারতায়, তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও অদ্ভুত স্বার্থ ত্যাগে পরাস্ত হলেম। হাঁ, গানটার কথা কি বল্‌ছিলে নিমাই? গানটা আমি একটুও শুনিনি—আর একবার গাওনা শুনি।

নিমাই। খ্যাপা! তোমার মত অরসিকের কাছে গান গাইতে আছে?

তুমি নৈয়ায়িক হতে পার, ভাবুক নও—ভাবুক পৃথিবীতে ক'জন আছে? এক ভাবুকের কথা বলি শোন। তা'কে লোকে আধ পাগ্‌লা বল্‌তো, কারণ সে যে কি ভাবে মত্ত থাক্‌তো, তা সাধারণ লোকে বুঝ্‌বে কেমন ক'রে? একদিন সে গঙ্গার ধারে ব'সে জলের স্রোতের সঙ্গে কালের স্রোতের তুলনা কর্‌ছে—নদীর স্রোত যেমন অনবরত ব'হে যাচ্চে, কালের স্রোতও তেমনি অনবরত ব'হে যাচ্চে, নদীর স্রোত শেষে সমুদ্রে মিলে যাচ্চে—কালের স্রোতও অনন্ত কাল-সমুদ্রে মিশে যাচ্চে। এই রকম কত কি ভাব্‌ছে, এমন সময় দেখ্‌লে অদূরে ঘাটে এক পরমা সুন্দরী রমণী স্নান কর্‌ছে, রমণীর সৌন্দর্য্য দেখে সেই লোকটার চোখের পলক আর পড়ে না। একদৃষ্টে রমণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। যে সকল পুরুষ সেই ঘাটে স্নান কর্‌ছিল, তা'রা তার এই অসভ্যতা দেখে তাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। বল্‌তে লাগ্‌লো, "আমরা জানতেম লোকটা সাধু, এখন দেখ্‌ছি ঘোর ভণ্ড—দাও বেটাকে দু'চার ঘা, তবে যদি আক্কেল হয়!" সে সব কথায় সে কর্ণপাত কর্‌লে না—স্নান শেষে যখন স্ত্রীলোকটী উঠে আস্‌তে লাগ্‌লো, তখন সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়ে বল্লে, "মা, তুমি যখন এত সুন্দর, না জানি তোমায় যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ভগবান আরও কত সুন্দর! সে অনন্ত সুন্দরের রূপ ত দেখ্‌তে পেলাম না।" এই ব'লে সেখানে বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। তখন লোকগুলো নিজেদের ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জিত হ'ল এবং স্নানান্তে চ'লে গেল। কিন্তু সেই ভাবুক সমস্ত দিন সেথায় বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, আর মধ্যে মধ্যে বল্‌তে লাগ্‌লো, "সেরূপ ত আমার দেখা হ'ল না।" দেখ্‌লে, রঘুনাথ! সাধারণ লোকের মনের ভাব আর ভাবুকের মনের ভাবে কত প্রভেদ! চল এখন ঘরে যাই।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বনগ্রামের জঙ্গল মধ্যস্থ হরিদাসের কুটীর।

(একজন বেশ্যার প্রবেশ।)

বেশ্যা। জমীদার বলেছে যদি হরিদাসকে বশ করতে পারি, তবে পাঁচ শ টাকা বক্‌শিস্ দেবে। এ আর শক্ত কথা কি? আমার এ রূপে ভোলে না এমন কেউ আছে? কই, এ পর্য্যন্ত ত দেখ্‌তে পেলাম না— স্বয়ং জমিদারই আমার গোলাম। রূপের নেশা ভয়ানক নেশা! দেবতা, যোগী, ঋষিরা পর্য্যন্ত ঊর্ব্বশী মেনকার রূপে মুগ্ধ হ'ত, তা' সামান্য মানুষের কথা কি ছার! কই হরিদাস গেল কোথায়? এই নিবিড় জঙ্গল মধ্যে এই জীর্ণ কুটীরে সে একা থাকে কি রকম ক'রে? বাঘ, ভাল্লুকের ভয় হয় না? আমার ত গা ছম্ ছম্ করছে, যদিও জানছি জমিদারের লোক কিছু দূরেই আছে। একটু এগিয়ে দেখি, হরিদাস কোথায় গেল।

(প্রস্থান।)

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরি। আজ রাখাল বালক এখনও এলো না কেন? রাখাল বালক কে? তা'কে দেখ্‌লে মনে হয় যেন সেই ব্রজের রাখাল বালক! কি সরলতা মাখান মুখখানি! ঐ যে গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে! কি মিষ্টি গলা!

(গান গাহিতে গাহিতে রাখাল বালকের প্রবেশ।)

গীত।

আমি যারে ভাল বাসি, থাকি সদা তারই কাছে,
যে আমারে ভাল বাসে, কোন কিছু হয় তার পাছে।
চোখ থাক্‌তেও কেউ দেখেনা, কান থাক্‌তেও ডাক শোনে না,
মন থাক্‌তেও ভাবেনাকো কে এমন আপন আছে।

দাদা, আমি আসিনি ব'লে তুমি ভাব্‌ছিলে বুঝি?

হরি। কেমন ক'রে জান্‌লে রাখাল ভাই, যে আমি তোমার জন্যে ভাব্‌ছিলেম, তুমি কি অন্তর্য্যামী ?

রাখাল। তা' যাই বল, আমি ঠিক জান্‌তে পেরেছিলেম যে আমার দাদা আমায় দেখ্‌তে না পেয়ে ব্যস্ত হয়েছে। তাই একবার এলাম। আমার কত কাজ তা জান ?

হরি। কি কাজ রাখাল ভাই ? তোমার কি মা বাপ কেউ নেই ?

রাখাল। না—সে কথাত অনেকবার বলেছি। আমার কি কাজ ? এই তোমাকে আগ্‌লান—বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে রক্ষা করা।

হরি। হাঃ হাঃ হাঃ ! রাখাল ভাই, তুমি হাসালে। তোমাকে কে রক্ষা করে তার ঠিক নাই; তুমি আবার আমায় বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বে ?

রাখাল। বাঘ ভাল্লুকে আমার কিছু কর্‌তে পারেনা—আমি খুব ছোট কি না। এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকি আমায় কেউ দেখ্‌তে পায় না, অথচ আমি সকলকে দেখ্‌তে পাই। দেখ হরিদাদা, তুমি বাঘ ভাল্লুকের ভয় কর'না, তাদের দেখ্‌লেই হরিনাম কর্‌বে, তা হলেই তারা পালাবে। শুনেছি ধ্রুব যখন হরিনাম ক'রতো, বাঘ ভাল্লুক তা'র কখনও অনিষ্ট ক'রতোনা। দাদা, তুমি রাক্ষসী দেখেছ ?

হরি। (হাসিতে হাসিতে) না ভাই, রাক্ষস বা রাক্ষসী দেখি নাই, গল্প অনেক শুনেছি। তুমি বুঝি রাক্ষসীর ভয় কর ?

রাখাল। মোটেই না, তবে পাছে রাক্ষসী তোমার ঘাড় ভাঙ্গে তাই ভয় করে ! আমি তবে এখন চল্লুম।

(প্রস্থান।)

(বেশ্যার পুনঃ প্রবেশ।)

বেশ্যা। আপনার নাম কি হরিদাস ?

হরি। হঁ্যা, আমি হরিদাস। তুমি কে? তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

বেশ্যা। প্রণাম হই ঠাকুর, বল্‌ছি। প্রয়োজন না থাক্‌লে কি আমি কুলাঙ্গনা হ'য়ে একা এই নিবিড় অরণ্যে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি?

হরি। কুলনারী একা কখনও কোথাও যায় না, বা পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয় না—তুমি বোধ হয়, কুলনারী নও, কুলটা।

বেশ্যা। আচ্ছা, তাই যেন হ'লেম, তাই ব'লে কি আমায় ঘৃণা করা উচিত?

হরি। না, কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়, পাপকে ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

বেশ্যা। তবে আপনি আমায় ঘৃণা করেন না?

হরি। না, ঘৃণা করবার অধিকার নাই।

বেশ্যা। আচ্ছা ঘৃণা যদি না করেন, তবে ভাল বাস্‌তে পারেন না কি? আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই আপনার প্রেম ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।

হরি। ঘৃণা না করলেই যে ভাল বাস্‌তে হবে তার কোন মানে নাই। তোমার উপর সহানুভূতি করতে পারি বটে, কিন্তু প্রেম কামনা বৃথা।

বেশ্যা। কেন আমি কি এতই কুরূপা?

হরি। হঁ্যা, রূপ থাক্‌লেও তুমি কুরূপা—অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল আছে যা'র শোভা অতি মনোলোভা, কিন্তু দেব-পূজায় ব্যবহার হয় না। যে রূপের গুণে তুমিও কোন পুরুষকে ভাগ্যবান্ ক'রে তা'র ঘরে গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে বিরাজ করতে পারতে, সেই রূপের অসদ্ব্যবহারে কত পুরুষের সর্ব্বনাশ

করছো, কত সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের মনে দারুণ মর্ম্মবেদনা দিচ্চো। এই জন্যই কি বিধাতা তোমায় এত রূপ দিয়েছিলেন ?

বেশ্যা। আমি সব ত্যাগ করবো, আপনি যদি আমার ওপর সদয় হন—আমায় একটু প্রেম ভিক্ষা দেন। আপনি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন, তবে এ প্রাণ আর রাখ্‌বোনা।

হরি। নারী, তুমি ভাল বাস্‌তে জান ?

বেশ্যা। জানিনা। আপনি শেখান,—আমি চিরকাল আপনার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো।

হরি। বেশ কথা। শোন—এক ব্রাহ্মণ ছিল, সে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব কিছু ক'রতোনা। দুগাছি লাঠি ছিল—একগাছি বড়, একগাছি ছোট—সেই দুগাছা লাঠিতে রোজ তেল মাখাত, কেউ যদি জিজ্ঞাসা কর'তো, "লাঠিতে তেল মাখাও কেন ?" বল্‌তো, যদি কখন নারদ বুড়োর সঙ্গে দেখা হয় তবে এই বড় লাঠিটা তার পিঠে ভাঙ্গবো, আর যদি কখন প্রহ্লাদের সঙ্গে দেখা হয়, তবে এই ছোট লাঠিটা তার পিঠে ভাঙ্গবো।"

বেশ্যা। কেন সে কি পাগল না কি ? নারদ, প্রহ্লাদ তার কি ক'রলে ?

হরি। তা'র কিছু করেনি। সে বল্‌তো "নারদ, প্রহ্লাদ যখন তখন আমার ঠাকুরকে ডেকে ডেকে না জানি কত কষ্ট দিয়েছে।" সে তার আরাধ্য দেবতার পাছে কোন কষ্ট হয়, সে জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, নিজেও আরাধ্য দেবতাকে কখন ডাকৃতো না, অপরে ডাকলে রাগ করতো। সংসারী ব্যক্তি অর্থ, মান, সুখ, প্রভৃতির কামনায় ভগবানকে ডাকে। যোগী, ঋষিরা মুক্তির জন্য ভগবানকে ডাকে—সে কিন্তু কিছুই চাইত না। একে বলে—নিষ্কাম প্রেম। এই প্রেম শিখ্‌তে পারবে কি ?

(রাখালবালকের প্রবেশ ।)

গীত।

আমার তরে কোন ব্যথা দিবনা তাহায়,
কাঁদিতে হয় যদি মোরে, ক্ষতি কিবা তায়।
আমার হৃদয়-রাজে
বসাব না হৃদি মাঝে,
এ পাষাণ হিয়া যে গো বাজিবে তাহাঁর গায়।
নীরবে সহিব ব্যথা, জানাবনা কোন কথা,
পাছে সে ব্যঁথিত হয় আমার ব্যথায়।
দূরে দূরে সদা রব
হেরে তারে প্রাণ জুড়াব,
এ পাপ অঙ্গের হাওয়া লাগাবনা গায়।

(প্রস্থান ॥

হরি। (স্বগত) রাখালবালক কে ? ঠিক আমার মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে গেল।

বেশ্যা। ও ছেলেটী কে ? আহা, আমার প্রাণ কি এক রকম হ'য়ে গেল! (হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া) বাবা, আমি জমিদারের কথায় তোমার মন হরণ কর্‌তে এসেছিলেম—এখন আমার নিজেরই মন হারিয়ে গেল। আজ থেকে আমার জঘন্য ব্যবসা ত্যাগ কর্‌লেম। বাবা, আমার কি উদ্ধার হবে না ?

হরি। কেন হবেনা মা! তাই যদি না হবে, তবে শ্রীহরির দয়াল ও পতিতপাবন নাম হ'বে কেন ? ভক্তি ভরে হরিনাম কর, সব পাপ তাপ দূর হ'বে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, এই কুটীরে বাস ক'রতে পার। আমি এ

কুটীর কেন, এ দেশ ত্যাগ ক'রে চল্লেম। এরূপ পাষণ্ড জমিদারের গ্রামে আর বাস ক'রবো না।

(প্রস্থান।)

বেশ্যা। আজ আমার চোখ ফুট্‌ল। এ রকম লোক থাকে আমার জ্ঞান ছিলনা। হরি! আমার কি উদ্ধার হ'বে না? আমি এই পবিত্র আশ্রমেই থাকবো, আর আমার বাঘ ভালুকের ভয় হচ্চে না—হরিদাস কি ক'রে এই বনে ছিল? অতটুকু ছোট ছেলে কি রকম ক'রে এখানে আছে? আহা, ছেলেটী কে?

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

কাঞ্চনদাসের বৈঠকখানা।

(তাকিয়া ঠেস দিয়া কাঞ্চনদাসের আলবোলা সেবন)

(দুই পার্শ্বে দুইজন মো-সাহেব।)

কাঞ্চণ। জানিস্, আমি "বিদ্যা-বারিধি" উপাধি পেয়েছি?

১ম-মো। আজ্ঞে, তা আর আশ্চয্যি কি, এতদিন পান নি, সেইটেই আশ্চয্যি! আপনার মত বিদ্বান্ এ দেশে কজন আছে?

২য়-মো। এ দেশে কেন? জগতে ক'জন আছে? তা' হুজুর আমরা মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ—বিদ্যা-বারিধি মানে কি হুজুর?

কাঞ্চন। বিদ্যা-বার অর্থাৎ বিদ্যার বার, সব বিদ্যার শেষ—তার পর ইধি—ইধি মানে তোরা বুঝবিনি, ওটা সংস্কৃত কথা, তোরা সংস্কৃত জানিস?

১ম-মো। বাঙ্গালাই জানিনি, হুজুর—তা আবার সংস্কৃত—বাপ্ কি বদ্‌খত ভাষা—অক্ষর গুলো দেখলে বোধ হয় যেন কাঁকড়া চলে বেড়াচ্চে!

২য়-মো। ঘোড়ার ডিম্, অমন ভাষা সৃষ্টি ক'রলে কে?

১ম-মো। তুই ঘোড়ার ডিম্, ঘোড়ার ডিম্ বলিস্ কেন? ঘোড়ার কি ডিম্ হয়?

২য়-মো। হয়না, তুইত খুব জানিস্—হয় না! যদি ত ঘোড়ার ডিম্ কথা হ'ল কোথা থেকে? কই মানুষের ডিম্, হাতীর ডিম্ বলেনা কেন?

১ম-মো। আরে বোকা, যে সব জানোয়ারের দাঁত আছে, চিবিয়ে খায়—তাদের ছানা হয়। আর যাদের দাঁত নেই, গিলে খায়—তাদের ডিম্ হয়।

কাঞ্চন। দূর মূর্খ—তাই যদি হ'বে তবে তোর বুড়ো ঠাকুর দাদার ডিম্ হয় না কেন? তার তো দাঁত নেই, গিলে খায়।

১ম-মো। তাওত বটে! হুজুর আমরা মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ আমরা কি অত জানি—যা শুনি তাই বলি। তবে কি হুজুর, সত্যই ঘোড়ার ডিম্ হয়?

কাঞ্চন। আগে হ'ত।

২য়-মো। তাইত বল্‌ছি! আমার প্রপিতামহের একটা ঘোড়া ছিল, তার নাকি ডিম্ হ'ত।

কাঞ্চন। আগে হ'ত বলে কি তোর প্রপিতামহের আমলে হ'ত রে বোকা—তা নয়। অনেক যুগ আগে—সেই সত্য, ত্রেতা যুগে—যখন ঘোড়ার নাম ছিল পক্ষীরাজ—বড় বড় ডানা ছিল—শূন্যে যখন তারা পুষ্পক রথ টেনে নিয়ে যেত—তখন ঘোড়ার ডিম্ হ'ত, এখন আর হয় না। ওঃ! বড় গরম হচ্চে না?

১ম-মো। আজ্ঞে, গরম ব'লে গরম, গায়ে ফোস্কা প'ড়ে গেল, গায়ে চাল দিলে মুড়ি ভাজা হয়ে যায়।

কাঞ্চন। আরে না না—তত গরম না—একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আছে।

১ম-মো। একটু? হাওয়া কন্ কন্ ক'রছে, শীতে ঠক্ ঠকিয়ে দিলে, এমন জান্‌লে কম্বল খানা আন্‌লে হ'ত।

কাঞ্চন। আচ্ছা এই গরমের দিনে তরমুজের সরবৎ কেমন লাগে বল দিকি?

২য়-মো। তোফা, তোফা, তরমুজের সরবৎ পেলে অমৃত ফেলে খাই।

কাঞ্চন। তবে তরমুজটা একটু গুরুপাক, হজম হয়না।

২য়-মো। ওই যা বল্লেন—সাত দিন আগে একটু খেয়েছিলুম, এখনও পেট হুড় হুড়, গুড় গুড় করে—আর খালি চোঁয়া ঢেঁকুর—অমন জিনিষ না খাওয়াই ভাল।

কাঞ্চন। আজ বিকেলে গাড়ি ক'রে একটু বেড়াতে যাব মনে করছিলাম, তা যাব কিনা ভাবছি—ঐ ঈশান কোণে একটু মেঘ উঠেছে না?

১ম-মো। একটু কি হুজুর, মেঘে আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে যেন অমাবস্যার রাত্রি হয়েছে। তারাগুলো সব ফুটে বেরোচ্চে।

কাঞ্চন। তারাগুলো অমনি ফুটে বেরুল?

১ম-মো। আজ্ঞে, ফুট্‌বে ফুট্‌বে করছে।

কাঞ্চন। নাঃ—কিছু ভাল লাগ্‌ছেনা, কি খাই বল্‌দিকিনি?

২য়-মো। আজ্ঞে, তাইত বল্‌ছি কি খাবেন, আমরা গরীব লোক, আমাদের সব জিনিষ খেতে ইচ্ছে যায় কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে কিছু না পেয়ে খাবি খাই। আর আপনারা বড় লোক, যখন যা ইচ্ছে খেতে পারেন, অথচ খায় কে—খিদে নেই, কি বিড়ম্বনা।

কাঞ্চন। আচ্ছা একটু ঘোলের সরবৎ খেলে হয় না?

২য়-মো। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন, গরমের সময় ঘোলের সরবতের মত জিনিষ আর নেই।

কাঞ্চন। তবে কি না, দইটাতে একটু সর্দ্দী হয়।

২য়-মো। আজ্ঞে একথা ঠিক্, সেই জন্তেই শাস্ত্রে বলে—"ন রাত্রৌ দধি ভোজনম্" অর্থাৎ ন রাত্রি দৈ খেতে নেই।

কাঞ্চন। ওঃ—তুই যে ভারি পণ্ডিত হলি দেখ্‌ছি, "ন রাত্রৌ দধি ভোজনম্"—মানে বুঝি "ন রাত্রি দৈ খেতে নেই"। মুখ্‌খু, এর মানে হচ্চে—রাত্রে দৈ খেতে নেই। "ন রাত্রৌ"—মানে, "রাত্রিতে না।" বুঝলি রে মুখ্‌খু—আমার সংস্কৃত বিদ্যা দেখেই ত আমায় বিদ্যা-বারিধি উপাধি দিয়েছে।

১ম-মো। আর দই বা এখন সে রকম কোথায়? আগে শুনেছি, এই নবদ্বীপে চেঙ্গারিতে পাতা দই হ'ত। ঘন চাপ দই—যেন ছানা। সে দই ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দিতে হ'ত।

২য়-মো। আরে, তুই চেঙ্গারি পাতা দইএর কথা কি বল্‌ছিস্—আমি জানি যে পূর্ব্ববঙ্গে না কোন্ দেশে ঝাঁকায় পাতা দই হ'ত। ঝাঁকা জানিস্‌ত—যাতে বড় বড় জালা যায়, কলসী, মাল্‌সা গলে পড়ে, সেই ঝাঁকায় দই পাতা হ'ত বিনা আচ্ছাদনে। ছুরি দিয়ে সে কাটাই যেত'না—কাটারি দিয়ে কাট্‌লে কাটারি ভোতা হ'য়ে যেত, কুড়ুলের ঘা মারলে কুড়ুল ছিট্‌কে উঠ্‌তো—সেই দইয়ের ওপর করাত্ চালাতে হ'ত, আর সেই করাত চালাতে চালাতে যে ঝুরো পড়তো, তাই লোকেদের পাতে দেওয়া হ'ত। এখন দই খায় লোকে সপ্ সপ্ ক'রে, তখন দই খেতে হ'ত কড় মড় ক'রে। কারণ—সে দই খড়ির চেয়ে শক্ত, যেন শ্বেত পাথর! এ আমার একরকম স্বচক্ষে দেখা বল্লেই্ হয়।

১ম-মো। তুই হুজুরের সাম্‌নে মিথ্যা বল্‌ছিস্—তোর স্বচক্ষে দেখা কি রকম ?

২য়-মো। আর তা' নয়ত কি—আমার পিশে মশায়ের যে খুড়্‌শ্বশুর ছেলো না ? তার মামাত ভাইয়ের ভগ্নীপতির মেশোমশাইএর দাদাশ্বশুরের কাছে আমার একথা শোনা—তা'র বয়স প্রায় নব্বই বছর—সে কি আর মিথ্যা কথা বল্‌বে ?

কাঞ্চন। মিথ্যা কথা না বলুক, ভীমরতি হ'তে পারে ত ?

২য়-মো। আজ্ঞে হুজুর—তা' পারে বটে, শুধু ভীমরতি কেন—যুধিষ্ঠির রতি, অর্জ্জুনরতি, নকুল সহদেব রতি—সবই হ'তে পারে।

(একজন ঝির প্রবেশ।)

ঝি। ওগো বাবুগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে গো। ওগো কি হ'বে গো ?

কাঞ্চন। কি হয়েচে বল্‌না ? চেঁচাচ্চিস্ কেন ?

ঝি। ওগো মাগো, লোকদের বিদেয় ক'রে দাও। বাইরের লোকদের কাছে কেমন করে বল্‌বো যে গিন্নিমা পালিয়ে গেছেন ?

কাঞ্চন। আঁ্যা সে কি ? বেটী, বল্‌তে আর বাকি রাখ্‌লি কই ? আচ্ছা যাও—এখন তোমরা যাও—এই নাও দুজনে দুখানা মোহর নিয়ে যাও, ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া কর্‌বে। কিন্তু দেখো, এ পাগ্‌লি বেটীর কথা যেন অন্য কাউকে ব'লোনা—ওর মাথার রোগ আছে, মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকে।

১ম-মো। আজ্ঞে তা'ত বুঝতেই পার্‌ছি—বায়ুরোগ না থাক্‌লে কি না বলে গিন্নিমা পালিয়েছে। আমি হ'লে জুতিয়ে বেটীর মুখ ভেঙ্গে দিতুম—বায়ুরোগ, পিত্তিরোগ সব ভিরকুটি বার করে দিতুম্।

২য়-মো। বেটী ! বায়ুরোগ থাকে থাক্, তা' বলে যা' তা বল্‌বি—একটা সম্ভব অসম্ভব আছে ত ?

ঝি। না গো আমি মিথ্যা বলিনি—

কাঞ্চন। থাম্ বেটী থাম্—তোমরা এখন যাওনা বাবু—

১ম ও ২য়-মো। আজ্ঞে যাই—গিন্নিমা পালিয়েছে—মাধব, মাধব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

কাঞ্চন। কি ব্যাপার বল্ দিকি ?

ঝি। ওগো কর্ত্তাবাবু বল্‌বো আর কি—লজ্জায় মরে যাই গো—গোমস্তা বাবুর কি আক্কেল গো!

কাঞ্চন। কেন গোমস্তা বাবু কি কর্‌লে আবার ?

ঝি। ওগো, সেইত এই সব্বনাশের মূল, সেইত মূল—তার সঙ্গেইত গিন্নিমা পালিয়েছে।

কাঞ্চন। অ্যাঁ! গোমস্তার সঙ্গে ? সে বেটা খেতে পেতনা—না খেয়ে মরছিলো—আমি দয়া করে তা'কে আশ্রয় দিই, খেতে পর্‌তে দিয়ে বাঁচাই। সে এমন নেমকহারাম ? তার এই কাজ ?

ঝি। শুধু তাই নয় গো কর্ত্তাবাবু—জড়োয়া গয়নার বাক্স, হীরে মুক্ত সব নিয়ে গেছে গো।

কাঞ্চন। অ্যাঁ! বলিস্ কি ? তা' গিন্নিই যখন গেল, হীরে, মুক্তো গেলেই বা কি আর থাক্‌লেই বা কি। হীরে মুক্তো আবার হবে, গিন্নি ত আর হ'বে না।

ঝি। কেন হবেনা কর্ত্তাবাবু ? গিন্নি-মা যদি ফিরে না আসেন, আবার বে ক'রে একজন নতুন গিন্নি-মা ঘরে আন্‌বেন।

কাঞ্চন। আচ্ছা যা যা, তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না, তুই বেরো বেটী এখান থেকে। (মারিতে উদ্যত)

ঝি। আমার কি দোষ কর্ত্তাবাবু, আমি কি আগে অতটা বুঝিছিলুম গো—চিঠি নিয়ে যেতে বল্‌তো, নিয়ে যেতুম্।

কাঞ্চন। বেটী তুই চিঠি নিয়ে যেতিস্, আমাকে বল্‌তিস্‌নি কেন রে বেটী—হারামজাদী। (প্রহার করিতে উদ্যত ও ঝির পলায়ন)। স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী—আমারই অন্নে প্রতিপালিত কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতক! এরই নাম সংসার? না সং সাজা সার? এই জন্যই কি সেই সাধু পরেশ পাথর পেয়েও নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছিল? কৈ টাকায় সুখ কোথায়? আমার এত টাকা থাকৃতেও আজ আমার মত অসুখী আর কে আছে? না, আর না—আমিও সেই পরেশ পাথর গঙ্গায় ফেলে দিয়ে সেই সাধুর পায়ে ধ'রে বল্‌বো "ঠাকুর তুমি যে রত্ন পেয়ে পরেশ পাথর তুচ্ছ করেছিলে আমায় সেই রত্ন দাও।"

গীত।

বড় দাগা পেয়ে এসেছি নাথ তোমারি চরণে লইতে আশ্রয়
দাও শান্তি, নাশ ভ্রান্তি ওহে শান্তিময়।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ধন, জন, মানে, সুখ বা কোথায়?
অমৃত ভাবিয়ে, করিনু ভক্ষণ, সুদর্শন ফল শেষে বিষময়॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিমায়ের টোল।

দুইজন ছাত্র।

১ম-ছাত্র। ভায়া, কাল সন্ধ্যাবেলা ছিলে কোথা? গঙ্গাতীরে আমাদের গুরুদেবের কাছে কাল কেশব পণ্ডিতের দুর্দ্দশাটা দেখ্‌তে পেলে না?

২য়-ছাত্র। আমি কদিন এখানে ছিলাম না, আজ এসেছি। কেশব পণ্ডিতটী কে?

১ম-ছাত্র। আরে তুমি বুঝি দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না? কেশব পণ্ডিত একজন দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী পণ্ডিত, ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সেই সব স্থান জয় করে শেষে নবদ্বীপ জয় কর্‌তে এসেছিলেন। এখানে কিন্তু এত বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে বিচার করতে সাহসী হলেন না—সকলের বিশ্বাস না কি মা সরস্বতী স্বয়ং কেশবের জিহ্বায় ব'সে বিচার করেন অতএব তাঁকে পরাজয় করা অসম্ভব।

২য়-ছাত্র। বটে? তার পর?

১ম-ছাত্র। কেশব পণ্ডিতের চাল চলন খুব বড় মানুষের মত—সঙ্গে বিস্তর লোক, বিস্তর ঘোড়া, বিস্তর হাতী। ঐগুলো নাকি দিগ্বিজয় করে বড় বড় রাজাদের কাছ থেকে পেয়েছেন। কাল সন্ধ্যার সময় আমরা বহু ছাত্র মিলে গুরুদেবের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করছি, এমন সময় অনেক লোক সঙ্গে ক'রে কেশব পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "নিমাই পণ্ডিত কোথায়?" আমরা দেখিয়ে দিলুম্—পণ্ডিতজী অবাক্। একটু আশ্চর্য্য হয়ে মুরুব্বি চালে বল্লেন "তুমি দেখ্‌ছি নিতান্ত বালক, তবে ব্যাকরণে তোমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে শুনেছি।"

২য়-ছাত্র। গুরুদেব কি কর্‌লেন, বল্‌লেনই বা কি?

১ম-ছাত্র। কেশব পণ্ডিতের লোকের, কাছে তাঁ'র পরিচয় পেয়ে আমাদের গুরুদেব দাঁড়িয়ে উঠে তাঁ'র খুব খাতির ক'রে বল্লেন "আমি বালক মাত্র, আমি ব্যাকরণের বুঝি কি? আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলেম্!" কেশব পণ্ডিত তখন বল্লেন "আমি দিগ্বিজয়ে নির্গত হয়েছি, শুনেছি নাকি নবদ্বীপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত বাস করেন

তাঁদের জানিও যে তাঁ'দের মধ্যে যদি কেউ আমায় বিচারে পরাস্ত কর্‌তে পারেন তবে আমার এই হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি যা কিছু সম্পত্তি আছে তাঁ'কে দিব, কিন্তু যদি আমাকে কেউ পরাস্ত কর্‌তে না পারেন তবে জয় পত্র লিখে দিতে হবে।"

২য়-ছাত্র। বালক বলে আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বিচার কর্‌তে বুঝি তাঁর ঘৃণা বোধ হ'ল?

১ম-ছাত্র। হ্যাঁ, কিন্তু গুরুদেব তাঁর দর্প চূর্ণ করেছেন।

২য়-ছাত্র। কি রকম ক'রে?

১ম-ছাত্র। গুরুদেব বল্লেন "আপনি যখন দয়া ক'রে এখানে এসেছেন—একটী গঙ্গার স্তব রচনা ক'রে আমাদের শোনান—আমরা পবিত্র হই।" বল্‌বো কি ভায়া—বল্‌বা মাত্র পণ্ডিতজী ঝড়ের মত, একটা শ্লোকের পর একটা শ্লোক, সেটা শেষ হ'তে না হ'তে আবার একটা—এইরকম ক'রে তৎক্ষণাৎ একশত শ্লোক রচনা ক'রে স্তব পাঠ কর্‌লেন—আমরা ত অবাক্—একটু ভাবতে হ'ল না—যেন তুব্‌ড়িতে আগুন দিলে।

২য়-ছাত্র। বটে? বটে? তার পর?

১ম-ছাত্র। তার পর স্তব শেষ হ'লে গুরুদেব উহার খুব প্রশংসা কর্‌লেন এবং তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতজীর রচিত একটী শ্লোক আওড়াইয়া বল্‌লেন এই শ্লোকে কিছু দোষ আছে। পণ্ডিতজী ত রেগে আগুন্—অথচ খুব আশ্চর্য্য বোধ কল্লেন, বল্লেন "তুমি কি শ্রুতিধর? আমি ঝড়ের মত শ্লোকগুলি আবৃত্তি কর্‌লেম—তুমি কি ক'রে উহা আয়ত্ত কর্‌লে?" গুরুদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "সরস্বতীর কৃপায় কেহ বা কবি হয়, কেহ বা শ্রুতিধর হয়।"

২য়-ছাত্র। তারপর গুরুদেব সেই শ্লোকের দোষ দেখিয়ে দিলেন ত?

১ম-ছাত্র। নিশ্চয়ই—পাঁচটী দোষ ও পাঁচটী অলঙ্কারের গুণও দেখালেন। পণ্ডিতজী শেষে রেগে বল্লেন "তুমি ব্যাকরণই জান, কাব্যের কি বুঝ?" এই বলে রাগে গর্ গর্ কর্তে কর্তে চলে গেলেন। ঐ যে গুরুদেব আস্ছেন।

(নিমাই ও মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। ধন্য নিমাই তুমি! তুমি নবদ্বীপের মান রক্ষা করেছ। বড় বড় পণ্ডিতেরা যার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করেনি, তুমি সেই কেশব পণ্ডিতকে পরাজয় ক'রে নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করেছ।

নিমাই। কেশব বাস্তবিক পণ্ডিত বটে, কিন্তু বড অহঙ্কারী। অহঙ্কারই মানুষের প্রধান শত্রু ও অধঃপতনের কারণ। অহঙ্কার দমন না কর্তে পার্লে কোনও সাধনারই সিদ্ধি হয় না।

(বেগে কেশব পণ্ডিতের প্রবেশ ও নিমায়েরর পদ ধারণ)

কেশব। প্রভু, অপরাধ ক্ষমা কর—আমায় রক্ষা কর।

নিমাই। ও কি করেন, আপনি বয়সে, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান—সকল বিষয়েই আমার চেয়ে অনেক বড়, আপনি আমার পদ ধারণ ক'রে আমার অকল্যাণ কর্বেন না, পা ছাড়ুন, উঠুন। আপনিত আমার কাছে কোনও অপরাধই করেন নাই, তবে ক্ষমা চাইছেন কেন?

কেশব। বিষম অপরাধ করেছি—তবে শোন নিমাই। কাল তোমার কাছে পরাজিত হ'য়ে আমি উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে গেছ্লেম—সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই—কেবল সরস্বতীর স্তব করেছি। শেষরাত্রে যখন একটু তন্দ্রা এলো তখন স্বপ্নে দেখ্লেম যে মা সরস্বতী আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্ছেন "তুই কার সঙ্গে বিচার করতে গেছ্লি? জানিস্ না কি তিনি আমার কান্ত? তাঁর কাছে কি আমি দাঁড়াতে পারি? তাই লজ্জায় কাল আমি তোকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেম। তুই

যত শীঘ্র পারিস্ তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিস্, নইলে আমি একেবারে তোকে পরিত্যাগ কর্‌বো।” নিমাই আমায় ক্ষমা কর, আমায় মুক্তির পথ বলে দাও।

নিমাই। পণ্ডিতজী, নিদ্রা না হওয়ায় আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল, তাই যা' তা' স্বপ্ন দেখেছিলেন। আপনার দোষ কি যে আপনাকে ক্ষমা কর্‌বো।

কেশব। আমার দোষ—দারুণ আত্মাভিমান—অতিশয় অহঙ্কার।

নিমাই। আপনার ঐ দোষ কাল ছিল—এখন আর নাই। যে মুহূর্ত্তে আপনার দীনতা এসেছে সেই মুহূর্ত্তেই আপনার অহঙ্কার ঘুচে গেছে।

কেশব। নিমাই, আমার জ্ঞানাভিমান ত চূর্ণ কর্‌লে এখন আমার মুক্তির পথ বলে দাও।

নিমাই। মুক্তির পথ একমাত্র হরি, সেই হরির শরণ নিন্, মুক্তির ভাবনা থাক্‌বে না।

কেশব। বেশ কথা, আজ থেকে আমি সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ কর্‌লেম, আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুমি যা'কে ইচ্ছা হয় দিও নিমাই—আমার আর উহাতে আবশ্যক নাই, আমি চল্লুম, হরি, শ্রীপদে স্থান দিও। (প্রস্থান)।

মুরারি। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! (স্বগত) নিমাই কে?

নিমাই। (অন্যমনস্কভাবে) কেশব, আমি তোমায় পথ দেখালেম্, না তুমি আমায় পথ দেখালে—তুমি আগে গেলে, আমি পরে যাব।

মুরারি। কি বল্‌ছো নিমাই! ও কি কথা!

নিমাই। কই কি বল্‌ছিলেম, যাক ও কথায় কাণ দিও না। চল, দেখিগে কেশব কোথায় যায়। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

(শচী ও তিনজন প্রতিবেশিনী)।

১ম-প্র! কি গো নিমায়ের মা, লুকিয়ে লুকিয়ে নিমায়ের বে দিলে, আমাদের একবার বল্লেও না? প্রথম বারেও বলনি এবারেও বল্লেনা? কখানা লুচিই বা খেতুম? আমি বলে অম্বলে মর্‌চি, ভাগ্যে নামজাদা কব্‌রেজের পরিবার হয়েছিলেম, তাই এখনও বেঁচে আছি। ওঁর অজ্জিনী নাশিনী বড়ি খেয়ে তবে আজ কাল সকালে দুমুটো ভাত, আর রাত্রে আধসের দুধ আর খান পনের যোল লুচি হজম কত্তে পার্‌ছি।

শচী। না বোন কিছু মনে কোরনা, আমরা গরীব, কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌লে তবু পাঁচজনকে বল্‌তে পার্‌তুম, এখন কি ক'রে বলি বোন, সবইত জান?

২য়-প্র। প্রথমবারে ত বল্লভ আচায্যির মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে বে হয়েছিল—আহা মেয়েটী সর্পাঘাতে মারা গেল! এবার কোথায় বে হল?

শচী। সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। মেয়েটী খুব শান্ত, সুলক্ষণা, রোজ গঙ্গার ঘাটে ভক্তি ভরে আমায় প্রণাম করতো, আমার তার ওপর বড় মায়া পড়ে যায়, তাই নিমায়ের সঙ্গে তার বে দিয়ে তাকে ঘরে এনেছি—মেয়েটী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী. আমায় এমন সেবা যত্ন করে, কি আর বলবো। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর যেন ওরা দুজনে দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে কাল কাটায়।

৩য়-প্র। নেমতন্ন কর আর নাই কর, আশীর্ব্বাদ আমরা সর্ব্বদাই করি। নিমাই এখন মস্ত পণ্ডিত হয়েছে শুন্‌তে পাই—ত'াত হবারই কথা—পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত হ'বে না ত কি। এই যে আমার ছেলেটা মোটে দশ বছর শেষ করে এগার বছরে পড়েছে, এরই মধ্যে কালিদাসের গীতা, না উপকথানিষেধ শেষ করেছে।

শচী। হ্যাঁ বোন, তোমাদের আশীর্ব্বাদে নিমায়ের এখন বেশ পণ্ডিত ব'লে নাম হ'য়েছে। তবে হলে হবে কি, মধ্যে মধ্যে তার মূর্চ্ছা হয়।

১ম-প্র। বলেছিলেম ত, বায়ু পেরবল, বিষ্ণুতেল ব্যবস্থা কর, নইলে এর পর ঘোর উন্মাদ হ'বে। তা গরীবের কথা শুন্‌বে কেন দিদি!

শচী। বিষ্ণুতেলই মাখাচ্চি বোন্‌, তবে উপকার এখন বিশেষ হয় নি। আরও দিনকতক ব্যবহার কর্‌লে তবে জানতে পারা যাবে।

১ম-প্র। আসল বিষ্ণুতেল পাবে কোথায়? উনি বলেন যে বিষ্ণুতেল তৈয়ের করতে জানে কজন? উনি সেই জন্যে নিজে হাতে ঐ সব শক্ত শক্ত ওষুধ তৈয়ের করেন, তাই ওর ওষুধের গুণ অত, যেন কথা কয়।

২য়-প্র। শুনেছি নাকি নিমাই গয়া থেকে এসে অবধি কেমন হ'য়ে গেছে?

শচী। হ্যাঁ বোন, সে কথা আর কি বল্‌বো। গয়াতে ঈশ্বরপুরী নামে এক বৈদ্য না কায়স্থ সন্তান তা'কে কি যে মন্ত্র দিলে জানিনা, সেই থেকে নিমাই একরকম পাগলের মত হয়েছে—কখন হাসে, কখন কাঁদে। যে দিন গয়া থেকে ফিরে এল সেই রাত্রে বৌমা ভয় পেয়ে আমায়

নিমায়ের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল—গিয়ে দেখি নিমাই খুব কাঁদ্‌ছে, চোখের জলে মাটি ভিজে গেছে। আমি কত জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "বাবা কাঁদ্‌ছো কেন"—কোনও উত্তর নেই—আমার কোন কথা তার কাণেই গেল না। অনেকক্ষণ পরে সে বল্‌লে "মা, আমি এইমাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান্ শ্যামবর্ণ বনমালাধারী এক নবীন পুরুষকে দেখে আত্মহারা হয়ে গেছ্‌লেম; তাই আনন্দে কাঁদ্‌ছিলেম।

১ম-প্র। বলেছি ত বায়ু পেরবল! ঘোর উন্মাদের লক্ষণ। না হয় আমাদের ওঁকে এনেই একবার দেখাও না। আর এক কথা না বলে বাঁচিনি—বদ্দির পো বা কায়েতের পো বামনের ছেলেকে মন্তর দেয় কোন সাহসে? এমন অনাছিষ্টি কথাত কোথাও শুনিনি।

২য়-প্র। দিদি, এখনও ভাল চাও ত সস্তেন কর—গেরো বেগুনি কেটে যাবে—এখনও ঘোর শনির দশা চল্‌ছে। আমাদের ওঁকে এনে না হয় একবার হাতটা দেখাওই না। উনি ত আর তোমার কাছে বেশী পয়সা নেবেন না, গেরো বেগুনি শান্তির জন্যে যা' দু পাঁচ টাকা খরচ লাগে তাই নেবেন—তার এক পয়সা বেশী নেবেন না—তেমন লোক উনি নন্।

শচী। বোন দু পাঁচ টাকা আমি কোথায় পাব বল?

২য়-প্র। কেন গো দিদি, নিমায়ের বে তে কি আর কিছু পাও নি, শুনেছি সনাতন মিশ্র ত খুব ধনী লোক।

শচী। যে ধনী আছে সেই আছে বোন, আমি ছেলের বে দিয়ে তার কাছে টাকা নিতে যাব কেন? আমিত আর ছেলেকে বেচিনি?

২য়-প্র। সকলেই ঐ কথা বলে বটে, নিতেও ত কেউ কশুর করে না। যা'ক ও কথা, নিমাইএর সস্তেনের কথা ভুলনা, এখনও গেরো বেগুনি কাটেনি নিশ্চয় জেনো।

৩য়-প্র। আমিত বলেছিলেম দিদি, নিমাইকে ভূতে পেয়েছে, দেখ্‌লেত কথাটা ফল্‌লো কি না? ঐ যে শ্যাম বর্ণ বনমালা পরা নবীন পুরুষ দেখেছে, সে আর কেউ নয়—ঐ ভূত—প্রথমে ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি ধ'রে শেষে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে ঘাড় ভাঙ্গে। আমরা দিদি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌লুম তোমার যা ইচ্ছে ক'রো।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(জগাই ও মাধাই।)

মাধাই। দাদা শুনেছ, কে না কি কোথা থেকে এসেছে, সে নাকি মুসলমান, তবু নাকি তার মুখে সমস্ত দিন হরিনাম?

জগাই। খুব খবরই দিলি যা'হক—কে নাকি কোথা থেকে এসেছে, কি নাকি বলেছে, কি অসুখ হ'লে নাকি, কি ওষুধ দিলে ভাল হ'য়ে যায়। বস্, একদম সঠিক খবর, রোগ একেবারে আরাম। যে লোকটার কথা বলছিস্—সে ছেলো ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু অল্প বয়সে বাপ মা ম'রে যাওয়াতে, মুসলমানেরা তাকে মুসলমান করে ও খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করে। কিন্তু সে এত নেমক্‌হারাম, যে এখন মুসলমান ধর্ম্ম ছেড়ে, আবার হিন্দু সেজে নাম নিয়েছে হরিদাস—আর রাত দিন হরি হরি কর্‌চে। ভূতের মুখে রাম নাম শুনে অবাক্ হয়ে লোকে তাকে দেখ্‌তে যাচ্চে, আর হরি নামে যোগ দিচ্চে।

মাধাই। অ্যাঁ! দেশটা মজালে দেখ্ ছি। বষ্টুম বেটাদের দলত বাড়্তেই চল্লো দেখ্ ছি। কি হ'বে দাদা?

জগাই। আর বাড়তে হবেনা, এইবার দিচ্চি সব শেষ করে— কথায় বলে "অতি বাড় বেড়োনাক ঝড়ে পড়ে যাবে।" এই হরিদাসটাকে কাজীকে দিয়ে জব্দ কর্‌তে হ'বে।

মাধাই। কাজী তাকে জব্দ কর্‌বে কেন? তা'র দোষ?

জগাই। আল্‌বাৎ কর্‌বে? দোষ? যার চেয়ে বেশী হ'তে পারেনা— মুসলমান হ'সে হরিনাম করা। বেটা কি মুখ্খু, মনে করেছে বুঝি হরিনাম কর্‌লেই সে মুসলমান থেকে একদম হিঁদু হ'য়ে যাবে। তা হবার যো নেই বাবা, হিঁদু থেকে মুসলমান হওয়া যায়, কিন্তু মুসলমান থেকে হিঁদু হওয়া যায় না। আরে দ্যাখ জগাই, কতকগুলো বষ্টুম এদিকে আস্‌ছে, বেটাদের নিয়ে একটু রঙ্গ করা যাক্।

(দুই তিন জন বৈষ্ণবের প্রবেশ)।

১ম বৈ। কি আশ্চর্য্য মুসলমান হ'য়ে হরিনাম! দেখ্‌লে ত ভায়া হরিদাসের ভক্তি? হরি বলে, আর দু নয়নে প্রেমাশ্রু ঝর্‌তে থাকে।

জগাই। প্রেমাশ্রু নয়, পেঁয়াজাশ্রু। তোরা ওই ঝুলির ভেতর পেঁয়াজ রাখিস্, সেই পেঁয়াজের ঝাঁজে তোদের চোখ দিয়ে জল বেরোয়, আমরা ও বুজরুকি ঢের বুঝি বাবা।

১ম বৈ। কি? আমরা বৈষ্ণব, আমরা পিঁয়াজ খাই?

জগাই। খাস্ না ত কি? এখন তোদের ঝুলি খুঁজ্‌লে দু চারটে বেরোয়—এই দ্যাখ্ বার করি—নিয়ে আয় ঝুলি—(ঝুলি কাড়িতে কাড়িতে তাহার ভিতর হইতে একটা পেঁয়াজ ও হাঁসের ডিম বাহির করন) ভায়া, দ্যাখ ব্যাটারা পেঁয়াজ খায় না—খায় হাঁসের ডিম—কিরে ভণ্ড চুপ করে রইলি যে?

২য় বৈ। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! পিঁয়াজ, হাঁসের ডিম কোথা থেকে এলো!

জগাই। ন্যাকা জানেন না, কোথা থেকে এলো—বাজার থেকে আগমন ও ঝুলির ভিতর অধিষ্ঠান, এবং ঘরে গিয়ে উদরে অন্তর্দ্ধান। ব্যাটারা খাবি ত খা না! কে বারণ করেছে? তবে লুকিয়ে খাস্ কেন। প্রকাশ্যে খা না। তাই ত বলি, ও সব হরি ভজা ছেড়ে দে—কালী ভজ্—দেখ্‌বি কেমন মজা—পেঁয়াজ ত কি ছার—পাঁঠা খেতে পাবি। লোভ টুকু ষোল আনা—খাবেন ছানার ডাল্‌না, নাম দেবেন ছানার "কালিয়া"—আরে ছানার কখন কালিয়া হয়, না কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়—পাঁঠারই কালিয়া হয়, কেননা মা কালীর প্রসাদ, ছানার কালিয়া না ব'লে বল্‌বি ছানার "হরিয়া" তোদের হরির প্রসাদ। খাবে পান্তা ভাত আর বেগুণ পোড়া, বল্‌বে "বাইগুণ্ কা কাবাব" আর "ঠাণ্ডি পোলাও"!

২য় বৈ। তোমরা জন্ম জন্ম খাও—তোমাদের যেমনি কাঁচাখেকো দেবতা তেমনি তার খাদ্য।

মাধাই। খবরদার আমাদের দেবতার নিন্দে করিস্‌নি বল্‌ছি, ভাল হ'বেনা। তোদের দেবতা মানুষের বেহদ্দ—রাধার পায়ে ধরে—কই বাবা আমরাত আমাদের পরিবারের পায়ে ধরিনি—বরং পায়ের তলায় রেখেছি। লাথি মেরে দোরস্ত রাখি।

২য় বৈ। আরে যাও যাও, আর বেশী ব'কোনা—আমাদের ঠাকুর ত রাধারাণীর পায়ে ধরেছিলেন—কেন ধরেছিলেন তোমরা তার কি বুঝ্‌বে—আর তোমাদের শিব যে কালীর পায়ের তলায় পড়ে থাকেন!

মাধাই। ওরে মূর্খ সে তত্ত্ব তোরা বুঝ্‌বি কেমন ক'রে! তবে বলি শোন্—আমাদের মা কালী যখন ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ঘোর যুদ্ধে অসুরদের বধ কর্‌ছিলেন, আর তা থেইয়া তা থেইয়া ক'রে তাণ্ডব নৃত্য

কর্‌ছিলেন, তখন পৃথিবী টল্‌ মল্‌ করতে লাগ্‌লো—যায় যায় অবস্থা—দেবতারা পর্য্যন্ত ভয়ে জড় সড়—সে রণরঙ্গিণী মুর্ত্তিকে শান্ত করে কা'র সাধ্য, তাই আমাদের পাগল ভোলা পৃথিবীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য বুক্‌ পেতে দিলেন—পতির বুকের উপর পা পড়তেই মা তখন লজ্জায় জীব্‌ কেটে সেই ভীষণ নৃত্য বন্ধ করেন—তাই পৃথিবী রক্ষা পায়—শুধু পৃথিবী কেন সমস্ত সৃষ্টি সে দিন লোপ পেত। শোন্‌ তবে একটা গান শোন্‌—মুক্তি লাভ হবে।

গীত।

শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা দিবি আয়,
আপনি হর মহেশ্বর, যাহার পায়ে লুটায়।
এলোকেশী দিগম্বরী, প্রলয়ের রূপধরি,
নাচে শ্যামা মত্ত হ'য়ে, শমন ভয়ে পালায়।
বিশ্ব কাঁপে থর থর, হেরি তাহা বিশ্বেশ্বর,
পেতে দেয় নিজ বুক, মুণ্ড মালিনী পায়।
রণ রঙ্গে মাতোয়ারা, অসুর দলনী তারা,
হেরি পতি পদ তলে, সরমে মরিয়া যায়।
বিল্বদল গঙ্গা জলে, ভোলারে ভুলায়ে ছলে,
মায়ের চরণ কেড়ে নিয়ে, মনো জবা দিবি আয়।

১ম বৈ। বেশত তোমাদের যাকে মান্‌তে ইচ্ছে হয় মানো, পূজো করো, আমাদের তা'তে কোন আপত্তি নাই, আমরা কি তা'তে তোমাদের বাধা দিই? তবে তোমরা আমাদের ইষ্টদেবতাকে ডাক্‌তে বাধা দাও কেন?

জগাই। আরে, সেটা তোদেরই ভালোর জন্যে—নরকে পচে মর্‌বি, তাই মুক্তির পথ দেখিয়ে দিই।

১ম বৈ। পচে মরতে হয় মরবো তবু যারা নিজে অন্ধ তা'দের দ্বারা চালিত হ'বনা।

জগাই। কি বল্লি আমরা অন্ধ! বেল্লিক ব্যাটারা যত বড় মুখ তত বড় কথা!

(প্রহার করিতে উদ্যত ও তাহাদের পলায়ন)।

মাধাই। আচ্ছা দাদা, সত্যিই কি পেঁয়াজ আর হাঁসের ডিম ওদের ঝুলিতে ছেলো নাকি?

জগাই। দূর মুখ্‌খু—তুই নেহাত গাধা।

মাধাই। তোমারই ভাইত, হাজার হ'ক্! তবে ও গুলো পেলে কোথা থেকে?

জগাই! আরে আমি মদের চাট করবো বলে ঐ গুলো জামার থলিতে রেখেছিলেম, দেখ্‌লি ত কেমন বেমালুম্ হাতের কেরামতি—আমার জামার থলি থেকে উড়ে গিয়ে ওদের ঝুলিতে! ভায়া! দেখ্‌লি কেমন ভোজবাজি।

মাধাই। হাঃ হাঃ হাঃ! শুধু ভোজবাজি, আমার ডিগ্‌বাজি খেতে ইচ্ছে হচ্চে! দাদা তোমার খুব বুদ্ধি যা'হোক।

(প্রস্থান)!

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমায়ের টোল।

কতিপয় ছাত্র।

১ম ছা। ভাই গয়া থেকে ফিরে আসার পর গুরুদেবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে দিন ফিরে এলেন তার পরদিন শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীবাস, মুরারি ও আরও অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও দু এক জন তাঁ'র বাড়িতে তাঁকে দেখ্‌তে গেছ্‌লেম। দেখি গুরুদেবের সে চঞ্চল ভাব আর নাই—অতি ধীর, শান্ত ও নম্র হয়েছেন, সে ভাব দেখ্‌লেই মন আকর্ষণ করে। আমাদের নিকট তীর্থের কথা বল্‌তে বল্‌তে গদাধরের পাদপদ্মের কথা বল্‌তে গিয়েই আনন্দে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন। তার পর যাই জ্ঞান হয় অমনি চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে আর উন্মাদের মত হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

২য় ছা। তাঁর পূর্ব্বের বায়ুরোগ আবার বৃদ্ধি হয়েছে বোধ হয়।

১ম ছা। অরে না না—বায়ুরোগ বৃদ্ধি হয়নি—গুরুদেব পরম বৈষ্ণব হয়েছেন।

৩য় ছা। তা হন ভাল কথাই—কিন্তু তিনি আমাদের পড়ান ত একেবারে বন্ধ করেছেন। টোলে পড়াতে এসে কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করেন আর একটু পরেই বলেন "আজ তোমাদের আর পড়াতে পার্‌বনা, কাল থেকে পড়াব।" তা এ রকম কর্‌লে চল্‌বে কেন? আমরা দূর দেশ থেকে লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্য তাঁর কাছে এসেছি—কৃষ্ণকথা শোন্‌বার জন্য আসিনি। এই যে গুরুদেব আস্‌ছেন—আজ আমরা স্পষ্ট ক'রে বল্‌বো যে আমাদের পড়াশুনা কিছুই হচ্চে না।

(নিমায়ের প্রবেশ ও উপবেশন)।

নিমাই। তোমাদের ক'দিন থেকে ভাল ক'রে পড়াতে পারিনি, বোধ হয় তোমাদের তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। সত্য করে বল দেখি আমার পড়াবার কি দোষ হ'ত—আমি কি যে পড়াতেম আমার মনে নাই।

৩য় ছা। গুরুদেব, আপনি শুধু কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই বল্‌তেন না—আমরা কি ব্যাকরণ, কি ন্যায়, কি দর্শন—যে বিষয়েরই যা' প্রশ্ন করেছি আপনি সেই সকল বিষয়েরই পাকে প্রকারে শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধ দেখিয়ে শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তেন—আমরা আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে থাক্‌তেম বটে কিন্তু আমাদের পড়াশুনা বিশেষ অগ্রসর হত না!

নিমাই। ব্যাকরণ, ন্যায়, বা দর্শন শাস্ত্র পড়ে কি হবে—ও সকল পড়ে ভগবদ্ভক্তি হয় না—ন্যায়, দর্শন বা বিজ্ঞানের অতীত শ্রীহরির চরণে শরণ নাও—সরল বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ ভজ।

৩য় ছা। গুরুদেব, আমরা শিক্ষার জন্য এখানে এসেছি, এখন অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে ঘরে ফির্‌বো কেমন ক'রে? লোকে কি বল্‌বে?

নিমাই। অসম্পূর্ণ শিক্ষা? শ্রীকৃষ্ণ ভজনের চেয়ে আর কি পূর্ণ শিক্ষা আছে? লোকে কি বল্‌বে? যারা এই শিক্ষা পায়নি তারাই বল্‌বে—তোমরা গিয়ে তাদের এই শিক্ষা দাও। আর তা' যদি না পার—আমি তোমাদের মিনতি কর্‌ছি, আমায় মুক্তি দাও, অন্য গুরুর কাছে যাও, আমি আর তোমাদের বঞ্চনা কর্‌তে চাই না, আমি সত্য বল্‌ছি আর আমি তোমাদের পড়াতে পার্‌বো না—পড়াতে গেলে একটী কৃষ্ণ বর্ণ শিশু মুরলি বাজাতে থাকেন, আর আমার সব বুদ্ধি

লোপ পায়—আমার মুখে তখন কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছুই আসে না, আমার চোখে পুঁথির অক্ষরগুলি যেন সজীব হ'য়ে চূড়া ধড়া পরা বাঁকা শ্যাম মূর্ত্তি বলে বোধ হয়—আমি বাহ্য জ্ঞান শূন্য হ'য়ে যাই (উঠিয়া)

গীত।

আমায় ডেকেছে কে সুমধুর ডাকে
তোরা ছেড়ে দে মোরে আমি দেখিগে তাকে।
ওই শোন বাঁশী বাজে, বন মাঝে কি মন মাঝে,
কাজ কি আর বৃথা লাজে দেখিগে প্রাণ চায় যাকে॥
বড় ভাল বাসে সে যে, জানেনাক আমা বই,
তাইত সতত তার আশা পথ চেয়ে রই।
মধুর মূরতি বাঁকা, হৃদয়ে রয়েছে আঁকা,
প্রাণে প্রাণে কত কথা বলে সে আমাকে॥

(গমনোদ্যত)।

১ম ছা। গুরুদেব, কোথা যান? একি! গুরুদেবের একি ভাব হ'ল? আমাদের কথা শুনতেই পাচ্চেন না। (সকলে মিলিয়া) গুরুদেব, গুরুদেব?

নিমাই। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আমি সরল মনে তোমাদের অনুমতি দিচ্চি, তোমরা অন্য গুরুর কাছে যাও। আমায় অধ্যাপনা কার্য্য থেকে মুক্তি দাও। আমি আজ থেকে টোল তুলে দিলেম। আমি আর তোমাদের পড়াতে পারব না।

১ম ছা। গুরুদেব! আমরা আর কার কাছে যাব? কে এমন যত্ন করে পড়াবেন? এত জ্ঞানই বা আর কার আছে? আপনাকে আর আমরা কষ্ট দিব না, কিন্তু স্থির জানবেন, আমরা অপর কাহারও কাছে যাব না। আপনার কাছে যা শিখেছি যথেষ্ট, আশীর্ব্বাদ করুন

তাই যেন হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। তবে আপনার সঙ্গে দিবানিশি বাস কর্ত্তেম, দিবানিশি আপনার মধুর বাক্য শুনতেম—আজ থেকে সে সুখে বঞ্চিত হবো এই ভেবে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। (সকলের অধোবদনে রোদন)।

নিমাই। ভাই সকল, রোদন কোরো না। আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার আছে—সরল প্রাণে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার বিকাশ হ'ক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও—তাঁর গুণ গান কর—যা' পড়েছ যথেষ্ট হ'য়েছে। আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর, এস বিদায়ের পূর্ব্বে সকলে মিলে একবার নাম সংকীর্ত্তন করি।

গীত।

নামটী তোমার দয়াল হরি, ডাকলে প্রাণ জুড়ায়,
সুধামাখা এমন নাম আর নাইক যে ধরায়;
সুধা পান কে করিবি আয়রে আর ত্বরায়।
এ নাম ডাক্‌লে প্রাণভরে, ঘোর পাপীও তরে,
শোক, তাপ, ভাবনা, ভয়, সকলি পলায়
শমন-দমন নামের গুণে মরণ জ্বালা যায়।
নামে সবার ঘোচে খেদ, এতে নাইকো ভেদাভেদ,
ধনী, কাঙ্গাল, রাজা, রাখাল, প্রভেদ কোথায়,
আয়নারে ভাই নাম গুণ গাই, যে আছিস্ যেথায়॥

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ—পার্শ্বে কাজীর বাটী।

(কাজী, জগাই ও মাধাই)

জগাই। হুজুর! আপনি না বিচার কর্‌লে আমাদের এ ন'দেতে বাস করা দায় হ'ল।

কাজী। কেন হয়েছে কি?

জগাই। শচীর বেটা নিমে ছোঁড়াটা আগে ছেলো ভাল, টোলে ছাত্রদের পড়াত, লেখা পড়াও জানে মন্দ নয়। সে এখন ঠাকুর হয়েছে —হিঁদুদের তেত্রিশ কোটী দেবতা—তাতেও শানে না—আবার নিমে ছোঁড়াটাকে দেবতা বানিয়েছে—তার এখন বড় সুখের দিন যাচ্ছে— দিব্যি ক্ষীর, ছানা, রাবড়ি, সন্দেশ, চলেছে—খেয়ে খেয়ে চেহারাটাও করেছে মন্দ নয়—রংটা যেন ফুটে বেরুচ্চে। সাজটাও করা হয় যেন বরটি—গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন। ছোঁড়াটা একদম ব'খে গেছে।

কাজী। তা সে ব'খে যায় তোমাদের তা'তে ক্ষতি কি?

জগাই। ক্ষতি এই যে, সে ন'দে সহরটা মাতিয়ে তুলেছে—রাত দিন কেত্তনের চীৎকারে, আর ভীষণ নৃত্যে, তার ওপর খোল, করতালের চাকুম্ চাকুম্, চাকুনা চাকুম্ শব্দতে কাণ ঝালা পালা হয়ে গেল। কেত্তন কর্‌বি ত ঘরে ব'সে কর্‌না—রাস্তায় রাস্তায় নটবর বেসে নেচে বেড়ান কেন?

কাজী। তাই যদি করে, তা' আমি কি কর্‌বো? আমি কেন তাদের ধর্ম্মে ব্যাঘাত দেব?

মাধাই। হুজুর, এটা ধর্ম্ম মোটেই নয়, রাস্তায় রাস্তায় নেচে কুঁদে বেড়ান হিঁদুদের ধর্ম্ম নয়—কই এ ন'দেতে কি এতদিন এরকম নাচুনি কুঁদুনি ছিল—এখন রাত দিন "বোল হরিবোল" আবার "গৌর হরি বোল।"

জগাই। হ্যাঁ—শুধু পল্‌তা হয় না, আবার ধনে-পল্‌তা—শুধু হরিতে আশ মেটেনা—আবার, গৌর হরি! আমার যদি চেহারাটা নিমে ছোঁড়াটার মত হত, তা' হলে আমিও একটা অবতার হ'য়ে বস্‌তুম, বাবা। তার ওপর নিতাই ব'লে আবার একটা আমদানি হয়েছে, সেও বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছে। হুজুর, প্রজাদের যা'তে শান্তি হয় তা' করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়?

কাজী। অবশ্য কর্ত্তব্য—না কর্‌লে বাদশাহ আমার ওপর রাগ কর্‌বেন। ভাল, তোমরা হিন্দু যখন বল্‌ছো—কীর্ত্তনটা হিন্দু ধর্ম্মই না, তখন অবশ্য আমি ওটা বন্ধ ক'রে প্রজার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বো।

জগাই। হুজুর, আর একটা প্রার্থনা আছে—হরিদাস বলে আর একটা ভণ্ড ন'দে মাতাচ্ছে—সে হুজুর আগে মুসলমান ছিল, এখন হরিদাস নাম নিয়ে রাত দিন "হরিবোল" "হরিবোল" করে চেঁচাচ্ছে, মুসলমানের মুখে হরিনাম শুনে লোকগুলো তাকেও একটা কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে মনে করে—কোন দিন না সে আবার "আবদুল হরি" টরি ওই রকম একটা অবতার হ'য়ে না বসে। দোহাই হুজুর, ঐ সব বুজরুকি বন্ধ না কর্‌লে মুসলমানেরাও খেপে উঠ্‌বে, হিঁদুরাও খেপে উঠ্‌বে।

কাজী। আচ্ছা, কাল হরিদাসের বিচার হবে, এখন তোমরা যাও।

(জগাই ও মাধাইএর প্রস্থান)।

কাজী। কোই হ্যায়?

(একজন পাইকের প্রবেশ)।

পাইক। হুজুর, হুকুম হোয়!

কাজী। নিমাই পণ্ডিতের দলকে জানিয়ে দাও, যেন তা'রা রাস্তায় কীর্ত্তন না করে। যদি ভাল কথায় মানা না শোনে, তবে জনকতক পাইক দিয়ে জোর ক'রে তাদের কীর্ত্তন বন্ধ করে দেবে।

পাইক। যো হুকুম!

(প্রস্থান)।

(শ্রীবাস ও মুরারির প্রবেশ)।

শ্রীবাস। আমাদের গৌরাঙ্গদেব যে একজন পরম বৈষ্ণব তা' নয়, আমাদের বিশ্বাস তিনি বিষ্ণুর অবতার।

মুরারি। তা'তে আর সন্দেহ নাই। ওঁর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, আমি তখন থেকেই তার আভাস পেয়েছি।

শ্রীবাস। আমি চাপাল গোপালকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছি!

মুরারি। চাপাল গোপাল আবার কে? সে করেছে কি?

শ্রীবাস। চাপাল গোপাল একজন খুব তেজীয়ান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিন্তু কীর্ত্তনাদি বড় ঘৃণা কর্‌তো। আমার বাড়িতে প্রভুর কীর্ত্তন হ'ত বলে আমার ওপর তা'র বিশেষ রাগ। একদিন আমার বাড়ির ভিতরে যখন কীর্ত্তন হচ্ছিল, সেই অবসরে আমার বাহির বাটিতে তান্ত্রিক মতে পূজার সব বন্দোবস্ত করেছে, একভাঁড় মদও রেখেছে। পরদিন সকালে উঠে আমি ঐ সব ব্যবস্থা দেখে, পাড়ার পাঁচজনকে চাপাল গোপালের কীর্ত্তি দেখালেম ও সেই স্থান বেশ ক'রে ধুইয়ে দিলাম্। এই ঘটনার দুদিন পরে শুন্‌লেম, চাপালের কুষ্ঠব্যাধি হ'য়েছে।

মুরারি। বিষ্ণুদ্বেষীর এরূপ শাস্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তার পর তার কি হ'ল ?

শ্রীবাস। চাপাল স্ত্রী পুত্রদের বড় যন্ত্রণা দিত বলে, তা'র এই মহাব্যাধি হ'লে, তা'রা তা'কে বাড়ীর বাহিরে একখানি চালা বেঁধে দিল। তার স্ত্রী দূরে দাঁড়িয়ে, নাকে কাপড় দিয়ে—তা'র খাবার সময় একমুঠো ভাত রেখে দিয়ে পালাত।

মুরারি। সে কি রকম স্ত্রী ? স্বামী তা'কে কষ্ট দিত ব'লে স্বামীর এই দারুণ ব্যাধির সময় স্বামী-সেবা কর্‌তো না ? স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা সে কি জানেনা, স্বামী ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক, স্বামীর সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। অবশ্য স্বামীরও কর্ত্তব্য স্ত্রীকে যত্ন করা। হ্যাঁ, তারপর কি হ'ল ?

শ্রীবাস। দারুণ রোগের যন্ত্রণায় ও স্ত্রী পুত্রের অযত্নে বিরক্ত হ'য়ে সে কাশী চলে গেছলো। শুন্‌ছি নাকি আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু বাড়িতে ফেরে নাই—গঙ্গাতীরেই নাকি সর্ব্বদা থাকে—কত কবিরাজ চিকিৎসা কর্‌লে কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌লে না।

মুরারি। আহা ! বেচারার কি কষ্ট ! চলনা তাকে একবার দেখে আসি ও তার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসি। দীনের সেবা মানুষ মাত্রেরই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

(প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

(একপার্শ্বে চাপাল গোপাল ও একটু দূরে গঙ্গা হইতে একটী মৃত বালককে তীরে উঠাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সারঙ্গদেব ও অন্যান্য কতিপয় লোক ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান।

সারঙ্গ। আহা, ছেলেটি কি সুন্দর! (পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) হায় হায় জীবনের কোনও চিহ্নই নাই। বালকটি জলে ডুবে মরেছে ব'লে বোধ হয়না, কারণ তা'হলে উদরে জল সঞ্চয় হ'ত। বোধ হয় কেহ তাহাকে হত্যা ক'রে জলে ফেলে দিয়ে পলায়ন করেছে।

১ম লোক। একজন বৈদ্য শীঘ্র আনান হ'ক, যদি কোনও রকমে বালকটীকে বাঁচান যায়।

২য় লোক। দারোগাকে খবর দেওয়া হ'ক্, নইলে পরে আমাদের বিপদে প'ড়তে হবে। খবর আর দিতে হ'বেনা, এই যে দারোগা এই দিকেই আস্ছে।

(দারোগার প্রবেশ)।

দারোগা। এখানে এত ভিড় কেন? কি হয়েছে?

২য় লোক। দারোগা সাহেব, এই বালকটীকে গঙ্গা থেকে পাওয়া গেছে। জলে ডুবে গেছে, কি কেউ মেরে জলে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে, তা' আমরা বল্‌তে পারিনি। তুমি একবার দেখ দিকি?

দারোগা। না, এত জলে ডোবার মত দেখাচ্চেনা? এ যে হত্যা ব'লে মনে হচ্ছে? এ তোমাদেরই কাজ।

সারঙ্গ। সে কি দারোগা সাহেব? আমরা এই বালককে খুন কর্‌বো তোমার একথা বল্‌তে একটু বাধ্‌লোনা?

দারোগা। আমিত আর তোমাকে বলিনি। তোমার অত গায়ে লাগে কেন? তা'হলে নিশ্চয়ই এ তোমার কাজ।

৩য় লোক। দারোগা সাহেব, উনি একজন পরম সাধু বৈষ্ণব—গোপীনাথের সেবক, ওঁর ওপর সন্দেহ করা তোমার অন্যায়।

২য় লোক। অন্যায় কেন? সাধু বৈষ্ণব অমন অনেক আছে। (স্বগত) এই বেশ সুযোগ—এইবার বোষ্টম বেটাদের জব্দ করা যেতে পারে। (প্রকাশ্যে) দারোগা সাহেব, আমারও খুব বিশ্বাস—এ কাজ এই বোষ্টমগুলোর। দেখ্‌ছো ছেলেটারও মাথা নেড়া! ওরা কেত্তনে মেতে যে রকম ধেই ধেই করে নাচে, এ ছোঁড়াটাও বোধ হয় কেত্তনের সময় সেই রকম নাচ্‌তে নাচ্‌তে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে—ওরা মরে গেছে ভেবে তাকে জলে ভাসিয়ে দেয়। আমরা তান্ত্রিক আমাদের ও সব ধেই ধেই নৃত্য নেই, আর ভণ্ডামি ক'রে ধুলোয় গড়াগড়িও নেই।

৩য় লোক। আর কথায় কাজ কি? দারোগা সাহেব, এ কাজ ওদেরই—তান্ত্রিকেরা নর বলি দেয় জানত? ওরা বোধ হয় এই বালকটাকে বলি দেবে ব'লে এনেছিল—

২য় লোক। আরে মূর্খ, বলি দিলে মাথা থাক্‌বে কেন—তোকে যদি বলি দেওয়া যায় তোর মাথা থাকে কি?

৩য় লোক। বলি দেবার আগেই যে ভয়ে ছেলেটার প্রাণপাখী খাঁচা ছেড়ে যায়—তা'র পর মরা ছেলেকে ত আর বলি দেওয়া যায় না, সেই জন্যে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়—এত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

দারগা। আমি ওসব বুঝি না। তোমরা সকলেই এই হত্যা ব্যাপারে আছ। চল, সকলে আমার সঙ্গে থানায় চল।

সারঙ্গ। বেশ বিচার বাবা! হরি! শেষে খুনের দায়ে পড়তে হ'লো?

(নিমায়ের প্রবেশ)।

নিমাই। কি হ'য়েছে? এত ভিড় কেন?

সারঙ্গ। এই বালকটীকে গঙ্গায় ভাস্‌তে দেখে, আমরা তা'কে বাঁচাবার জন্য তীরে আনি—এনে দেখি তার প্রাণ নাই। তারপর দারোগা সাহেব এসে আমাদেরই খুনি সাব্যস্ত ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্চে। প্রভু! আমি যাই তাতে ক্ষতি নাই, আমার গোপীনাথের সেবা কে করবে?

নিমাই। কেন? তোমার কি কোনও শিষ্য নাই?

সারঙ্গ। না।

নিমাই। তাইত ভাবনার কথা বটে! এই বালকটীকে শিষ্য ক'রে নাওনা কেন?

সারঙ্গ। সে কি প্রভু? বালকটী যে মৃত!

নিমাই। (অন্যমনস্ক ভাবে) মৃত? আমি ও কথা ভুলে গেছলেম্।

২য় লোক। কিন হে অবতার? এইবার তোমার অবতারগিরি ফলাও না। এই মরা ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও না—তবে বলি হ্যাঁ অবতার বটে! তা'হলে এখনি আমি গোষ্টীবর্গ সমেত তোমার চেলা হই।

৩য় লোক। ওঃ তুমি প্রভুর চেলা হও আর নাই হও তাতে ত খুব ক্ষতি! অমন চেলা না থাকাই ভাল।

নিমাই। বালকটীকে দেখ্‌লে স্নেহ হয়—সারঙ্গদেব, এই তোমার উপযুক্ত শিষ্য—দেখি বেঁচে আছে কি না। (নিকটে গিয়া বালককে স্পর্শ করিয়া স্বরে) হরিবোল, হরিবোল. হরিবোল, হরিবোল!

বালক। (স্বরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(সকলে ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত।)

২য় লোক। ব্যাপারটা কিঁ? নিমেটা ভুত নামাতে জানে নাকি?

(বালককে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া) ওরে বাবারে—দানা পেয়েছেরে—পাল পালা, কি জানি যদি ঘাড় ভাঙে। (পলায়ন)।

সকলে। জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়! হরি হরিবোল, হরি হরিবোল, হরি হরিবোল!

বালক। (নিমায়ের পদ ধারণ পূর্ব্বক) কে তুমি প্রভু আমায় বাঁচালে?

সারঙ্গ। উনি স্বয়ং শ্রীহরি। জীবগণের উদ্ধারের জন্য এবার গৌরহরি রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। বালক তুমি কে?

বালক। সরগ্রামে আমার বাড়ী, আমরা গোস্বামী বলে পরিচিত। সম্প্রতি আমার পৈতে হ'য়েছে তাই আমার মাথা নেড়া। আমাকে রাত্রে সাপে কামড়ায়, কিছুক্ষণ পরে আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি। তারপর কি হয় জানিনা। সর্পাঘাতে মরলে দাহ করতে নাই, সেইজন্য বোধ হয় আমাকে আমাদের গ্রামের খড়ী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এখানে এসেছি। আমার বাপ মা বেঁচে আছেন, আমার নাম মুরারি।

নিমাই। বৎস, তোমার বাপ মা তোমার জন্য নিশ্চয়ই খুব কাতর আছেন—তুমি বোধ হয় তাঁদের জন্য খুব কাতর—চল তোমায় তোমার পিতা মাতার কাছে পাঠিয়ে দিই।

বালক। আমার বাপ মা আমার জন্য পাগলের মত হ'য়ে আছেন তা' বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না—আপনি আমার প্রাণদাতা—মুক্তিদাতা—আপনাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।

সারাঙ্গ। সাধু! সাধু! না বৎস, তোমায় আর যেতে হ'বে না, আমরাই তোমার বাপ মাকে খবর দিয়ে এখানে আনাচ্চি—তাঁরা এসে তোমায় দেখুন—তোমার প্রাণদাতা দয়াল গৌরহরির শ্রীচরণ দর্শনে, পবিত্র হ'ন ও তাঁর মহিমা প্রচার করুন। (সকলের গমনোদ্যত)।

চাপাল। দয়াময়, চল্‌লে কোথা? মৃত ব্যক্তিকে বাঁচালে, আমায় এই দারুণ কুষ্টরোগ থেকে মুক্তি দাও। আমার ওঠবার শক্তি নাই, বড় কষ্ট হয়, নয় ত উঠে তোমার পায়ে জড়িয়ে ধরতেম্।

নিমাই। (কাছে গিয়া) কে তুমি? চাপাল নয়? তুমি এত-দিন কোথায় ছিলে?

চাপাল। অনেক জায়গায় ঘুরেছি প্রভু —অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিছুতেই কিছু না হ'য়ে শেষে কাশীতে গিয়ে আমার ইষ্টদেব শিবের আরাধনা করি। একরাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিব বল্লেন "তুই এখানে কেন? বৈষ্ণবের হিংসা ক'রে তোর এই দশা হ'য়েছে—যা' তুই নবদ্বীপে গিয়ে নিমায়ের শরণাপন্ন হ'গে যা—তোর ব্যাধি আরাম হ'বে।" তাই তোমার কাছে এসেছি—আমায় ক্ষমা কর, অজ্ঞান অথচ জ্ঞানগর্ব্বে মত্ত হ'য়ে আমি বৈষ্ণবের আরাধনায় বাধা দিতে গেছ্‌লেম—তা'র যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি—আর কেন, দয়াকর প্রভু!

নিমাই। শিব যখন তোমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন, তখনই ত তুমি মহাব্যাধি কেন, ভবব্যাধি হ'তে মুক্তি পেয়েছ। হরি-হর ভিন্ন নয় জেনো—যিনি হরি তিনিই হর। তুমি শিবের দর্শন পেয়ে পবিত্র হয়েছ, এস তোমায় আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন)।

চাপাল। প্রভু, আমি যে কুষ্টগ্রস্ত, আমায় কেউ ছোঁয় না, আমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত আমায় ছোঁয় না, তুমি আমায় ছুঁলে প্রভু! একি হ'ল আমার শরীরে নূতন বল এল কোথা থেকে—স্পর্শমাত্রেই যে আমার ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে গেল—ধন্য হরি, ধন্য গৌরহরি—(উন্মত্তের ন্যায়) জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়!

সকলে। জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়।

সারঙ্গ। প্রভু, আজ মহাসমারোহে নগর সংকীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে।

দারোগা। না, তা হবার যো নাই, কাজী সাহেবের হুকুম, নগর সংকীর্ত্তন কেউ আর করতে পার্‌বে না—যাদের সংকীর্ত্তন করবার ইচ্ছা, তা'রা যেন ঘরে ব'সে করে।

নিমাই। কাজী সাহেবের হুকুম? কেন, কাজী সাহেব ত ভাল লোক, তিনি ত আমাদের ধর্ম্মে কখনও বাধা দেন না?

দারোগা। তা'ত জানি, কিন্তু হিঁদুরাই নাকি তাঁর কাছে নালিশ করেছে, তাই তিনি এই হুকুম দিয়াছেন! পণ্ডিতজী, তোমার খুব বাহাদুরী বটে—আজকের এই দুই ব্যাপার যদি স্বচক্ষে না দেখ্‌তেম, তা হ'লে কখনই বিশ্বাস করতেম্ না। খোদার তোমার ওপর খুব মেহেরবানী আছে স্বীকার করতেই হ'বে।

সারঙ্গ। প্রভু, নগর সংকীর্ত্তন যদি বন্ধই হ'ল, তবে শ্রীবাসের বাড়ীতে নয় ত, আমার কুটীরে আজ সংকীর্ত্তন হ'ক।

নিমাই। না, নগর সংকীর্ত্তনে তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, তাই হ'বে কাজী সাহেব তা'তে বাধা দিবেন না বলে আমার বিশ্বাস। তুমি এই বালককে মন্ত্র দিয়ে তোমার শিষ্য করে নাও, ওর পিতা মাতার তা'তে কোনও আপত্তিই হবে না।

সারঙ্গ। আপত্তি? মরা ছেলে ফিরে পেয়েচে, একি কম সৌভাগ্যের কথা? আর সেই ছেলে যদি দেব সেবায় জীবন উৎসর্গ করে, তা'তে কি কখনও কা'রো আপত্তি হতে পারে? এত পরম সৌভাগ্যের কথা। চলুন, এখন বাড়ী যাই।

সকলে। জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়! হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল!

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ।

নিতাই ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

নব রূপ ধরি, ভবে অবতরি, দয়া করে হরি প্রেম বিলায়।
চাইতে হয় না বিলোয় যেচে যে যত চায় তত পায়॥
মুখে হরি বলে, ভাসে আঁখি জলে, ভাবে পড়ে ঢলে লুটায় ধরায়।
সে যে আপনি মাতে হরি-প্রেমে সেই প্রেমে সবায় মাতায়॥

(জগাই ও মাধাইএর প্রবেশ।)

জগাই। আবার তোরা সব চেঁচাচ্চিস্। কাজীর হুকুম অগ্রাহ্য করছিস্। জানিস্ না কি রাস্তায় কেত্তন করা বারণ হয়েছে।

নিতাই। আমরা ত কাজীর কাছে কোনও অপরাধ করিনি, তবে তিনি এ রকম অন্যায় হুকুম দিলেন কেন? আমরা কারো কোনও অনিষ্ট করি না, শুধু হরিনাম গেয়ে বেড়াই, এতে কাজী এত কঠোর হুকুম কেন দেবেন?

মাধাই। কেন দেবেন জিজ্ঞেস কর্‌গে যা। কাজীর হুকুম হয়েছে, যদি ভাল কথায় কেত্তন বন্ধ না করিস্, তবে প্রহারের দ্বারা বন্ধ করতে হ'বে। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দোবো জানিস্?

নিতাই। কেন আমরা তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি যে আমাদের মারবে? আচ্ছা, মাধাই, তোমাদের কি পরকালের ভয় নেই? নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করলে কি পাপ হয় না? পাপ করলে কি ভগবান তা'র বিচার করবেন না?

মাধাই। ওঃ! কি আমার সাধুরে! আমরা প্রকাশ্যে মদ খাই ব'লে আমরা পাপী, আর ওঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে খান বলে ওঁরা মহাসাধু। আবার বক্তৃতা! থাব্‌ড়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো বল্‌ছি।

নিতাই। আচ্ছা জগাই, তুমি ত মাধাইএর চেয়ে বয়সে বড়, তোমার ত ওর চেয়ে বুদ্ধি আছে, তবে তুমি কেন মদ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে মিসে মধুর হরিনামে যোগ দাও না? জগাই, হরিনাম সুধা একবার পান করলে, তোমার মদের নেশা আর থাক্‌বে না। মদের নেশার চেয়ে আরও বেশী নেশা হ'বে—সে নেশায় বিভোর হ'লে ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

জগাই। আমর ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই আর নাই পাই, তা'তে তোমাদের কি মাথা ব্যথা?

নিতাই। জগাই, সত্য বল্‌ছি তোমাদের জন্য আমাদের প্রাণ বড় কাঁদে। তোমরাও ত মানুষ, মানুষ হ'য়ে জন্মে' মনুষ্যত্ব হারালে দুঃখের বিষয় হয় না কি? তা'হলে মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কি? ভাব দেখি জগাই তোমরা কে? তোমরা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপের কোটাল—নাম জগন্নাথ রায় ও মাধব রায়—এখন লোকে তোমাদের বলে, পাষণ্ড! মাতাল!

মাধাই। এ যে বড় বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দিলে দেখ্‌ছি! থাম্‌বি কি না বল্‌?

নিতাই। যদি একবার আমাদের সঙ্গে হরি বল, তা'হলে থাম্‌বো, নচেৎ নয়।

মাধাই। কি? আমরা কি তোদের মত পাগল হয়েছি, না গোল্লায় গেছি যে হরি বল্‌বো? তুই কি বল্‌তে চাস্‌, হরি না বল্‌লে মানুষ উদ্ধার হয় না? তবে এইবার নিজেকে সাম্‌লা, দেখি তোর হরি কেমন ক'রে

তো'কে রক্ষা করে। (কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার ও নিতায়ের মস্তক হইতে রক্তপাত)।

বৈষ্ণবগণ। আরে আরে পাষণ্ড করলি কি, দয়ার সাগর নিত্যানন্দ প্রভুকে এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার কর্‌লি? আহা ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে যে!

নিতাই। হরি, আর ভয় নাই, জগাই মাধাই উদ্ধারের আর দেরি নাই, (সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মাধাই। এখনও ভণ্ডামি! আচ্ছা এইবার তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গছি। (পুনরায় মারিতে উদ্যত ও জগাই কর্ত্তৃক তাহার হস্ত ধারণ)

জগাই। মেধো, করিস্ কি, করিস্ কি, বিদেশী সন্ন্যাসী তোর কি করেছে যে তা'কে তুই এমন করে মারলি? দেখছিস্ স্রোত বেয়ে রক্ত পড়ছে?

মাধাই। দাদা তুমিও গোল্লায় গেলে, ওদের ভণ্ডামিতে গ'লে গেলে?

গীত।

নিতাই।

মেরেছ তার ক্ষতি নাই হরি বলে আয় নাচি গাই।
নামের সুধা পান করিয়ে আয় না রে ভাই প্রাণ জুড়াই॥
ঝরে ঝরুক রুধির ধারা চক্ষে ঝরুক প্রেমের ধারা
বক্ষে আয় ভাই হরি বলে এই মিনতি জগাই মাধাই॥

(উভয়কে আলিঙ্গন)

জগাই। মেধো, ঢের মারামারি করেছি, মেরেওছি অনেককে, কা'রো কা'রো কাছে মার খেয়েওছি। কিন্তু মার খেয়ে কোল দেয়, এমন ক্ষমা গুণের অবতার তো আর কখনও দেখিনি। আয়, পায়ে ধরে ক্ষমা চাই।

(তথাকরণ ও নিতাই কর্ত্তৃক তাহাকে বক্ষে ধারণ)

(নিমায়ের প্রবেশ)।

নিমাই। ঠিক ব'লেছ জগাই, এমন ক্ষমা গুণের অবতার আর কখনও কেউ দেখেনি। নিতাই! তোমার আজ পরীক্ষা শেষ হ'ল, অজ্ঞান মোহান্ধ ব্যক্তির অপরাধ কি ক'রে ক্ষমা করতে হয়, তুমি তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল ক'রলে—ঘোর পাপীর উদ্ধার করলে! মাধাই! তোমার মন কি এখনও গলে নি—তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, একবার বল "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মাধাই। (সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। প্রভু আমার কি উদ্ধার হবে না?

নিমাই। কেন হ'বে না মাধাই, হরি যে পতিত পাবন! তোমার মুখে যখন হরি নাম বাহির হ'য়েছে, তখন আর উদ্ধারের বাকি কি মাধাই? পাষাণ থেকে জল নির্গত হচ্ছে, তোমার চোখে প্রেমাশ্রু ব'য়ে যাচ্চে। হরি নামের এমনিই গুণ। এস আবার বলি "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল," (মাধাইকে লইয়া নিমায়ের ও জগাইকে লইয়া নিতায়ের "হরিবোল" বলে নৃত্য)।

সকলে। জয় শ্রীহরির জয়, জয় শ্রীগৌর নিতায়ের জয়।

নিতাই। চল আমরা এইবার কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে কাজী সাহেবের কাছে যাই। তিনি কেন কীর্ত্তন বন্ধ করবার আদেশ দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিগে চল।

(জনকয়েক পাইকসহ কাজীর প্রবেশ)।

কাজী। তোমরা ফের রাস্তায় কীর্ত্তন করছো? আমার আদেশ কি শোন নি?

নিতাই। শুনেছি। কিন্তু ধার্ম্মিক কাজী যে এরূপ অন্যায় আদেশ দিতে পারেন তা' বিশ্বাস করতে পারিনি। আপনি বাদশাহের দৌহিত্র,

স্বয়ং বাদশাহের আদেশ আছে প্রজার ধর্ম্মচর্চ্চায় কেহ যেন বাধা না দেন। তবে আপনি আমাদের ধর্ম্মচর্চ্চায় বাধা দিচ্ছেন কেমন ক'রে?

কাজী। আমি বাধা দিতে প্রথমে সম্মত হই নাই। কিন্তু তোমাদের হিঁদুদের ভিতরই অনেকে আমার বাড়ী এ'সে, আমায় বিশেষ অনুরোধ ও অভিযোগ করে, তাই প্রজার শান্তির জন্য আমি ওরূপ আদেশ দিয়েছিলেম। যারা আমার কাছে অভিযোগ করেছিল তাদের মধ্যে এই জগাই, মাধাই প্রধান।

নিমাই। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা, জগাই মাধাইকে জিজ্ঞাসা করুন, তা'দের এখন আর কোনও অভিযোগ আছে কিনা?

কাজী। কি হে! বলনা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

জগাই। কাজী সাহেব! আমাদের ভ্রম দূর হয়েছে, আমরা এই দুই মহাত্মার কৃপায় নূতন জীবন পেয়েছি। আর আমাদের কোনও অভিযোগ নাই, বরং অনুতাপ হ'চ্ছে যে, কেন অভিযোগ করতে গেছ্‌লেম।

কাজী। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এরা কি সেই জগাই, মাধাই!

নিমাই। না কাজী সাহেব, এরা সে জগাই মাধাই আর নাই, হরি নামের গুণে এরাও এখন পরম হরিভক্ত হ'য়ে গেছে—হরি বল্‌ছে, আর চোখ দিয়ে জল ঝর্‌ছে। কাজী সাহেব, আপনার কাছে আমার একটী অনুরোধ, আমাদের সংকীর্ত্তন আর বন্ধ করবেন না।

কাজী। না আর বন্ধ ক'রবো না। পণ্ডিতজী! ধন্য তোমার ক্ষমতা। তোমাকে যে হিন্দুরা গৌরহরি ব'লে মানবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি কি হিন্দুদের সেই নারায়ণ?

নিমাই। আমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই, একজন অতি দীন ব্রাহ্মণ সন্তান। কাজী সাহেব! আপনি ধার্ম্মিক, আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করি। (তথাকরণ)।

কাজী। (স্বগতঃ) একি নিমায়ের স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুতের মত যেন আনন্দ প্রবাহ ব'য়ে গেল। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিতজী, তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে আমাকে আলিঙ্গন করলে কেমন ক'রে ?

নিমাই। কাজী সাহেব, মুসলমান আর হিন্দু কি ভিন্ন ভিন্ন বিধাতার দ্বারা সৃষ্ট ? এই কৃত্রিম ভেদ কি বিধাতা করেছেন, না মানুষে করেছে ? মানুষ যখন জন্মে, তখন তা'র মনে কি ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে ? তারপর অল্পবুদ্ধি মানবই তা'কে ভেদাভেদ শিক্ষা দেয়। তাই বলি কাজী সাহেব আপনার বিধাতা, আর আমার বিধাতা ভিন্ন নয়—একই। তা' হলে মুসল-মান কি হিন্দুর ভাই নয়, কাজী সাহেব ?

কাজী। পণ্ডিতজী! তুমি যে-ই হও, তোমার ওপর খোদার যে মেহেরবানী আছে তা'তে আর সন্দেহ নাই।

সকলে। "নর রূপ ধরি" (গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক

-:o:-

প্রথম দৃশ্য।

বিচারালয়।

কাজী, গোরাই, হরিদাস, বিদ্যানিধি
ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

গোরাই। কাজী সাহেব, এরই নাম হরিদাস, এ মুসলমান ছিল—এখন হিঁদু হ'য়ে হরিনাম ক'রে ন'দে মাতিয়ে তুলেছে।

কাজী। কেমন? তুমি মুসলমান না হিন্দু?

হরিদাস। আমি হিন্দু।

কাজী। তোমার বাড়ী কোথা? তোমার পরিচয় কি?

হরি। আমার বাড়ী বুঢ়ন গ্রামে—আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে, মুসলমানেরা আমায় প্রতিপালন করে—সেজন্য আমি তাদের কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

গোরাই। বেইমান, সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তুই এখন মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়েছিস্!

বিদ্যানিধি। তা'ও কি কখনও হয় না কি? আমি হিন্দু শাস্ত্র সব অধ্যয়ন করেছি—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি, ন্যায়—সব আমার নখাগ্রে বল্লেই হয়, কিন্তু কেউ আমায় দেখাক্ যে বেদ, পুরাণ

প্রভৃতিতে মুসলমানকে হিন্দু ক'রে নেবার ব্যবস্থা আছে। যদি একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পার তা'হলে আমি আমার যাবতীয় পুস্তকাদি গঙ্গাজলে নিক্ষেপপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করে শাস্ত্রালোচনা একেবারেই বন্ধ ক'রে দিব।

১ জন বৈষ্ণব। আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতি ভেদ নাই।

বিগা। আরে বৈষ্ণব ধর্ম্মটা একটা ধর্ম্মই নয়। কথায় বলে "জাত হারিয়ে বৈষ্ণব"। আমাদের মত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তোমাদের সঙ্গে ত একত্রে আহারাদিই কর্‌বে না।

১ম। নিমাই পণ্ডিত কি জ্ঞানী ব্রাহ্মণ নন্? তবে তিনি কেমন ক'রে আমাদের সঙ্গে একত্রে আহার করেন?

বিগা। আরে ওটার কথা ছেড়ে দাও—ওটা অকাল কুষ্মাণ্ড—একটা নূতন মত প্রচলন করবার চেষ্টায় আছে—চল্‌বে না, চল্‌বে না আমি জোর ক'রে বল্‌ছি চল্‌বে না।

গোরাই। কাজী সাহেব, দেখুন হিন্দুরাই এই নূতন ধর্ম্মের বিরোধী। আপনি সুবিচার করুন, এই বেইমানের শাস্তি দিন।

কাজী। ত্যাখো গোরাই—কোটী কোটী লোক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করে রয়েছে, থাক্‌বেও। তার মধ্যে যদি দু এক জন ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করে যায়, তা'তে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষতি কি? সমুদ্রের একবিন্দু জল থাক্‌লেই বা কি; গেলেই বা কি?

গোরাই। আপনি বুঝ্‌ছেন না, একজন মুসলমান যদি হিন্দু হ'য়ে যায় তা'তে ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোনও ক্ষতি হ'বে না সত্য—তবে মুসলমানদিগের ভিতর একটা ভয়ানক বিদ্বেষ ও অশান্তির ভাব ধারণ করবে—তা'তে প্রজার অনিষ্ট হবে। প্রজাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?

কাজী। অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করতে আমার ইচ্ছা হয় না—কারণ জলকে, পানীই বল আর জলই বল—সে একই জিনিষ—নাম ভিন্ন মাত্র। তেমনি আল্লাকে যে যে নামেই ডাকুক, সরল অন্তঃকরণে ডাকলেই তাকে আল্লা নিশ্চয়ই মেহেরবানী করেন। তা' ছাড়া, ধর্ম্ম বিষয়ে কপটতা বড়ই দোষের, যা'র যে ধর্ম্মে বিশ্বাস সে সেই ধর্ম্ম নিয়ে থাকুক, লোভে বা ভয়ে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করা কপটতা মাত্র।

বৈষ্ণব'বিদ্বেষী হিন্দু। হুজুর এটা যে বিষম ভণ্ড তা'তে আর সন্দেহ নাই। মুসলমান থাকলে কেউত আর ওকে এমন করে মাথায় তুলে নাচ্‌তো না, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, রাব্‌ড়িও কেউ অমনি খেতে দিত না। তাই হিন্দু নাম নিয়ে বেশ বিনা পয়সায় উৎকৃষ্ট ভোজনটাও চল্‌ছে, আর হিঁদুদের কাছে দেবতার মত পূজা পাচ্ছে। এতে হিন্দু ধর্ম্মেরও অনিষ্ট, ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মেরও অনিষ্ট, অতএব, হুজুর, ওকে রীতিমত শাস্তি দিন।

গোরাই। আচ্ছা, যদি তুমি এখনও কল্‌মা পড়, আর হরিনাম ছাড়, তা'হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'বে—আর যদি চাও রাজ-সরকারে ভাল চাকরীও পেতে পার।

হরি। আমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেল্লেও আমি হরিনাম ছাড়তে পার্‌বো না, কারণ, আমার প্রাণের চেয়ে হরি অনেক বড়, হরিনামে আমি যে আনন্দ পাই, আমাকে রাজরাজেশ্বর করলেও আমি সে আনন্দ পাব না। কাজী সাহেব, আমাকে যেরূপ শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন দিন। আমি হরিনাম ছাড়তে পারবো না।

গোরাই। দেখ্‌লেন কাজী সাহেব, বেইমানের স্পর্দ্ধার কথা শুনলেন? আর বিলম্ব করবেন না, শীঘ্র ওকে দণ্ড দিন।

কাজী। তবে আমার দোষ নাই। যাও, একে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ বেত লাগাও।

(হরিদাসকে লইয়া প্রহরীদের প্রস্থান)

বিচারকের কাজ কি কঠোর! ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময়ে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে নিজকে মনোবেদনা ভোগ করতে হয়।

(নেপথ্যে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি)

হরিবোল বল্‌ছে কে?

গোরাই। সেই বেইমানটা, আবার কে? ও মনে করেছে ওই রকম করে হরিবোল ব'লে প্রহরীদের মন গলিয়ে দেবে। তা আর হচ্চে না—আমি বাছা বাছা প্রহরী নিযুক্ত করেছি, তা'রা কর্ত্তব্য পরায়ণ—তাদের মন ভোলান খুব কঠিন।

(একজন প্রহরীর বেগে প্রবেশ)।

প্রহরী। হুজুর, ২৫ ঘা বেত মারবার পরেই আসামী হঠাৎ প'ড়ে মরে যায়।

কাজী। কি রকম? মরে গেছে? কেমন ক'রে?

প্রহরী। আমরা যখন তা'কে বেত মারতে লাগ্‌লেম, সে হাস্‌তে হাস্‌তে হরিবোল হরিবোল ক'রে নাচতে লাগ্‌লো—আর বল্‌তে লাগলো "হে হরি যারা আমায় বিনা অপরাধে শাস্তি দিচ্চে, তুমি তাদের অপরাধ নিও না—আমি যেমন তাদের ক্ষমা করলেম, তুমিও তেমনি তাদের ক্ষমা ক'রো।"

গোরাই। ভণ্ডামি, ভণ্ডামি প্রহরীদের মন ভোলাবার জন্য ঐ রকম বল্‌ছেলো। তার পর?

প্রহরী। তা'র পর "হরিবোল" বল্‌তে বল্‌তে পড়ে গেল,

আমরা মনে করলেম মূর্চ্ছা গেছে, তারপর দেখলেম্ একেবারে মরে গেছে।

গোরাই। আরে না না, মার খেয়ে মূর্চ্ছা গেছে—মরেনি।

বৈষ্ণবদ্বেষী। ক্ষীর, ননী খাওয়া শরীর কিনা, তাই বেত খেয়ে হজম করতে না পেরে বাছাধন কুপোকাত হয়েছে।

কাজী। চুপ রও নিষ্ঠুর চণ্ডাল! একটা নির্দ্দোষী লোক, তোমাদেরই ষড়যন্ত্রে মরে গেল, তা'তে একটুও দুঃখ না করে, আমোদ করছো? যাও সব এখান থেকে।

(গোরাই ও প্রহরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হে আল্লা আমায় এই হত্যার জন্য অপরাধী ক'রো না—আমায় ক্ষমা ক'রো। আমি আজ থেকে আর বিচারকের কাজ করবো না। গোরাই, বাদশাহের অনুমতি নিয়ে আমার এই কার্য্যের ভার তোমার উপর অর্পণ ক'রে, আমি এই দায়িত্বপূর্ণ পদ ত্যাগ করবো—ক'রে অবশিষ্ট জীবনটা ফকীরের মত শান্তিতে কাটাব, আমার ঐশ্বর্য্যে আর আকাঙ্ক্ষা নাই।

প্রহরী। হুজুর, লাশ কি করবো? কবরে দেবো, না পোড়াবার ব্যবস্থা করবো।

কাজী। দুটোর কোনটাই নয়। গঙ্গার জলে ফেলে দাও, সে যখন নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিত, তখন গঙ্গায় তা'র দেহ নিক্ষেপ ক'রলে তা'র আত্মার তৃপ্তি হ'বে, কারণ শুনেছি হিন্দুরা গঙ্গাকে খুব পবিত্র মনে করে এবং তাদের বিশ্বাস গঙ্গাতে অস্থি নিক্ষেপ করলে মৃতব্যক্তির সদ্গতি হয়।

(সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

গঙ্গাবক্ষে হরিদাস—তীরে শ্রীকৃষ্ণ

গীত ।

কাছে আছি ভাবনা কি তোর দেখনা চেয়ে অাঁখি মেলে ।
যে আমারে ভালবাসে এক পা না যাই তারে ফেলে ॥
ভক্ত আমার মাথার মণি, ভক্ত পেলে ধন্য গণি
ধ্রুব, প্রহ্লাদ তাই আমাকে বেঁধেছিল অবহেলে ॥

গঙ্গাবক্ষ হইতে হরিদাসের স্বরে "হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল, হরিবোল" ও সন্তরণপূর্ব্বক
তীরে আগমন, তৎপূর্ব্বে
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ।

হরি । কই প্রভূ ! কোথায় গেলে ? এই যে আমি তোমার মদন মোহন মূর্ত্তি দেখলেম, তোমার মধুমাখা স্বর শুনলেম । সে কি স্বপ্ন ? স্বপ্ন কি এমন সত্য হয়—আমার চক্ষু, কর্ণের কি এতই ভ্রম হ'ল ? না না ভ্রম কথনও হ'তে পারে না, স্বপ্ন কথনই নয়—যদি স্বপ্ন হয়, তবে আবার আমি কাজীর কাছে যাই, আবার আমায় মেরে গঙ্গায় ফেলে দিক, আবার তোমার ওই বিশ্ববিমোহন বাঁকা শ্যাম মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখি—কিন্তু এই প্রার্থনা এবার যেন সে স্বপ্ন আর না ভাঙ্গে—এবার আর আমি তোমাকে ধরবার জন্য সাঁতার দিয়ে তীরে উঠ্‌বো না—এবার গঙ্গাবক্ষে থেকে তোমার ওই মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ দেহ ত্যাগ করবো ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শচী ও নিমাই।

শচী। নিমাই, তুই না কি আমায় কাঁদিয়ে তোর দাদা যে পথে গেছে সেই পথে যাবি? নিমাই একথা কি সত্যি?

নিমাই। হাঁ মা, সত্য। আমি তোমায় একথা বল্‌তে অনেক বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। মা তোমার অসীম স্নেহের কথা মনে পড়্‌লে, আমার তোমাকে বল্‌তে সাহস হয় না। আজ যখন তুমি নিজেই কথা তুল্‌লে, তখন আর বল্‌তে বাধা নাই—যে আমি সন্ন্যাসী হ'ব স্থির করেছি।

শচী। বাবা, ওকথা মুখে আনিস্‌ নি। আমি আটটী কন্যার শোক পেয়েছি, আটটী কন্যার মৃত্যুর পর আমার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপকে পেয়ে সে শোক ভুলে যাই, কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়ে আমার বুকে দারুণ শেল মেরে গেছে। তার পর আমি আগে না গিয়ে কর্ত্তা আগে চলে গেলেন। শুধু তোর মুখ দেখে আমি এ সব শোক এক রকম ভুলে আছি। কিন্তু তুইও এত নিষ্ঠুর যে আমাকে এই বুড়ো বয়সে কাঁদিয়ে যেতে চাস্‌!

নিমাই। মা, আমি তোমার কুপুত্র, অশুভক্ষণে জন্মেছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম পুত্র জন্মে থাকে—তা'রা পিতা মাতাকে প্রতিপালন করতে সক্ষম হয় না, কিন্তু তাদের মত না হয়েও তোমায় প্রতিপালন করতে পারলেম না—তোমার ঋণ শোধ করতে পারলেম না, কোটী জন্ম চেষ্টা করলেও তোমার অপার স্নেহের ঋণ শোধ করতে পারবো না। মা, আমি তোমায় বলেছিলাম, তোমার বিনা অনুমতিতে আমি কোনও কাজ করতে পারবো না, তাই মা

তোমার অনুমতি চাইছি, আমায় সন্ন্যাসী হ'য়ে কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবন যেতে দাও। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—তাই বলি মা, আমার মঙ্গলের জন্য আনন্দচিত্তে আমায় অনুমতি দাও। আমি বেশ বুঝেছি সংসারে থাক্‌লে আমার সুখ হবে না।

শচী। তোর কিসের অভাব নিমাই? এই অল্পবয়সে তুই নবদ্বীপের একজন বড় পণ্ডিত। এত বিদ্যা, এত যশ, এত সম্মান কার আছে নিমাই? আবার তোর মত রূপবান, ন'দেতে কেন জগতে কে আছে নিমাই? তুই রূপে গুণে অদ্বিতীয়। তোর মত সন্তানকে পেটে ধরে সত্যই আমি নিজেকে ভাগ্যবতী ও গর্ব্বিতা বোধ করতেম। তাই বুঝি আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করবার জন্য ভগবান আমার এই শাস্তি দিচ্ছেন? কিন্তু সে গর্ব্ব চূর্ণ হবে না? তুই সন্ন্যসীই হ বা সংসারীই থাক্ আমি ত তোর মা বটে? না সে কথাও স্বীকার করবি নি?

নিমাই। নিশ্চয়ই করবো মা—তুমি যে আমার মা সেকথা কখনই ভুল্‌বো না।

শচী। আমি আর কদিন? আমার যা হয় হবে। আমার বৌমার কি দশা করবি নিমাই—আহা বিষ্ণুপ্রিয়া আমার সত্যিই যেন লক্ষ্মী—যেমন রূপ—তেমনি গুণ—সে এখনও বালিকা—নিরপরাধা বালিকাকে কেমন ক'রে ত্যাগ করবি নিমাই?

নিমাই। মা, তা'র তত দুঃখ হবে না—কারণ আমি যদি নিদয় হ'য়ে কিম্বা নিজসুখে বিভোর হ'য়ে, কিম্বা অপর স্ত্রীলোকে আসক্ত হ'য়ে তা'কে ত্যাগ করতেম, তা'হলে তা'র দুঃখ হতে পারতো। অথবা আমি যদি মোটেই এ জগতে না থাকৃতেম তাহা হলে তার দুঃখ হ'ত। আমি সন্ন্যাসী হ'লে তা'কে আর গ্রহণ করতে পারবো না সত্য, কিন্তু আমি যদি সাধুপথ অবলম্বন করি, তা'তে আমার মঙ্গল, আর আমার

মঙ্গলে তা'র মঙ্গল। সতী স্ত্রীর এতে দুঃখিতা হ'বার কোনও কারণ নেই। মা, তার জন্য তুমি ভেবো না—আমার পরিবর্ত্তে সে তোমায় দেখ্‌বে—সেবা করবে। তা'তেই সে সুখ পাবে। আর তুমি তা'কে এবং সে তোমাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আমার কথা মনে হ'লে তোমার দুঃখ ভুলে যাবে—আনন্দ পাবে। তবে মা আমায় আর কেন কৃষ্ণ অন্বেষণে যেতে বাধা দাও?

শচী। নিমাই, আমার মনে চিরদিন বড় সাধ ছিল যে তুই ন'দের মাঝে বড় পণ্ডিত হ, তোর ধন ও মান হ'ক, সন্তান সন্ততি হ'ক আমি তাদের নিয়ে জীবনের বাকি ক'দিন কাটিয়ে দিই। কিন্তু আমার সে সাধ পূর্ণ হ'ল না—তোর ধন, মান, মর্য্যাদা সব হ'য়েছে নিমাই, কিন্তু তুই সব ত্যাগ ক'রে সংসার ত্যাগ করে, তোর অভাগিনী মাকে ও পরিবারকে ত্যাগ করে চল্‌লি বাবা—এতে যে বুক ফেটে যাচ্চে। নিমাই পথে হাঁট্‌তে তো'র যে পা ফেটে রক্ত পড়ে, তুই সন্ন্যাসী হ'য়ে কেমন ক'রে বনে জঙ্গলে, দেশ বিদেশে হাঁট্‌বি বল্? তুই কেমন ক'রে লোকের দ্বারে গিয়ে মুষ্টি ভিক্ষা চাইবি? কে তোকে রেঁধে দেবে আর আমার মত তো'কে সাম্‌নে বসিয়ে কে খাওয়াবে নিমাই? আমার হাতের রান্না ছাড়া যে তোর আর কা'রো রান্না পছন্দ হ'ত না নিমাই?

নিমাই। মা, তুমি কেন আমায় ও সব কথা শুনিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা দাও? আমি সব কষ্ট সইতে পারবো মা, তার জন্য তুমি কিছু ভেবো না। সকল জীবের ব্যথাহারী কৃষ্ণের নামে আমার সকল ব্যথা ঘুচে যাবে। কৃষ্ণ বিরহে আমি বড় ব্যথা পাব, সে ব্যথা সংসারের সুখ, ধন, ঐশ্বর্য্য, পত্নীপ্রেম, এমন কি স্নেহময়ী জননীর পবিত্র স্নেহ—কিছুতেই মোচন করতে পারবে না। মা, তোমরা

আমার মত কৃষ্ণ সেবা কর, সব দুঃখ ভুলে যাবে। এখন হাসি মুখে আমায় যেতে অনুমতি দাও মা।

শচী। নিমাই, চিরদিনই আমার মনে ভয় ছিল তোকে কিছুতেই ধ'রে রাখ্‌তে পারবো না। আমি এমন কি পূণ্য করেছি যে তোর মত পুত্র—আমার হ'য়ে আমার ঘরে থাক্‌বে। নিমাই, তুই আমাদের কৃষ্ণ-সেবা করতে বল্‌ছিস্‌। তিনি মাথায় আছেন থাকুন, আমরা তোর সেবা করেই কৃষ্ণ সেবার আনন্দ পাই—এতে যদি আমাদের দোষ হয় কৃষ্ণ আমাদের কি ক্ষমা করবেন না? আর এক কথা নিমাই, তুই যেন নির্দ্দয় হ'য়ে আমাকে ও আমার সোণার বৌমাকে ত্যাগ কর্‌লি—আমি যেন পাষাণে বুক বেঁধে তোর সুখের জন্য তোকে যেতে অনুমতি দিলেম—কিন্তু তোর ভক্তেরা তোকে না দেখ্‌তে পেয়ে যে মরে যাবে, তা'তে তোর কি যে ধর্ম্ম হ'বে বুঝতে পারি না। শুন্‌তে পাই ও দেখ্‌তে পাই সব জীবে তোর দয়া—কেবল এই কয়জন ছাড়া—আমি—বিষ্ণুপ্রিয়া আর তোর প্রিয় ভক্তগণ। এ কি ধর্ম্ম নিমাই?

নিমাই। (করজোড়ে) মা আমায় ক্ষমা কর, তোমার কাতরকথা আমার হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌ছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহতা হও, হাসিমুখে আমায় বিদায় না দাও তবে আমি যাব না—তা'তে আমার যত কষ্ট হয় হ'ক।

শচী। না বাবা, তোর মনে কষ্ট দিব না, আমি পাষাণী, আমি আমার নিজের সব কষ্ট সইতে পারবো বাবা, তোমার কষ্ট সইতে পারবো না। বাবা আমি অনুমতি দিলাম তুমি কৃষ্ণ অন্বেষণে যাও, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক।

নিমাই। (সাহ্লাদে জননীর পদধূলি লইয়া) মা, তুমি অনুমতি

দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালে—কিন্তু মা আমি ত বলেছি হাসিমুখে অনুমতি না দিলে যাব না।

শচী। নিমাই, আর নিষ্ঠুর হ'স্‌নে, তোকে আমি হাসিমুখে অনুমতি দিতে কিছুতেই পারবো না।

নিমাই। (দুঃখিতভাবে) তবে আমার যাওয়া হ'ল না। মা, আমি সত্য বল্‌ছি যে সংসার ত্যাগ করলেই আমার মঙ্গল হ'বে—আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল! শ্রীকৃষ্ণের হাতে আমায় স'পে দিলে তুমি তাঁকে পাবে, তোমার নিমাইকেও পাবে। তা যদি না কর—শেষে তাঁ'কেও হারাবে, তোমার নিমাইকেও হারাবে।

শচী। ও কথা মুখে আনিস্‌নি নিমাই—একটু অপেক্ষা কর, একটু আমায় বুক বাঁধতে দে। (করজোড়ে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর) বাবা, হাসিমুখে শ্রীকৃষ্ণের হাতে তোমায় স'পে দিলেম, আর তোমার সুখে বাধা দিব না—হাসিমুখে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌তে তোমায় অনুমতি দিলেম!

(নিমায়ের শচীর পদধূলি গ্রহণানন্তর প্রস্থান।)

নিমাই! নিমাই! (পতন ও মূর্চ্ছা)।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমায়ের শয়ন-কক্ষ।

নিমাই নিদ্রিত—বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁহার পদসেবা ও নীরবে ক্রন্দন।

নিমাই। (জাগিয়া উঠিয়া) বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি কাঁদ্‌ছো? তোমার তপ্ত আঁখিজল আমার পায়ে পড়াতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে গেল। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন, বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণু। আমার চোখের জলে তোমার নিদ্রাভঙ্গ করলেম? ধিক্ আমাকে, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।

নিমাই। (উঠিয়া বসিয়া) তোমার কোনও অপরাধ হয়নি। আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণু। তুমি নাকি মাকে অকুলে ভাসিয়ে চলে যাবে?

নিমাই। কোথা যাব, খুলে বল না?

বিষ্ণু। সে কথা মুখে আন্‌তে ইচ্ছা হয় না। তোমার দাদা যা করেছিলেন, তুমিও নাকি তাই করবে?

নিমাই। "সন্ন্যাসী" কথাটা মুখে আন্‌তেও এত কষ্ট হচ্চে, বিষ্ণুপ্রিয়া? তুমি কোথা থেকে এ কথা শুন্‌লে?

বিষ্ণু। সকলে কাণাকাণি করে, আমায় দেখ্‌লে "আহা" ব'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তাই আমি বাপের বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেম।

নিমাই। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল—দুটো হেসে কথা কইবে—তা নয়, কান্নাকাটি।

বিষ্ণু। বল তবে, আমি যা' শুনেছি তা মিথ্যা ?

নিমাই। ও সব কথা এখন ভুলে যাও—যখন যেখানে যা'ব তোমার অনুমতি না নিয়ে যাব না নিশ্চয় জেনো। বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমায় কখন ভাল ক'রে সাজাই নি, সাজাবার অবসর পাইনি—সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তনে কেটেছে, আবার যখন বাড়ীতে থাকতেম কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকৃতেম, তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হ'ত না। আজ তোমাকে সাজাবার বড় ইচ্ছা হয়েছে। এস, মালা ও চন্দন দিয়ে তোমায় সাজাই। পানের বাটা দাও, এই নাও পান খাও। চন্দনের বাটি দাও—তোমার কপালে চন্দনের ফোটা দিই। (তথাকরণ)।

বিষ্ণু। আজ এত আদর কেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি ? আমার ভাগ্যে ত এত আদর একদিনও ঘটে নি ? ওকি তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ? তোমার চোখে জল কেন ?

নিমাই। (সহাস্যে) কই, এই ত আমি হাস্‌ছি ?

বিষ্ণু। প্রভু, আমি যদিও এখনও বালিকা তবু তোমার মুখ দেখে মনের ভাব কতক বুঝতে পারি। তুমি বাইরে হাসির ভাব দেখাচ্চ কিন্তু তোমার মনের ভেতর যেন কি একটা বিষাদ-তরঙ্গ তোলপাড় করছে, তুমি সেটা চাপ্‌তে চেষ্টা করছো। তবে কি সত্য সত্যই তুমি মা'র ও আমার গলায় ছুরি দিয়ে আমাদের ছেড়ে যাবে ?

নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমার মত সাধ্বী সতীর কাছে আর কপটতা করবো না। যা বলি মন দিয়ে শোন। আমার ইচ্ছা তোমার যা'তে মঙ্গল হয়, তোমারও ইচ্ছা আমার যা'তে মঙ্গল হয়। উভয়েরই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করলে। তুমিও তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া—তুমি নামের সার্থকতা কর।

বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করতে তোমায় কেউ নিষেধ করছে না—তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর—বাড়ী ছেড়ে যেও না—আমি না হয় বাপের বাড়ী থাকবো—তোমার কাছে থাকবো না—তোমার আরাধনায় ব্যাঘাত দিব না। কিন্তু তুমি মা'কে ছেড়ে যেও না, মা তা' হলে মরে যাবেন, লোকে তোমার নিন্দা করবে—সে নিন্দা আমার সহ্য হবে না, আমিও পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করবো—মাতৃহন্তা ও পত্নীহন্তা হয়োনা এই অনুরোধ।

নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া, মা আমায় সন্ন্যাসী হ'তে হাসিমুখে অনুমতি দিয়েছেন। এখন তুমি ঐরূপ হাসিমুখে অনুমতি দাও।

বিষ্ণু। মা অনুমতি দিয়েছেন? সেকি? মা তবে বোধ হয় পাগল হ'য়েছেন। পাগলের অনুমতি নিয়ে তোমার মত পণ্ডিতের কাজ করা উচিত কি?

নিমাই। (স্বগত) আজ নদীয়ার একজন প্রধান পণ্ডিত তা'র বালিকা স্ত্রীর কাছে পরাজিত! সরলা বালিকা তার জ্ঞানী স্বামীকে কর্ত্তব্য শেখাচ্চে—এ বড়ই মধুর ভাব—এ ভালবাসা বড়ই গভীর। (প্রকাশ্যে) মা পাগল হ'ন নাই—সুস্থ শরীরে, প্রফুল্লচিত্তে আমায় অনুমতি দিয়েছেন।

বিষ্ণু। জানিনা মা কেমন ক'রে অনুমতি দিয়েছেন। তা' যেন দিলেন, তিনি আর ক'দিনই বা বাঁচবেন? বয়স ত অনেক, তার ওপর এই দারুণ শোক পেয়ে কতদিন বাঁচবেন? তাই বলি, তুমি মাকে ফেলে যেও না, অধর্ম্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে,—তার মানে আমায় ত্যাগ করবে? তা' আমার জন্য বাড়ী ছাড়বে কেন? আমিই না হয় পাষাণে বুক বেঁধে বাপের বাড়ী থাকবো।

নিমাই। তা' হয় না বিষ্ণুপ্রিয়া!

বিষ্ণু। হয় না? আচ্ছা, আমি না হয় বিষ খেয়ে কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বো। তুমি বাড়ী ছেড়ো না, তুমি মাকে তাঁ'র এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করোনা। তা'তে অধর্ম্ম হ'বে, লোকনিন্দা হ'বে! তুমি সন্ন্যাসের কষ্ট ভোগ ক'রো না—আমার একটি কথা রাখ।

নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি এখনও বালিকা, সব কথা বোঝবার তোমার শক্তি নাই। আমি কাঁদতেই জন্মেছি, এতদিন জীবের দুঃখে কেঁদেছি, কিন্তু কই তবু ত জীব হরিনাম লইল না। আমি সংসারে থেকে সংসারের সুখভোগে মত্ত থাকলে আমার কথা কজন শুন্‌বে? কিন্তু আমি যদি মাতা ও রূপগুণবতী তরুণী ভার্য্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হই, তা হ'লে তোমরাও আমার জন্য কাঁদ্‌বে—তোমাদের কাঁদিয়ে গেছি ব'লে তখন লোকের আমার উপর দয়া হবে, ভক্তি বাড়বে—আমার কথা শুন্‌বে—হরিনামে মাত্‌বে। কিন্তু সংসারে থাক্‌লে তা' হবে না। মাকে ও তোমাকে কাঁদাতে হবে, না হ'লে হরিনাম প্রচার হবে না—জীব উদ্ধার হবে না। মা যখন দিলেন না, তুমি কি আমার এই মহৎ উদ্দেশ্যে বাধা দেবে?

বিষ্ণু। প্রভু, আমি লজ্জা ত্যাগ করে আজ আমার প্রাণের সব কথা খুলে বল্‌বো। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে নাই। তোমার রূপে ও গুণে সকলে মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে লোকে তোমার রূপ ও গুণের প্রশংসা কর্‌ছে। পথেও ঐ কথা শুনি, ঘরেও তোমার রূপ গুণের কথাই শুনি—আমার মনে হয় যেন ত্রিভুবন তোমার রূপগুণের কথা বল্‌ছে। সেই বিশ্ববিমোহন রূপগুণের আধার আমার স্বামী। কিন্তু আমি অমন স্বামীকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার অবকাশ পাই না, তুমি আমার কাছে এস' না, ভাল করে কথা কও না। কিন্তু তা'তে আমি দুঃখ কর্‌তেম না, ভাবতেম আমা'রই স্বামী ত? কিন্তু

এখন তুমি একেবারে আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে, আমার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ কি? মা অনুমতি দিন,—আমি প্রাণ থাকতে তোমায় সন্ন্যাসী হ'তে অনুমতি দিতে পারবো না।

নিমাই। তুমি আপনি বল্লে, যে তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের জন্য আমায় বাড়ী রাখতে চাও। কিন্তু ঘরে থাকলে আমার সুখ হবে না, আমায় ছেড়ে দাও আমি বৃন্দাবনে যাই, তা'হলেই আমি বাঁচবো।

বিষ্ণু। তুমি বৃন্দাবনে গেলেই যদি সুখী হও আমায় সঙ্গে নাও না কেন? রামচন্দ্র যখন বনে গেছলেন তখন তো সীতাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

নিমাই। তুমি সব ভুলে গেলে, তোমাকে সঙ্গে নিলে আমার আর সন্ন্যাস হল কৈ? জীব উদ্ধার হ'ল কৈ? তুমি পতিপ্রাণা, পতির সহায়তা কর। হাসিমুখে অনুমতি দাও?

বিষ্ণু। ক্ষমা কর, প্রাণ থাকতে পারবো না।

নিমাই। আচ্ছা, একবার চোখ বুজিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাও কিনা।

বিষ্ণু। চোখ বুজলে কি দেখতে পাব?

নিমাই। চেষ্টাই কর না। (এক এক পা পিছাইয়া যাইতে যাইতে) কি দেখছো?

বিষ্ণু। তোমায় দেখছি।

নিমাই। কি দেখছো?

বিষ্ণু। তোমায় দেখছি।

নিমাই। এইবার কি দেখছো (নিমায়ের প্রস্থান ও তৎস্থানে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

বিষ্ণু। (চকিতভাবে) চূড়া ধড়া পরা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখ্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণের

গীত।

দুয়ারে তোমারি, দাঁড়ায়ে মুরারি
দেখ'লো কিশোরী মেলি' নয়ন।
তোমার লাগিয়ে, সকলি ত্যজিয়ে
তোমাতে সঁপেছি প্রাণ।
রাধা সুরে বাঁশী বাঁধা, বলে শুধু রাধা রাধা
তব গুণ সদা করে গান।
তোমারে দেখিলে রাই, আপনারে ভুলে যাই
জানিনাকো তোমা বিনা আন।

বিষ্ণু। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? তুমি কি শ্রীকৃষ্ণ? না কোনও যাদুকর? (প্রণাম করিয়া) প্রভু! আমি এত কি পুণ্য করেছি, আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর, আমার স্বামী কোথা গেলেন? তিনি কি আমায় ফেলে চলে গেলেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমিই তোমার স্বামী।

বিষ্ণু। ঠাকুর, তুমি যদি আমার স্বামী হও, তবে আমি তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম ক'রে নিবেদন করছি, তুমি আবার আমার স্বামীর রূপ ধারণ কর—আমি সে রূপ ছাড়া এমন কি—তোমার ওই ভুবন ভোলান মূর্ত্তিকেও হৃদয়ে স্থান দিতে পারবো না, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য পতিভক্তি! ভাল তাই হবে, চোখ বুজাও, তোমার স্বামীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে। কা'কে দেখ্‌ছো?

(অন্তর্দ্ধান)।

বিষ্ণু। আমার স্বামীকে। (চোখ খুলিয়া) (কাঁপিতে কাঁপিতে) প্রভু! তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসী পদ দিয়েছিলে, সে পদ যেন আমার থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করবে, আমি তোমায় তা'তে বাধা দিব না। আমি হাসিমুখে বল্‌ছি, তুমি তোমার মহৎ কার্য্য সাধন কর। তবে এই মিনতি—আমার চিত্ত যেন তোমার চরণ হ'তে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত না হয়।

নিমাই। সে পরীক্ষা'ত আগেই দিয়েছ বিষ্ণুপ্রিয়া। যে রূপ দেখবার জন্য যোগী ঋষিরা কত কঠোর তপস্যা করেন, তুমি অনায়াসে সে রূপ দেখেও হৃদয়ে স্থান দিলে না—পতির রূপই তোমার কাছে সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তির চেয়ে বড় ও প্রিয়, পতির রূপই তোমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে রয়েছে। ধন্য তোমার পতিভক্তি!

(পটক্ষেপ)।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীবাসের বাড়ী।

শ্রীবাস, নিমাই, নিতাই, মুরারি, হরিদাস
ও অন্যান্য ভক্তগণ।

নিমাই। তোমরা আমার বন্ধু, বন্ধুর কাজ কর, আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাই—আমি আর তোমাদের কাছে থাক্‌তে পারছি না। আমায় হাসিমুখে সকলে বিদায় দাও।

নিতাই। প্রভু, কোন্ প্রাণে তোমায় বিদায় দেব, তোমায় ছেড়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধারণ করবো?

হরিদাস। আমরা যেন দিলাম—শচী দেবী কেমন ক'রে তোমায় বিদায় দেবেন প্রভু? আর বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর বা কি দশা হ'বে?

নিমাই। তাঁরা হাসিমুখে আমায় বিদায় দিয়াছেন।

হরি। সে কি? শচী দেবী তোমায় বিদায় দিয়েছেন? বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী বিদায় দিয়েছেন? তোমার একি লীলা প্রভু! কোন্ মায়ায় তাঁদের ভুলিয়ে তাঁদের সম্মতি আদায় করলে, তা'ত বুঝতে পারি না। স্ত্রীলোক পেয়ে তাঁদের ভোলাতে পার প্রভু, কিন্তু আমাদের ভোলাতে পারবে না—কখনই না।

নিমাই। তাঁরা হাসিমুখে অনুমতি দিয়েছেন কি না, এই মুরারিকে জিজ্ঞাসা কর।

মুরারি। হ্যাঁ, দিয়েছেন।

নিমাই। তবে কেন তোমরা আমার সুখে বাধা দিতে চাও? আমার বিরহে তোমাদের যেমন প্রাণ বাঁচবে না বল্‌ছো, কৃষ্ণ বিনা আমার প্রাণ বাঁচ্‌বে কেমন ক'রে তা একবারও ভাবছো না? আহা! কৃষ্ণ কোথা তুমি? দেখা কি দেবে না? (ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)।

গীত।

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥"

(নিতাই ও হরিদাসের গলা জড়াইয়া) ললিতা, বিশাখা, তোমরা রাধার এ কষ্ট দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ? যাও, একবার আমার কৃষ্ণকে নিয়ে এস? কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধার কি অবস্থা হয়েছে, একবার গিয়ে ব'লে এস? যাও—এখনও যাচ্ছ না? তোমাদের শরীরে দয়া মায়া নেই? আর বুঝি দেখা হ'ল না—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

মুরারি। প্রভুর ভাবাবেশ হয়েছে, কৃষ্ণ নাম কর, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হবে।
(ভক্তগণের কৃষ্ণনাম)।

নিমাই। (উঠিয়া বসিয়া) কই, কই, আমার কৃষ্ণ? (ছুটিয়া যাইতে যাইতে) নিঠুর কালা, তোমার রাধাকে কি মনে পড়েছে? চন্দ্রাবলী কি তোমায় ছেড়ে দিয়েছে? হে বংশীধারী! তুমি যে বহুবল্লভ, শুধু রাধাবল্লভ কেমন ক'রে হবে প্রাণবল্লভ? হবে না তা জানি, কিন্তু আমার যে তোমা বই গতি নাই? যেওনা, যেওনা দাঁড়াও—একবার নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি (ছুটিয়া পলায়ন)।

মুরারি। শ্রীবাস, নিতাই, তোমরা পিছনে পিছনে যাও, দেখো যেন পড়িয়া না যান—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, আবেশে বিভোর হ'য়ে আছেন।
(শ্রীবাস ও নিতায়ের পশ্চাদ্ধাবন)।

হরি। প্রভুর এরকম আবেগ আগে তো কখনও দেখিনি? আপনি দেখেছেন কি?

মুরারী। না, এতটা দেখিনি, তবে সময়ে সময়ে তন্ময়ভাবে আত্ম-হারা হ'তে দেখেছি।

অন্যদিক হইতে নিমাই, শ্রীবাস, ও নিতায়ের
পুনঃ প্রবেশ।

নিমাই। মা যশোদা—ননী চুরি করে খেয়েছিলেম ব'লে আমায় বেঁধেছিলি—আর বাঁধবি? দড়ি দিয়ে বাঁধবার দরকার কি মা? তুইত

স্নেহের বাঁধনে আমায় চিরকালই বেঁধেছিস? দে মা, তোর নীলমণিকে ননী দে। আমার গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল। ঐ দেখ মা শ্রীদাম, সুদাম সুবলরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে! আর আমি দেরি করতে পারি না মা— ননী দিলিনি, তবে আমি অম্‌নি চল্লুম, যদি আর কারো বাড়ী থেকে ননী চুরি করি, তাহ'লে বাঁধতে পারবিনি কিন্তু—

(প্রস্থানোদ্যত)।

শ্রীবাস। প্রভুর রাধার ভাব গিয়ে, এখন কৃষ্ণের ভাব এসেছে— একাধারে রাধাকৃষ্ণ ভাব—কি মধুর! প্রভুকে কৃষ্ণনাম আর শুনিয়ে কাজ নেই, এস সকলে মিলে হরিনাম করি, তা'তে তাঁর আবেশ ভঙ্গ হবে। (সকলে "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল")।

নিমাই। (ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে) তোমরা আমার বন্ধুর কাজ কর—আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও—আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাই। কৃষ্ণ বিনা যে আমার গতি নাই—জীবের গতি নাই!

শ্রীবাস। প্রভু, তুমি যদি সন্ন্যাসী হও, আমরাও সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব, কারণ—তোমাকে ছেড়ে আমরা থাক্‌তে পারবো না।

নিমাই। শ্রীবাস! তুমি সংসারী, স্ত্রীপুত্র আছে, তাদের ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীবাস। তুমি কেন তবে বৃদ্ধা জননী ও বালিকা স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হচ্ছ, প্রভু?

নিমাই। আমার কথা স্বতন্ত্র—আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য—হরিনাম প্রচার ক'রে জীবের উদ্ধার করা। জীবগণ বিষয়-রসে উন্মত্ত হ'য়ে বা জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে হরিনাম ভুলে গেছে—তর্কের দ্বারা হরির অস্তিত্বই উড়িয়ে দিতে চায়। যা'রা বিষয়ী, তা'রা সংসারের

সুখ দুঃখে জড়িত হ'য়ে "আমার আমার" ক'রে, আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয় হরিকে ভুলে থাকে, তাই এত কষ্ট পায়। আবার জ্ঞানী তর্কের দ্বারা সকল বিষয়ের প্রমাণ চায়—যদি বল "প্রভাত হয়েছে",—বল্‌বে, "তার প্রমাণ?" উত্তরে যদি বল—"পূর্ব্বদিক আলোকিত হয়েছে, এখনি সূর্য্যোদয় হবে"। বলবে, "পূর্ব্বদিক আলোকিত হ'লেই যে সূর্য্যোদয় হ'বে তার প্রমাণ? পূর্ব্বদিকে কোনও স্থানে আগুন লাগ্‌লেও ত এরূপ আলোকিত হয়।" শ্রীবাস! তর্কে ভগবানকে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় সরল বিশ্বাস ও ভক্তিতে। সেই সরল বিশ্বাস ও ভক্তি প্রচার করা বিশেষ দরকার, না হ'লে মানুষ অধঃপাতে যায়। আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে সেই সরল হরিভক্তি প্রচার কর্‌বো, তোমাদের মধ্যে যারা সংসারী ত'ারা সংসারে থেকেই উহার প্রচার করবে—সকলকেই যে সন্ন্যাসী হ'তে হবে তার কিছু মানে নাই, তা' হতেও পারে না, কারণ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বড়ই কঠোর, স্ত্রীলোকের মুখ দেখা নিষেধ! কাজেই সংসারীর পক্ষে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন যুক্তিযুক্ত নয়!

নিতাই। প্রভূ, তোমার যা আদেশ হয় তাই ক'রবো, তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে আমাদের সাধ্য কি? তবে প্রভূ, একটী নিবেদন—আমরা মধ্যে মধ্যে যেন তোমার দর্শন পাই।

নিমাই। নিতাই, মধ্যে মধ্যে আমার দর্শন ত পাবেই; তা ছাড়া যখনই ভক্তিভরে হরিনাম করবে, তখনই জেনো আমি তোমাদের মধ্যে এসে সেই নাম কীর্ত্তনে যোগ দিয়েছি—চর্ম্ম চক্ষুতে যদি না দেখ্‌তে পাও, চোখ বুঝিয়ে ধ্যান ক'রো—মানস চক্ষুতে দেখ্‌তে পাবে। শ্রীবাস, নিতাই, মুরারি, হরিদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ! তোমাদের দ্বারা আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে হরিনাম প্রচার করবে, আমিও নীলাচল, দক্ষিণ দেশ, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী

প্রভৃতি স্থানে গিয়ে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করবো। হাসিমুখে বিদায় দাও, তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)।

হরি। প্রভুর ইচ্ছায় বাধা দেবার আমাদের অধিকারও নেই, সাধ্যও নেই—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। আচ্ছা মুরারি, তুমি যে বল্‌লে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হাসিমুখে অনুমতি দিয়েছেন, এতো আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে।

মুরারি। হরিদাস, আশ্চর্য্য হবারই কথা—এই তিন জায়গায় তিন রকম ভাবে বিদায় গ্রহণ ব্যাপারটা সত্য সত্যই বড় আশ্চর্য্যকর! তুমি আমি হ'লে একই যুক্তি তিন জায়গায় দেখাতেম—কিন্তু প্রভু পূর্ণ অবতার—তাঁর লীলা বড়ই অদ্ভুত! শচীমাতা যখন বড়ই কাতর হ'লেন, অনুমতি দিতে চাহেন না, তখন প্রভু মাতৃস্নেহ দ্বারাই মাতৃস্নেহ পরাজয় করলেন।

হরিদাস। সে কি রকম?

মুরারি। মাতাকে নিতান্ত কাতর দেখে প্রভু বল্লেন—"মা, আমার যতই কষ্ট হ'ক না কেন, তোমাকে কষ্ট দিয়ে আর সন্ন্যাসী হ'ব না।" স্নেহময়ী মাতার হৃদয় অমনি গলে গেল—নিজের সুখের জন্য প্রাণের চেয়ে প্রিয় নিমাইকে কষ্ট দেবেন? এমন স্বার্থপরতা কি স্নেহময়ী মাতার পক্ষে কখন সম্ভব হয়? কখনই না—তাই তিনি নিজের কষ্ট ভুলে পুত্রের সুখের জন্য ওরূপ অনুমতি দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতিভক্তিতে পরাজিত হ'য়ে, প্রভু ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা তাঁকে ভোলালেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তা' আমাদের এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের একেবারে মুখ বন্ধ। ধন্য প্রভুর লীলা!

(সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাটোয়া—সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষ তলে কেশব ভারতীর আশ্রম।

কেশবভারতী ও নিমাই।

নিমাই। (সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক) প্রণাম।

কেশব। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে হে বাপু তুমি আমায় প্রণাম কর?

নিমাই। আমার নাম—নিমাই, আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী; আমি পূর্ব্বে আপনার চরণ দর্শন করেছি, তখন আপনি আমায় বলেছিলেন যে আমায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি। আমায় সন্ন্যাস মন্ত্র দিয়ে আমাকে ভবসাগর থেকে উদ্ধার করুন।

কেশব। হ্যাঁ, মনে পড়েছে তুমি কে? নদীয়াতে তোমার বাড়ীতে যেদিন প্রথম তোমায় দেখি, তখন তোমার অসাধারণ ভক্তি দেখে মনে হ'য়েছিল তুমি ধ্রুব বা প্রহ্লাদ। তারপর মনে দৃঢ় ধারণা হ'য়েছিল তুমি স্বয়ং ভগবান। আজ তুমি স্বয়ং আমার কাছে এসেছ—আমার বড়ই সৌভাগ্য। কিন্তু আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত। তোমার এই নবীন বয়স, তোমায় সন্ন্যাস মন্ত্র কেমন করে দিই?

নিমাই। আপনি ত প্রতিশ্রুত আছেন। কথা রক্ষা করুন।

কেশব। (স্বগতঃ) প্রতিশ্রুত আছি বটে, কি করি? কেমন ক'রে অব্যাহতি পাই।

নিমাই। কি ভাবছেন, ঠাকুর? আর বিলম্ব করবেন না। আমায় সন্ন্যাস মন্ত্র দিন।

কেশব। নিমাই, ননী রৌদ্রে রাখ্‌তে আছে কি? রাখ্‌লে যে গলে যাবে। তোমার দেহ ননীর চেয়ে কোমল—সন্ন্যাস ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম

কেমন করে সহ্য করবে? আমি সন্ন্যাসী—পুত্র-স্নেহ কাকে বলে জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখে অবধি আমার হৃদয়ে শত পুত্রের স্নেহ উথ্‌লে পড়্‌ছে। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারবো না।

(সুরধুনীতে স্নান করিবার জন্য কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষের
সেই পথে প্রবেশ। নিমাই ও কেশবকে দেখিয়া
সেই স্থানে দাঁড়াইয়া উভয়ের সহিত
কথোপকথন।)

১ম পুরুষ। আহা! ঐ নবীন সাধুটী কে? দেখে যেন কোনও দেবতা বলে মনে হয়।

২য় পুরুষ। চুপ কর, শোন, কি বলে।

নিমাই। আপনি সন্ন্যাস দিতে প্রতিশ্রুত আছেন সেইজন্য আপনার কাছে এসেছি। প্রত্যাখ্যান করবেন না, দয়া ক'রে আমায় শীঘ্র সন্ন্যাস মন্ত্র দিন।

কেশব। নিমাই, তোমার বৃদ্ধা জননী আছেন, নবযৌবনা স্ত্রী আছে। তোমায় আমি সন্ন্যাস দিতে কখনই পারবো না।

১ম পুরুষ। এই কি সেই নবদ্বীপের অবতার নিমাই? আমি ত দেখেই বলেছিলেম এ কোনও দেবতা হবে।

২য় পুরুষ। বুড়ো মা বেঁচে, যুবতী স্ত্রী বেঁচে—এমন সুন্দর দেহ, এই নবীন বয়স—একেও সন্ন্যাস দেয়? দিওনা ঠাকুর, কখনও দিওনা—অধর্ম্ম হবে।

জনৈক স্ত্রীলোক। আচ্ছা বাছা, এই বয়সে সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্চ কেন? মা আর পরিবার কি যত্ন করে না? কেমন মা? আর পরিবারই বা কেমন?

৩য় পুরুষ। আহা! এই ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্ছে কেন? বুক ফেটে যাচ্চে কেন? একে কখনই সন্ন্যাসী হ'তে দেওয়া হ'বে না।

নিমাই। (লোকদিগের প্রতি) তোমরা আমার বাবা ও মা, কারণ—তোমাদের আমার প্রতি সেইরূপ স্নেহ রয়েছে দেখ্ছি। তোমাদের আমি মিনতি করছি, আমায় সন্ন্যাসী হ'তে বাধা দিও না—সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হও—মা বাপের কাজ কর।

জনৈক স্ত্রী। আহা! বাছার কথা কি মিষ্টি! শুন্‌লে প্রাণ ফেটে যায়—আমাদের মা বাপ ব'লে সম্বোধন ক'রছে। বাবা, কি আর বল্‌বো, আমি আমার নিজের ছেলেকে বরং সন্ন্যাসী হতে অনুমতি দিতে পারি, তবু তোমায় সন্ন্যাসী হতে কিছুতেই অনুমতি দিতে পারবো না।

নিমাই। মা, তোমার অসীম স্নেহ। আচ্ছা মা, তুমি তোমার নিজের ছেলেকে যদি অনুমতি দিতে পার, আমাকে নিজের ছেলে মনে ক'রে অনুমতি দাও না কেন মা? আমাকে পরের ছেলে ভাব কেন মা?

জনৈক স্ত্রী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ও মা কি বল্‌তে কি বলে ফেল্লুম—আমার মরণ হ'ল না কেন? ওগো, তোমরা সকলে মিলে বলনা গো—আমি যে স্ত্রীলোক, আমার কি অত বুদ্ধি শুদ্ধি আছে? বাছাকে দেখে, আর তার কথা শুনে, সত্যি তাকে আর পরের ছেলে বলে মনে হচ্চে না—মনে হচ্চে আমার নিজের ছেলের চেয়ে বেশী আদরের।

২য় পুরুষ। কেশব ঠাকুর! আপনি জ্ঞানী, আপনাকে আর আমরা কি বল্‌বো—এই নিবেদন—কখনই এই যুবকের কথা শুন্‌বেন না। (জনান্তিকে) আমরা থাক্‌তে, শুন্‌তে দোব না—"প্রহারেণ ধনঞ্জয়" করে দোব, তা'তে আমাদের যা হয় হ'ক।

(বেগে মুকুন্দ ও আর দুই ভক্তের প্রবেশ)

মুকুন্দ। এই যে! প্রভু এখানে! আমাদের দৌড়ে দৌড়ে আসা সার্থক হয়েছে।

নিমাই। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে। তোমরা আমার হ'য়ে একটু বল। এঁদের বল, আমার মা ও স্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন।

জনৈক স্ত্রী। অঁ্যা? মা ও স্ত্রী অনুমতি দিয়েছে? কেমন মা? কেমন স্ত্রী? কোন্ প্রাণে এমন সোণার চাঁদকে সন্ন্যাসী হতে অনুমতি দিলে?

কেশব। নিমাই! বোধ হয় তোমার জননী ও স্ত্রী জানেন না যে সন্ন্যাস আশ্রম কত কঠোর ও কঠিন। তাই বোধ হয় অনুমতি দিয়ে থাকবেন। নিমাই, আমার হৃদয়ের কথা বলি শোন—তুমি শুধু তোমার আত্মীয় স্বজনের নও, সকলেরই অতি আদর ও যত্নের সামগ্রী—দেখনা কেন, এই কাটোয়ার স্ত্রী পুরুষগণ তোমায় ত কখনও দেখেনি—কিন্তু দেখবামাত্র স্নানে যাওয়া বন্ধ করে, তোমায় সন্ন্যাসী হ'তে বারণ ক'রছে। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোকের অঙ্গের চেয়ে কোমল—দুঃখ কষ্ট কা'কে বলে তুমি জান না।

নিমাই। ঠাকুর, কৃষ্ণ বিহনে যত দুঃখ পাচ্ছি তা' যদি আপনি বুঝতে পারতেন, ত'হলে আমায় সন্ন্যাস দিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতেন না। ঠাকুর, আমি আপনাকে মিনতি করে বলছি, আমায় শীঘ্র সন্ন্যাস দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিন, আমি আমার প্রাণের সখা কৃষ্ণকে দেখে আসি। কৃষ্ণ বিহনে আমার প্রাণ জ্বলে গেল—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কোথা তুমি?—যাই, যাই আর বিলম্ব সয় না। (গমনোদ্যত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল—মুখে জল দাও, বাতাস কর।

মুরারি। ও সকলে প্রভুর চৈতন্য হবে না। তোমরা সকলে হরিনাম কর, তা'হলে প্রভুর জ্ঞান ফিরে আসবে। (সকলে স্বরে—"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

নিমাই। (সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল (উঠিয়া নৃত্য ও সকলে হরিবোল বলিয়া নৃত্য)

নিমাই ও সকলের—

গীত।

হৃদয়-রাসমন্দিরে দয়া ক'রে এস হরি।
মোহের আঁধার নাশ জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরি॥
(মদনমোহন রূপ হেরে প্রাণ শীতল করি)
দাঁড়াও বঙ্কিমঠামে,　　কিশোরীরে ল'য়ে বামে
হেরিয়ে যুগল রূপ জীবন সফল করি॥
(শ্যাম অঙ্গে সোণার আভা হেরিব নয়ন ভরি)
বাজাও মোহন বাঁশী,　　অধরে মধুর হাসি
ভব-ভয় মোহ নাশি' বাজাও প্রাণে বাঁশরী॥
(সে মধুর ধ্বনি শুনি', সকল ব্যথা পাশরি)
প্রেমের হরি প্রেমে বাঁধা,　　তাই তোমায় পেলেন রাধা
প্রেম ভরে ডাকে যে জন সদয় তারে শ্রীহরি,
(আত্মহারা সে প্রেম মোরা পাব গো কেমন করি।)

মুরারি। কাটোয়া যে নদে হ'য়ে দাঁড়াল। ধন্য কাটোয়াবাসিগণ! ধন্য প্রভুর মহিমা!

কেশব। (স্বগত) নিমাই ভগবান—না, ধ্রুব প্রহ্লাদের মত একজন ভক্ত—কিছুই বুঝতে পারছিনে। ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং ভগবান, তাই জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় নিতে পেরেছিলেন। তবে আমি ভগবানের ইচ্ছায় বাধা দেবো কেমন ক'রে? (প্রকাশ্যে) নিমাই, তোমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা আমার নাই, অধিকারও নাই। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। কিন্তু তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমায় গুরু বল্‌বে। আমি জগৎ গুরুর

গুরু হ'ব কোন সাহসে? তা'তে আমার অপরাধ হবে, পতন হবে—তখন তোমাকে আমার ভবসাগরের কাণ্ডারী হ'তে হবে—দেখো যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়।

নিমাই। আমি সামান্য দীন হীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আমায় অত বাড়াচ্চেন কেন ঠাকুর? আমায় যে সন্ন্যাস দিতে সম্মত হয়েছেন এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।

সকলে। কেশব ঠাকুর! আমাদের সকলের অনুরোধ, ওঁকে সন্ন্যাস দিবেন না।

নিমাই। তোমরা কেন বাধা দিচ্চ? আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর্‌তে যাচ্চি, তাতে সুখ বই দুঃখ কোথা? মা সকল ও বাবা সকল, তোমরা কি পাগল হ'লে? আমায় স্নেহ ক'রতে গিয়ে আমার অমঙ্গল করা কি তোমাদের উচিত?

সকলে। না, না, তোমার অমঙ্গল ইচ্ছা করতে পারে এমন লোক কেউ আছে? বাবা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, আর আমরা বাধা দিব না—কিন্তু আমাদের ওপর যেন কৃপা থাকে, তোমার ঐ মধুর মূর্ত্তি সর্ব্বদা যেন আমাদের হৃদয়ে আঁকা থাকে।

জনৈক স্ত্রী। ওমা, পুরুষগুলো এত নিষ্ঠুর, স্বচ্ছন্দে বাছাকে সন্ন্যাসী হ'তে অনুমতি দিলে, শরীরে একটু মায়া দয়া নেই গো!

নিমাই। মা।

জনৈক স্ত্রী। থাক্ বাছা, ঢের হয়েছে, আর মা ব'লে মায়া বাড়াস্‌নে—আমি কেন মর্‌তে আজ সুরধুনীতে স্নান করতে এসেছিলেম—বাছা একদিন একদণ্ডের জন্যে মা ব'লে চিরকালের জন্য আমার প্রাণে দাগা দিয়ে গেলি—কেন মা ব'লে ডাক্‌লি? কেন রাক্ষসী বলে মেরে তাড়িয়ে দিলি নী বাবা? (প্রস্থান)।

নিমাই। ধন্য স্নেহ!—যে পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করতে পারে, সে শুধু জননী নয়—বিশ্ব জননী।

(একজন বালকের সহিত একজন অন্ধ
বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। কই, কই, কই সে? সমস্ত কাটোয়ার লোকের মুখে যার নাম, যাকে দেখ্‌বার জন্যে সকলে ছুটোছুটী করছে, সে সোণার গৌরাঙ্গ কই?

বালক। ওই যে, ওখানে বসে রয়েছে। ঠাকু'মা, তোঁর চোখ নেই তুই তা'কে দেখ্‌তে এলি কি ব'লে?

বৃদ্ধা। চোখ নেই, কাণ ত আছে—তার কথাও ত শুন্‌তে পাব? কই বাবা, কই তুমি?

নিমাই। (উঠিয়া গিয়া) নিমাইকে খুঁজচো? এই যে মা আমি! নিমাইকে দেখ্‌বার জন্য তুমি এত কষ্ট ক'রে কেন এলে মা?

বৃদ্ধা। আহা! কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বাবা দেখ্‌বো ব'লে আসিনি, তোমার কথা শুন্‌বো বলে এসেছি, দেখবার পথ ভগবান আজ দশ বচ্ছর বন্ধ করেছেন, দশ বচ্ছর চোখে ছানি পড়ে একেবারে কাণা হয়ে গেছি বাপ্। ভাগ্যে কাণের মাথা এখনও খাইনি তাই তোমার কথা শুনে প্রাণ জুড়োলো।

নিমাই। (বৃদ্ধার চোখে হাত দিয়া) দেখি মা তোমার চোখ কি রকম খারাপ হয়েছে।

বৃদ্ধা। এ কি! কে তুই বাপ্, সত্যিই তুই ভগবান—আমার দশ বচ্ছরের কাণা চোখ ছোঁবামাত্র ভাল করে দিলি—আহা কি রূপ! আমার জন্ম সার্থক হল—পায়ের ধুলো মাথায় দে বাবা। (পায়ের ধুলা গ্রহণ করিতে উদ্যোগ)।

নিমাই। (বাধা দিয়া) কর কি মা? মা হ'য়ে ছেলের পায়ের ধূলা নাও কেন মা? এ অধমকে দেখবার জন্য তোমার এত সাধ হয়েছিল, তাই ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। মা, একবার হরি বল?

সকলে। হরি হরি বোল! জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়।

কেশব। নিমাই, বুঝলেম তুমি পূর্ণ অবতার। তুমি জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করালে, সেই জন্য কেবল তোমায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামে দীক্ষা দিব। যার স্পর্শমাত্রে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি হয়, তাকে দীক্ষা দিয়ে অনায়াসে ভব সমুদ্র পার হ'ব—আর ভাবনা নাই।

সকলে। জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়। হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নদীয়া—শচীদেবীর কক্ষ।

নিমায়ের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন সম্মুখে রাখিয়া

শচীদেবী।

শচী। নিমাই এখনও এল না কেন? ভাত শুকিয়ে যাচ্ছে যে!

(রাখাল বালকের প্রবেশ)।

রাখাল। এই যে মা আমি এসেছি—কই আমার ভাত কই? দে—বড় খিদে পেয়েছে, দে খাই।

শচী। এই যে বাবা, তো'র জন্য ভাত ব্যঞ্জন বেড়ে রেখেছি। খাও বাবা, আমি বাতাস করি।

(পাখা লইয়া ব্যজন ও রাখাল বালকের ভোজন

বাবা, তুই এখন কোথায় থাকিস্, কে তোকে রেঁধে দেয়, কি খেতে দেয় ?

রাখাল। আমার থাকবার ভাবনা নেই, আমি সব জায়গাতেই থাকি, রেঁধে অনেকে দেয়, কিন্তু মা তোর হাতের রান্না খেতে আমার যেমন ভাল লাগে, আর কারোর হাতের রান্না আমার তেমন ভাল লাগে না। আমায় অনেকে অনেক জিনিষ খেতে দেয়, ক্ষীর, শর, ননী, পরমান্ন, আরও কত কি ? কিন্তু মা তো'র হাতের মোচার ঘণ্ট আমার যেমন ভাল লাগে তেমন আর কিছুই ভাল লাগে না।

শচী। (আনন্দের সহিত) সেই জন্যেই ত বাবা নিজে হাতে তো'র জন্যে মোচার ঘণ্ট রেঁধে রেখেছি, খা বাবা মোচার ঘণ্ট দিয়ে আর চারটি ভাত খা।

রাখাল। না মা, আর খাব না পেট ভরে গেছে। তা'ছাড়া জন কয়েক মাগী লুকিয়ে লুকিয়ে আমার খাওয়া দেখ্‌ছে।

শচী। তা' দেখ্‌লেই বা, তা'তে কি হয়েছে ? তা'রা আমার কথা বিশ্বাস করে না, যে তুই রোজ এসে আমার হাতের রান্না খেয়ে যাস্, তাই বোধ হয় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌ছে। আমায় দেখাতে বলেছিল বটে। তা' তা'দের দেখা দেনা কেন বাবা।

রাখাল। না মা, তাদের দেখা দোবো না—তারা আমায় তো'র মত ভালবাসে না—যদি বাস্‌তো, তা' হ'লে দিতাম। এখন আমি চল্লাম মা। একটা কথা বলে রাখি, আমার খাবার সময়ে আর কাউকে এখানে আস্‌তে দিবিনি, তা'হলে আমি আর আসব না। (প্রস্থান)।

(প্রতিবেশিনীদিগের প্রবেশ)।

১ম প্র। দিদি, তুমি যে বল্‌তে নিমাই এসে রোজ তোমার হাতের রান্না খেয়ে যায়। আমাদের কাছে অমন মিথ্যা কথা বলা উচিত কি দিদি? মিথ্যা কথা আমি অমন সাত জন্ম কখনও বলিনি। তবে সংসারে থাক্‌তে গেলে অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বল্‌তে হয়—না বল্লে চলে না, তাই দায়ে পড়ে রোজ দু দশটা মিথ্যা কথা বল্‌তে হয় বটে, পাপ ধুয়ে যাবে বলে সেইজন্যেই রোজ ডুব দিয়ে গঙ্গাচ্চান করি।

শচী। মিথ্যে কথা বল্‌তে যাব কেন বোন, এইত নিমাই খেয়ে চলে গেল—বাছার আজ ভাল ক'রে খাওয়া হ'ল না, বল্লে "জন কয়েক মাগী লুকিয়ে লুকিয়ে আমার খাওয়া দেখ্‌ছে, আমি এখন যাই।"

২য় প্র। তা'ত বল্‌বেই, ধরা পড়েছে কিনা। দিদি তোমার চোখও খারাপ হয়ে গেছে, নিমাই নিমাই ক'রে মাথাও খারাপ হ'য়ে গেছে—একটা ছোট ছোঁড়া, রাখাল রাখাল চেহারা—মাঠে গরু চরাতে চরাতে খিদে পায়, তোমার কাছে এসে নিমাই ব'লে পরিচয় দিয়ে বেশ ক'রে খেয়ে চলে যায়। তবে ছোঁড়াটা খুব চালাক স্বীকার করতে হবে—আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেম, জান্‌তে পারলে কেমন করে?

১ম প্র। নিমাইকে যে ভুতে পেয়েছে না—সেই ভুতটাই এখন রাখাল বালক সেজে দিদির চোখে ধুলো দিয়ে খেয়ে যায়। আমি ত তখনি বলেছিলেম, দিদি ভুত ছাড়াও, তা শুন্‌লে না—কি করবো বল। এখনও সময় আছে, এখনও স্বস্ত্যেন টস্তেন কর, ভুত ছাড়তে পারে।

৩য় প্র। যতই কর, গেরো বেগুনি না কাট্‌লে আর নিস্তার নেই। দিদি, তুমি ত এক রকম পাগল হ'য়ে গেছ, বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। নইলে কোথাকার একটা ছোঁড়াকে নিমাই ব'লে

খাওয়াও। তা তোমারই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আমাদের ত আর যায়নি, তাই তোমার ভালর জন্যেই বল্‌তে আসি, শোন আর নাই শোন।

শচী। তোমরা কি বল্‌ছো? তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি। তোমাদের মিনতি করে বল্‌ছি, আর নিমায়ের খাবার সময় এখানে এসো না, বা লুকিয়ে লুকিয়ে তা'র খাওয়া দেখো না। আহা! বাছার আমার আজ খাওয়া হল না—আধ পেটা খেয়ে চলে গেল। মোচার ঘণ্টটা সব খেয়েছে—নিমাই আমার মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাসে।

২য় প্র। একেবারে বদ্ধ পাগল হ'য়ে গেছে। আহা! তা হবারই কথা।

১ম প্র। পাগল হ'তে যাবে কেন? ওসব ভিরকুটি—দেখ্‌লে না বলা হ'ল, নিমায়ের খাবারের সময় আমরা যেন না আসি। কেন, আমরা কি ডাইনি নাকি, যে ওর ছেলের খাওয়াতে নজর দোবো?—চল্ ভাই আমরা যাই—এমন জায়গায় আর আস্‌বো না—ওর ভালর জন্যই আমরা আসি, নইলে আমাদের কি এমন মাথা ব্যথা। আমাদের কথা ত শুনবে না, তার ফল ভোগ করুক।

(প্রস্থান)।

শচী। বাছার আমার ভাল করে খাওয়া হ'ল না—আমার হাতের রান্না খেতে নিমাই বরাবরই ভালবাসে—এখন সন্ন্যাসী হয়েছে—তবু আমার হাতের রান্না ভোলেনি। বৌমা—

(ভিতর হইতে—"যাই মা")

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)।

বিষ্ণু। মা ডাকছেন?

শচী। হ্যাঁ মা। আজ বাছার ভাল ক'রে খাওয়া হ'ল না—অনেক ভাত পড়ে রইল—তুমি এই প্রসাদ খেয়ো।

(প্রস্থান)।

বিষ্ণু। মা একেবারে পাগল হয়ে গেছেন—দিনরাত তাঁর কথাই ভাবেন। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা—কে রোজ রোজ এসে অন্ন ব্যঞ্জন খেয়ে যায়? তিনি ত এখন অনেক দূরে—তিনি কেমন করে এসে রোজ খেয়ে যাবেন? অসম্ভবই বা কি? তিনি যে ইচ্ছাময়! যিনি ইচ্ছামাত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ'রে আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি কি আর মায়ের স্নেহের টানে অন্যরূপ ধ'রে এসে মাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন—তাই এ প্রসাদ আমার মুখে অমৃতের মত লাগে। প্রভু, মাকে যেমন দর্শন দাও, আমাকে দাও না কেন? না, তা কেমন করে দেবেন, তিনি এখন সন্ন্যাসী—স্ত্রীর মুখ দেখ্‌তে নাই। দর্শন নাই দাও প্রভু, হৃদয়ে তোমার মূর্ত্তি আঁকা রয়েছে—চিরদিন যেন থাকে।

(প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:o:—

প্রথম দৃশ্য।

নীলাচলের পথ।

একপার্শ্বে এক রজক কাপড় কাচিতেছে ও
সন্ন্যাসীবেশে বিভোর ভাবে
নিমাই ও ভক্তগণ।

১ম। প্রভু, বিভোর ভাবে রজকের দিকে যাচ্চেন কেন?

নিমাই। (রজকের নিকট গিয়া) ভাই, একবার হরি বল।

রজক। (মুখ না তুলিয়া স্বগত) গতিক বড় ভাল নয়, প্রথমেই একেবারে "ভাই" ব'লে ডাকা, খানিক আলাপ পরিচয়ের পর নিশ্চয়ই হবো "শালা"! সাধুর কোনও মতলব আছে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভিক্ষা চাইবে। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর আমি গরীব, ভিক্ষা টিক্ষা দিতে পারবো না, অন্য জায়গায় দেখ।

নিমাই। ভাই, তোমায় কিছু ভিক্ষা দিতে হ'বে না, তুমি শুধু একবার হরি বল।

রজক। (মুখ না তুলিয়া স্বগত) না, গতিক বড় ভাল নয়—নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে, নইলে আমায় হরি বলিয়ে ওর লাভ কি? (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, আমি কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, ওসব আমার সইবে না।

নিমাই। সে কি! হরিনাম সইবে না? হরিনাম যে সব রোগের ঔষধ, একবার হরি বল ভাই।

রজক। (মুখ না তুলিয়া স্বগত) এযে নাছোড়বান্দা দেখ্‌ছি, কিছুতেই ছাড়ে না। (প্রকাশ্যে) বলি ঠাকুর, আমার তো আর কোনও অসুখ করেনি যে ওষুধ খেতে যাব। যখন অসুখ হ'বে তখন না হয় খাওয়া যাবে।

নিমাই। ভাই, হরিনামে তোমার ভবব্যাধি মুক্তি হবে।

রজক। (মুখ না তুলিয়া কাপড় কাচিতে কাচিতে) ওসব ভবব্যাধি টবব্যাধি আমার নেই—আমার ব্যাধির মধ্যে একটা আছে—এই নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন হ'লে একটু চাপাচাপি খাওয়া হ'য়েই থাকে, তাইতে একটু গর হজম হয়। তা' নেমন্তন্নই কি আর রোজ রোজ জুট্‌ছে!

নিমাই। ভাই, হরি বল্‌তে তো পয়সা খরচ নেই, তবে বল্‌বে না কেন?

রজক। (মুখ না তুলিয়া) ঠাকুর, বলেছি তো, আমি কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, এখন যদি আমি হরিবোলা হই, তা'হলে আমার ছেলে পিলেরা উপোস করে মর্‌বে। তোমাদের মত ভিক্ষা মেগে খেতে হবে তো? তখন কি আর ধোপার কাজ করবে, কাপড় কেচে খাবে?

নিমাই। মুখে একবার হরি বল্‌বে, তা'তে আপত্তি করছো কেন? এতক্ষণ যত কথা বল্‌লে একবার হরি বল্‌তে কি তার চেয়ে বেশী সময় নষ্ট হ'ত?

রজক। (স্বগত) মতলব কি? এ চায় কি? এত জেদ্ কেন? নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে—না হরি বলা হবে না, কি জানি কিসে কি হয়। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! তোমাদের কাজ কর্ম্ম নেই, খেটে

খেতে হয় না, তোমরা ওসব পার। আমাদের খেটে খেতে হয়, ওসব নাম টাম কর্‌লে আমাদের কাজের ক্ষেতি হ'বে।

নিমাই। আচ্ছা ভাই, তুমি যদি দুই কাজ এক সঙ্গে না করতে পার, তবে তোমার কাপড় আমাকে দাও, আমি কাচি। তুমি একবার হরি বল।

রজক। (স্বগত) বলে কি? আমার কাপড় কাচ্‌বে? লোকটা পাগল নাকি? খুব সাবধান হওয়া দরকার। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্বগত) এ কি! এই সন্ন্যাসী ঠাকুরটী কে? এ রকম মধুর চেহারাতো আমি কখনও দেখি নি। (প্রকাশ্যে একটু নম্রভাবে) ঠাকুর তোমায় কাপড় কাচতে হবে না, আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তুমি ভাল ক'রে খুলে বল আমায় কি করতে হ'বে? বল, আমায় কি বল্‌তে হবে?

নিমাই। একবার বল—(সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

রজক। (সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। (রজককে আলিঙ্গন করিয়া) আবার বল। (হরিবোল, হরিবোল বলিয়া উভয়ের নৃত্য ও নিমায়ের ভক্তগণ সহ তথা হইতে প্রস্থান)।

রজক। সন্ন্যাসী ঠাকুর গা ছুঁয়ে গিয়ে আমায় কি যাদু ক'রে গেল, আমি যে আর থাকতে পারছি নে, খালি হরিবোল ব'লে নাচ্‌তে ইচ্ছা করছে। (উন্মত্তের ন্যায় তথাকরণ)।

(আহার্য্য লইয়া রজকের স্ত্রীর প্রবেশ।)

রজক স্ত্রী। ওমা একি? মিন্‌সের হ'ল কি? ও তো নেশা ভাঙ্গ করে না, তবে এমন হল কেন? বলি ও মিন্‌সে, তোর হ'ল কি?

তুই কাপড় কাচা ছেড়ে নাচ্‌তে আরম্ভ করলি ? তুই আবার নাচ্‌তে শিখ্‌লি কবে ? নে ওসব রেখে দে, এই ভাত এনেছি খা। এ কি, শোনে না যে—কথা কাণে যায় না। কি হ'ল ? ভূতে পেলে নাকি ? (চীৎকার করিয়া) ওগো আমার কি হ'ল গো, কে কোথায় আছ দেখে যাও গো।

(জনকয়েক প্রতিবেশীর প্রবেশ)।

সকলে। কি কি, হয়েছে কি ?

রজক স্ত্রী। ঐ দেখগো আমার সোয়ামীকে ভূতে পেয়েছে।

১ম প্রতি। অঁ্যা, ভূতে পেয়েছে ? দিনের বেলায় ভূত ? রাম, রাম।

২য় প্র। আরে না না। নেশা টেশা ক'রে ওই রকম করছে, দেখ্‌ছো মুখ দিয়ে লাল পড়ছে। (ধরিতে উদ্যত)।

১ম প্র। আরে ভায়া কর কি ? কাছে যেতে আছে ? ভূতে পাওয়ারই লক্ষণ বটে, একজন ওঝা ডেকে আনা দরকার।

২য় প্র। আমি ভূত টুত্‌ মানিনি, এই দেখ আমি ওকে ধরে ঠাণ্ডা করে দিচ্চি। (রজককে ধারণ ও রজকের তাহাকে আলিঙ্গন)

(উভয়ে হরিবোল ব'লে নৃত্য আরম্ভ।)

১ম প্র। যা বলেছিলেম তাই হ'ল। একটা ছিল দুটা হ'ল, এখনও শিগ্‌গীর ওঝা ডেকে আন। আমিই যাই, এই কাছেই রামা ওঝা থাকে তাকে ডেকে আনিগে। (প্রস্থান)।

রজক-স্ত্রী। ওগো যা হয় করগো—আমি কি করবো গো—বলি ও মিন্‌সে, রঙ্গ রাখ্‌, ভাত খা, খেয়ে কাপড়গুলো কাচ্‌, গরীব মানুষ, অমন ধেই ধেই ক'রে নাচলে চল্‌বে কেমন করে।

২য় প্র। ভূত টুত্‌ নয়, আমার বোধ হয় গাঁজা খেয়ে পাগল হ'য়ে গেছে।

রজক-স্ত্রী। না গো, ও নেশা ভাঙ্ মোটেই করে না, আমি আজ বিশ বচ্ছর ওকে নিয়ে ঘর করছি গো, আমি ওকে বেশ জানি, ও নেশা ভাঙ্ করে না, ওকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে—ওই পুকুর ধারে একটা বেলগাছ আছে—আমি জানি সেখানে বেম্মদত্যি থাকে, কতবার ওকে বারণ করেছি বেলতলা দিয়ে যাস্‌নে—কথা শোনে কি ?

(রামা ওঝাকে লইয়া প্রথম প্রতিবেশীর প্রবেশ)।

১ম প্র। ওই দেখ—কাপড় কাচা গেল, নাচের ধূম একবার দেখ—ওকে ছাড়াতে গিয়ে আমাদের পদ্মলোচনের রকমটা দেখ—ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

রামা। তুজনের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াতে তুখানা কাপড় আর তুটো টাকা নেবো—দেখ পার ত বল ?

রজক-স্ত্রী। হ্যাগো পারবো—তুখানা কাপড় বইত নয়—বাবুদের বাড়ীর তুকুড়ি কাপড় আমাদের কাছে আছে, তাই থেকে তুখানা দোবো—আরও তুএক খানা বেচে তুটো টাকা দোবো। বল্লেই হবে কাপড় হারিয়ে গেছে।

রামা। তবে আরম্ভ করি—(মন্ত্র পাঠ)

সরষে, হলুদ, লঙ্কা বেটে
ব্যাঙের তুটো ঠ্যাং কেটে
সাপের বিষে রসুই করে
রেখেছি এই সরায় ধরে ;
ভালয় ভালয় ছাড়বি তো ছাড়্
খাইয়ে নয়ত করবো সাবাড়্।
পঞ্চানন্দের হুকুম—ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্—

২য় প্র। কইরে রামা—কিছুইত হ'ল না?

রামা। তাইত দেখ্‌ছি—আমার বোধ হয় এ হিঁদু ভূত নয়—তা' হলে পঞ্চানন্দের হুকুম নিশ্চয়ই মান্‌তো। এ বোধ হয় কোন মুসলমান ভূত। আচ্ছা তারও ওষুধ আমার কাছে আছে—মানিক পীরের নাম কল্লেই ছাড়তে হ'বে—

ছাড়্, ছাড়্, ছাড়্,
ভাঙ্গবো তোর হাড়্।
মাণিক পীরের হুকুম,
যাবি তো যা নয়ত হবি খুন—

না—এ বড় জবর ভূত দেখ্‌ছি—এই মাগী তুই একটা হাত ধর, আমি একটা হাত ধরি, ধ'রে এই ওষুধটা খাইয়ে দিই। (তথাকরণ এবং রজককে স্পর্শ করিবা মাত্র উভয়ের হরিবোল বলিয়া নৃত্য)।

১ম প্র। ওরে বাবারে—ওঝারই ঘাড়ে ভূত চাপ্‌লো যে—পালা পালা, আর রক্ষে নেই।

(পলায়ন)।

(দুইজন দস্যুর প্রবেশ)।

১ম। এই পথ দিয়ে একদল যাত্রী যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি—একটা নেড়া বৈরিগী সব আগে—তা'র পিছনে পাঁচ ছ'জন নেড়া ঝুলি কাঁধে। শ্রীক্ষেত্র যাচ্চে সন্দেহ নেই—তীর্থ করতে যাচ্চে, সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক টাকা আছে।

২য়। তা'ত আছে জানি, তবে তারা গেল কোথায়? এরা কে? পাগল না কি, সঙ্গে একটা মাগী নাচ্‌চে—ব্যাপার খানা কি?

১ম। ও বেটাদের কাছে টাকা কড়ি নিশ্চয়ই আছে—আমার বোধ হয় ওরাই সেই বোষ্টমগুলোর টাকাকড়ি লুট করেছে। তাই আমাদের দেখে, পাছে ধরা পড়ে সেই জন্যে ন্যাকা সেজে হরিবোল বলে নাচ্‌ছে। ও সব ন্যাকামিতে ভুল্‌চিনি, বাছাধন—কি আছে বার কর, নইলে ঠেঙ্গিয়ে মাথা ভেঙ্গে দোবো। (সকলের পূর্ব্ববৎ নৃত্য) এখনও ভণ্ডামি ছাড়বিনি? (দুইজন দস্যু তাহাদের হাত ধরিবামাত্র তাহাদের "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য।)

(নাচিতে নাচিতে সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহ।

বাসু। কি করি? সন্ন্যাসীর এখনও জ্ঞান হ'ল না? এই তপ্ত-কাঞ্চনবৎ, গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীটি কে? কি মধুর মূর্ত্তি! সংসারে বোধ হয় দারুণ মনোকষ্ট পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে।

(বহির্দ্দেশ হইতে)

সার্ব্বভৌম মহাশয়, আমাদের প্রভুকে আপনি এনেছেন, আমাদের একবার তাঁকে দেখ্‌তে অনুমতি দিন।

বাসু। এরা বোধ হয় এই সন্ন্যাসীর চেলা হবে—আঃ বাঁচা গেল—আসুন ভিতরে।

নিতাই ও অন্যান্য ভক্তগণের
প্রবেশ।

নিতাই। কই, কই, আমাদের প্রভু কই? আহা এখনও চেতনা হয় নি।

বাসু। তোমাদের প্রভু যে এখানে, তোমরা জান্‌লে কি ক'রে।

নিতাই। আমরা এক সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনের জন্য আসছিলেম, কিন্তু প্রভু উন্মত্তের ন্যায় ছুটে ছুটে এলেন, কাজেই আমরা পিছিয়ে পড়েছিলেম। আমরা জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারে এসে দেখি অনেক লোক জমা হয়েছে, আর তা'দের কাছেই শুনলেম যে আপনিই আজ তাঁ'কে রক্ষা করেছেন—সে কথা পরে শুন্‌বো। এখন আগে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করা আবশ্যক।

বাসু। দেখ, তোমরা যদি পার চেষ্টা কর, আমি তো অনেক চেষ্টা করেও পারি নি।

নিতাই। প্রভুর অন্য কোনও রকমে চেতনা হ'বে না, আমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করলেই প্রভুর চেতনা হবে।

(তথাকরণ ও নিমায়ের চৈতন্য লাভ)।

নিমাই। (ভক্তগণকে দেখিয়া) তোমরা এসেছো ভালই হয়েছে। আমি এখানে কেন? ইনি কে?

নিতাই। ইনি পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু—বিখ্যাত সর্ব্ব-শাস্ত্রবেত্তা বাসুদেব সার্ব্বভৌম—ন্যায়, দর্শন, বেদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইনি অদ্বিতীয়।

নিমাই। শুধু তাই নয়, আগে ন্যায় শিখ্‌তে ছাত্রদের মিথিলায় যেতে হ'ত, সেখানকার পণ্ডিতেরা ন্যায় শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু ন্যায়ের পুঁথি কাহাকেও দিতেন না, তাই বাঙ্গলা দেশে ন্যায় শেখ্‌বার

বড় অসুবিধা ছিল। ইনি মিথিলায় গিয়ে সমগ্র ন্যায়ের পুঁথি মুখস্থ ক'রে নিয়ে এসে নবদ্বীপে প্রথম ন্যায়ের টোল খোলেন। তার ফলে বাঙ্গালী ছাত্রদের আর এখন মিথিলায় যেতে হয় না।

নিতাই। ইনি আজ আপনাকে রক্ষা করেছেন। (বাসুদেবের প্রতি) অনুগ্রহ ক'রে বলুন কি হয়েছিল।

বাসু। তোমাদের এই সন্ন্যাসী ঠাকুরটী হঠাৎ ছুটে এসে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করেন—করেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন। অমনি চারিদিক থেকে, "মার মার" শব্দে পাণ্ডারা ছুটে এল, জগন্নাথদেবকে ছুঁয়ে দিয়েছেন। এই ভয়ানক অপরাধের জন্য তা'রা এঁকে মারতে উদ্যত হয়—আমি কোনও দিন আড়াই প্রহর বেলায় মন্দিরে থাকি না, আজ ভাগ্যক্রমে ছিলাম, তাই ক্ষিপ্তপ্রায় পাণ্ডাদের শান্ত ক'রে, তাদেরই স্কন্ধে তোমাদের প্রভুকে বহন করিয়ে আমার বাড়ীতে এনেছি। অনেক চেষ্টা ক'রেও চৈতন্য সম্পাদন করতে পারিনি। তারপর তোমরা এসে পড়লে। এ সন্ন্যাসী ঠাকুরটী কে ?

জনৈক ভক্ত। ইনি নিমাই পণ্ডিত নামে নবদ্বীপে বিখ্যাত—ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

বাসু। বটে ? বটে ? তবে তো ইনি আমার এক রকম আত্মীয়—আমার পিতা নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সমাধ্যায়ী ছিলেন—ইনি তাঁরই পুত্র। বেশ বেশ, বড়ই সুখী হলেম।

নিমাই। আমি আপনার ছাত্র ছিলেম, যদিও অতি অল্পদিনের জন্য।

বাসু। কি রকম ? আমার ছাত্র ? কই আমার ত স্মরণ হচ্চে না ?

নিমাই। না হবারই কথা। আমি গঙ্গাধরের টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা ক'রে আপনার টোলে ন্যায় শিখ্‌তে যাই, কিন্তু কোনও কারণে ন্যায় পড়া বন্ধ করতে হয়।

বাসু। ওহো স্মরণ হয়েছে, আমার প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ আমায় বলেছিল বটে, যে তাকে তুষ্ট করবার জন্য, তুমি তোমার লিখিত ন্যায়ের একখানি অমূল্য গ্রন্থ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলে। শুধু তাই নয়, ন্যায়শাস্ত্র পড়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে নিজে অল্পবয়সে টোল খুলে ছিলে। ধন্য বন্ধুত্ব—ধন্য স্বার্থত্যাগ !

নিতাই। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন—ধন, মান, বৃদ্ধা জননী ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী তরুণীভার্য্যা, সবই ত্যাগ করেছেন, ওর ত্যাগের তুলনা আছে ?

নিমাই। আপনি যে আজ আমায় রক্ষা করেছেন, তা'র জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কেননা বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর দর্শন এখনও আমার ভাগ্যে ঘটেনি, এখন যদি প্রাণ যায় তবে আমার প্রাণের সাধ মিট্‌বে না—তাই বল্‌ছি, আপনি আজ আমায় বাঁচিয়ে বড উপকার করেছেন।

বাসু। তা' যেন করলেম, কিন্তু বাপু আর ওরকম করে জগন্নাথ ছুঁতে যেও না। তোমার কি মূর্চ্ছারোগ আছে না কি ? তা' না হলে ওরকম মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লে কেন ?

নিমাই। হাঁ। গুরুদেব, আমার বায়ুরোগ আছে, তাই মাঝে মাঝে ওরকম মূর্চ্ছা হয়।

নিতাই। আপনার ওই বায়ুরোগ ব্রহ্মারও বাঞ্ছিত।

বাসু। তা' তুমি এই অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হ'লে কেন ? কে তোমায় দীক্ষা দিলে ?

নিমাই। কেশব ভারতী দয়া ক'রে আমায় দীক্ষা দিয়ে আমার কৃষ্ণ অন্বেষণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

বাসু। কেশব ভারতী বড় অন্যায় কাজ করেছে। তুমি দেখ্‌ছি কৃষ্ণভক্ত, ভক্তিমার্গ ধরে চলেছ, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়নি। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে গেলে বেদ ও বেদান্ত ভাল ক'রে পড়া আবশ্যক। বেদ পড়া যদি না হয়ে থাকে তবে আমি আনন্দের সহিত তোমায় বেদ কিছুদিন পড়াতে পারি। নিজের গর্ব্ব করতে নেই—কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী, আর উৎকলের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত বেদের ব্যাখ্যা সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ করতে পারে কিনা সন্দেহ। পেরেছিলেন—এক শঙ্করাচার্য্য।

নিমাই। ক্ষমা করবেন, বেদ আমি অধ্যয়ন করেছি, বেদের সূত্রের অর্থ আমি বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বুঝতে পারি নি।

বাসু। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বোঝা কঠিন—একটু জ্ঞান না হ'লে বোঝা যায় না—শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদী—এই যে বিশ্ব সংসার দেখ্‌ছো—এ সবই মায়া। বাপ্‌, মা, পুত্র, পরিবার আত্মীয় স্বজন—যাদের জন্য লোক সর্ব্বদা "আমার" "আমার" ক'রে মরে—সে সবই মায়া। মহামায়াবী ঈশ্বর নিজ ইচ্ছাশক্তির বা মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃজন করেছেন। কিন্তু দধি দুগ্ধ থেকে হয়, অতএব দধি দুগ্ধের বিকার। কিন্তু সর্পকে যে রজ্জুভ্রম হয় সেটা তা'র বিবর্ত্ত—জগৎটা ব্রহ্মের বিকার নয়—বিবর্ত্ত। সুতরাং জগৎ ইন্দ্রজাল সদৃশ মিথ্যা। তুমি যে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়েছ—সেও মিথ্যা—এক ব্রহ্মই সত্য, আর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম।

নিমাই। গুরুদেব, "তত্ত্বমসি" "সোহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই সকল প্রয়োগ ঔপচারিক—লোকে যেমন উপচার ক্রমে

অমাত্যকে রাজা বলে, তেমনি জীবে ও ব্রহ্মে চৈতন্য অংশে সাদৃশ্য থাকায় শ্রুতিও জীবকে ব্রহ্ম বল্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। অথবা জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক,— শ্রুতি তাই বুঝাবার জন্য জীবকে উপচারক্রমে ব্রহ্ম বলেছেন। অংশাংশী ভাব অথবা সেব্যসেবক ভাব থাক্‌লে ঐরূপ গৌণ প্রয়োগ হ'তে পারে। জীব ও ব্রহ্মে অংশাংশী ভাব অথবা সেব্য-সেবকভাব প্রতিপন্ন করাই যে শ্রুতির উদ্দেশ্য নয় তাই বা কে বলিল?

বাসু। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা বলিতেছেন—যেমন ভিন্ন ভিন্ন নদী সমুদ্র থেকে বাষ্পরূপে উত্থিত হ'য়ে সমুদ্রেই জলরূপে গমন করছে এবং সমুদ্রই হ'য়ে যাচ্চে—এই সমুদ্রগত নদীগণ যেমন জানতে পারে না যে আমি অমুক নদী,—আমি অমুক নদী, তেমনি এই সকল সৃষ্ট প্রাণী, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে জানে না, যে আমরা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হ'তে আগত হ'য়েছি। সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই ইহলোকে তাহারা ব্যাঘ্র বা সিংহ, বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক প্রভৃতি যাহা যাহা ভাবে, পুনঃ পুনঃ সেই সেইরূপ ধারণ করে। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্বাতেই এ বিশ্ব-জগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু! তত্ত্বমসি অর্থাৎ তিনিই তুমি। নিমাই ঠাকুর, এর কি উত্তর দাও? এতে কি ভগবানে ও জীবে অংশাংশী ভাব প্রতিপন্ন হয়?

নিমাই। নিশ্চয়ই। নদীর সহিত সমুদ্রের যে তুলনা করা হ'য়েছে, তা'তেই অংশাংশীভাব প্রকাশ পাচ্ছে—তারপর বলা হয়েছে—সৃষ্ট প্রাণী সেই ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে জানে না, যে আমরা

সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হ'তে আগত হ'য়েছি। একথা ত আমিও জানি—কিন্তু আমরা ব্রহ্ম হ'তে আগত হ'য়েছি, আর আমরা পূর্ণব্রহ্ম—এদুটো কথা কি এক? আমরা ব্রহ্ম হ'তে আগত হয়েছি একথা না ব'লে বল্লেইত পারতেন—আমরা ব্রহ্ম। তারপর শ্বেতকেতুর পিতা জল ও লবণের যে উপমা দিয়েছেন, তা'র দ্বারাও অংশাংশী ভাব প্রতিপন্ন হয়।

নিতাই। প্রভু, লবণ ও জলের উপমাটা কি রকম?

নিমাই। শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বুঝাচ্চেন যে জলে একখণ্ড লবণ রাখিয়া দিলে উহা যেমন গলিয়া যায় ও আর দেখা যায় না, অথচ ঐ জল আস্বাদন ক'রলে জানা যায় যে উহাতে লবণ আছে, সেইরূপ সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে এই দেহে দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু তিনি ইহাতে নিশ্চয়ই আছেন।

বাসু। এ কথা কি অস্বীকার কর?

নিমাই। নিশ্চয়ই না, আমিও তা স্বীকার করি। তবে আপনাতে আর আমাতে প্রভেদ এই যে, আপনি জীবকে পূর্ণব্রহ্ম ব'লে স্বীকার করেন, আমি তাহাকে ব্রহ্মের অংশ ব'লে স্বীকার করি—আর এই লবণের উপমা, আমার মতই পোষণ করে।

বাসু। কি রকম?

নিমাই। এক পাত্র জলে এক খণ্ড লবণ ফেলে দিলে গ'লে যায় বটে, তাহা আর দেখা যায় না সত্য কিন্তু ঐ পাত্রে অধিক পরিমাণ লবণ ফেলে দিলে তা'র কতক অংশ গ'লে যায়, বাকি গলে না, তলায় প'ড়ে থাকে এবং তাহা বেশ দেখা যায়। এর দ্বারা এই প্রমাণ হয়, জীবে ব্রহ্মের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আছে, পূর্ণমাত্রায় থাকলে জলে অতিরিক্ত লবণের ন্যায় প্রকাশ পাইত, পূর্ণমাত্রায় নাই। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ,—পূর্ণব্রহ্ম নয়।

বাসু। তোমার এ ব্যাখ্যা একটু নূতন ধরণের বটে।

নিমাই। শঙ্করের ব্যাখ্যায় প্রাণের তৃপ্তি হয় না—বরং অহঙ্কার ও অশান্তি বৃদ্ধি হয়—সে ব্যাখ্যায় সসীম জীবকে অসীম ভগবান্ ক'রে জীবকে বাড়ান হয় বটে, কিন্তু ভগবানকে কমান হয়। ও ব্যাখ্যায় ভগবদ্ভক্তি থাকে না—আমার শ্রীকৃষ্ণও থাকেন না। সখ্যভাবে, বা দাস্যভাবে, বা বাৎসল্যভাবে, কিম্বা কান্ত-কান্তাভাবে—কোনও ভাবেই ভগবানের উপাসনা বা আরাধনা থাকে না।

বাসু। তুমি বল কি? শঙ্করাচার্য্যের ভুল ধর, তোমার সাহস ত বড় কম নয়?

নিমাই। শঙ্করাচার্য্যের ভুল ধরবার ইচ্ছাও আমার নাই, ক্ষমতাও নাই। তবে তাঁ'র ভাষ্য গ্রহণ করা না করা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সাপেক্ষ। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌধায়ন মুনি ও পাণিনির গুরু, আচার্য্য উপবর্ষ ও আধুনিক কালের রামানুজ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন—ইহা রামানুজের ভাষ্যেই জানা যায়।

নিতাই। প্রভু! অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এই কঠিন কথাগুলির মানে কি বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দেবেন কি?

নিমাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম এক—ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত, এই তিনটী ভেদের কোনটীই নাই। ইহার নাম অদ্বৈতবাদ।

নিতাই। প্রভু, স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ ক'কে বলে বুঝলেম না।

নিমাই। গাছ এক জাতীয় বস্তু। কিন্তু গাছ আবার কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আছে, যথা,—আমগাছ, কাঁঠালগাছ, ইত্যাদি—ইহার

নাম স্বজাতীয় ভেদ। কিন্তু গাছ, পশু বা পক্ষী হইতে ভিন্ন—ইহার নাম বিজাতীয় ভেদ। আর, গাছ এক—কিন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি নানা ভেদ আছে—ইহাকে বলে স্বগত ভেদ। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার জীব ও জগৎ প্রভৃতি নানা প্রভেদ আছে। আম্র বৃক্ষ হ'তে উৎপন্ন আম্রফলকে যেমন আম্র বৃক্ষ বলা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায় না। ইহারই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এইমতে ব্রহ্ম সেব্য ও জীব তাহার সেবক। দ্বৈতবাদ হচ্চে—ব্রহ্ম ও জগৎ দুইটী ভিন্ন পদার্থ।

বাসু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের মত নয়।

নিমাই। তা'ত জানি। কিন্তু মায়ার অতীত, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে শঙ্কর মায়াবদ্ধ করেন কেমন করে? জীবই যদি ব্রহ্ম, তবে এ কথা তার স্মরণ থাকে না কেন?

বাসু। মায়া দূর হ'লেই স্মরণ হবে। নিজের সৃষ্ট মায়ায় ব্রহ্ম কিছুদিনের জন্য জড়িত হ'য়ে লীলা করেন, তার পর মায়া মুক্ত হ'লেই আবার ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

নিমাই। এ বড় অদ্ভুত যুক্তি—জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম লীলা কর্‌তে কর্‌তে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আত্মজ্ঞান হারাণ—নাটক অভিনয় করতে করতে অভিনেতা কি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়? দর্শকবৃন্দের ভ্রম হ'তে পারে বটে যে অভিনেতা সত্যই রাম, বা দুষ্মন্ত, কিন্তু অভিনেতা নিজের অস্তিত্ব কখনই ভোলে না।

বাসু। শঙ্করাচার্য্যের এ মত নয়।

নিমাই। নাই হ'ল, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বপ্নটাকে সত্য, আর সত্যটাকে স্বপ্ন ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার কি সুখ? কি শান্তি? আপনার জননী যদি আপনার জন্মের পর মমতারূপিনী না হয়ে

বলতেন, "আমি ব্রহ্ম—আমার শিশুও ব্রহ্ম—অতএব উহাকে স্তন্যদানের আবশ্যক নাই"—তা' হলে আজ আপনাকে শঙ্করাচার্য্যের মত প্রচার ক'রতে হ'ত না—বহুপূর্ব্বেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতেন। মাতৃস্নেহের কথা মনে হ'লে এখনও কি চোখে জল আসে না? তবে ভাবতে দোষ কি যে, শিশু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে যিনি দুধ যোগান, মায়ের হৃদয়ে যিনি অপত্যস্নেহ সঞ্চার করেন—তিনি আর আমি এক নই, তিনি আমার মাতার স্রষ্টা ও পালক—আমার আরাধ্য দেবতা—শ্রীভগবান হরি।

বাসু। ওটা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র।

নিমাই। কোনটা ভ্রান্ত, কোনটা অভ্রান্ত তার বিচার করবে কে? মানুষ?—মানুষের সে ক্ষমতা কোথায়? শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবই ভগবান—কিন্তু শঙ্করাচার্য্য মানুষ বটে ত? তবে যে তিনি অভ্রান্ত, তার প্রমান? গুরুদেব! আপনি নিরাকার, নির্ব্বিকার ঈশ্বরের ধারণা করতে পারেন কি? কখনই পারেন না, মুখে বলেন মাত্র—স্বয়ং শঙ্করই পারেন নি—তাই তিনি অদ্বৈতবাদী হ'য়েও শিবের স্তব ও গঙ্গার স্তব প্রভৃতি লিখে গেছেন। কিন্তু আমি মেঘে কিম্বা সমুদ্রের নীল জলে আমার নবীন নীরদ শ্যামসুন্দরের রূপ দেখে তন্ময় হ'য়ে যাই—ফুলের গন্ধ যখন পাই, তখন মনে হয় আমার বনমালী বুঝি বনমালা গলায় দিয়ে দশদিক সুগন্ধে আমোদিত করতে করতে আসছেন—বংশীধ্বনি শুনলে মনে হয় আমার শ্রীকৃষ্ণ বুঝি মধুরস্বরে আমায় ডাকছেন। গুরুদেব,—এ সকল যদি ভ্রান্তি হয়—এই ভ্রান্তি যেন আমার চিরদিন থাকে।

বাসু। নিমাই, নিমাই, আজ তুমি আমার জ্ঞানগর্ব্ব চুরমার ক'রে মোহ দূর করলে। আমি তোমার গুরু? না তুমি আমার গুরু? আজ তুমি শুষ্কতরু পল্লবিত ও কুসুমিত করলে? মরুভূমে অমৃতের

নদী বইয়ে দিলে? দাও পদধূলি দাও। (পদধূলি গ্রহণে উদ্যত ও নিমাই কর্ত্তৃক নিবারণ)

নিমাই। করেন কি গুরুদেব? আমি আপনার শিষ্য—আমার যা কিছু শিক্ষা আপনাদের আশীর্ব্বাদে। গুরুদেব আসুন, একবার গুরু-শিষ্যে প্রাণ খুলে বলি—"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"।

বাসু। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমায়ের

গীত।

ভুল যেন ভেঙ্গোনা আমার।
তব রূপ হৃদে জাগুক অনিবার॥
মোহন মূরতি—ভুল যদি হয়
সে ভুল ভাঙ্গিয়ে হৃদি করোনা আঁধার॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌড় নগর—গঙ্গাতীর।

নিমাই ও ভক্তগণ—দবীর খাস ও
সাকর মল্লিক।

দবীর। প্রভু, আপনার এত দয়া? আমাদের উদ্ধার করবার জন্য আমরা আপনাকে লিখেছিলেম—আমরা স্বপ্নে ভাবিনি আপনি

দয়া ক'রে নবদ্বীপ হ'তে গৌড় নগরে এসে, এই অধমদের দর্শন দেবেন।

নিমাই। আমি তোমাদের অনেকগুলি চিঠি পেয়েছিলেম, সেই জন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো বলে নীলাচল থেকে গৌড়ে এসেছি, নতুবা আমার এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্য নাই—বৃন্দাবনে যাওয়াই আমার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য।

দবীর। আমাদের উপর এত কৃপা? আপনাকে যখন দেখিনি, আপনার সম্বন্ধে নানা কথা শুনে তখনই আপনার শ্রীচরণে শরণ লয়েছি, এখন আপনার দর্শন পেয়ে আমাদের জন্ম সার্থক হ'ল—আমাদের এ পাপ জীবন থেকে উদ্ধার করুন প্রভু!

নিমাই। আমি তোমাদের বিষয় আগে ভাল করে জান্‌তে চাই—সেই জন্যই এখানে এসেছি। তোমাদের বেশভূষা ও চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় তোমরা মুসলমান—তোমাদের সবিশেষ পরিচয় দাও।

দবীর। আমরা দুই ভাই দাক্ষিণাত্যের কোনও রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ—কোনও এক অপরাধে আমরা দেশ থেকে তাড়িত হয়ে গৌড়ে বাস করতে আসি। ব্রাহ্মণ সন্তানের বুদ্ধি ও বিদ্যা কতকটা স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে গৌড়ের বাদশাহ হুসেনশাহের সুনজরে পড়ি ও মন্ত্রীর পদ পাই। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ ক'রতে হয়, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যা' অন্যায় এমন অনেক কাজও আমাদের ক'রতে হয়—যথা গোবধ। অবশ্য নিজে হাতে আমাদের ওসব কাজ করতে না হলেও, ঐ সব কাজে আমাদের সাহায্য ক'রতে হয়।

অনৈক ভক্ত। প্রভু, এঁদের দেবদ্বিজে খুব ভক্তি—এঁরা নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থ দিয়া পালন করেন। এঁদের বাড়ী কানাই

নাটশালা গ্রামে—সেখানে সমগ্র কৃষ্ণলীলার মূর্ত্তি এই দুই ভাই স্থাপন করেন, এঁদের বাড়ী সর্ব্বদা পণ্ডিত ও সাধু বৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিপূর্ণ।

নিমাই। তোমাদের যখন এত সৎকীর্ত্তি রয়েছে তবে এত দৈন্য ও বৈরাগ্যভাব কেন?

দবীর। প্রভু, ঐশ্বর্য্য অনেক ভোগ করেছি—এখন প্রকৃত পক্ষে আমরাই গৌড়ের বাদশাহ—বাদশাহ হুসেনসাহ আমাদের উপর সব ভার দিয়ে, যুদ্ধ, বিগ্রহে ও আমোদ প্রমোদেই দিন কাটান। আমরা ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত থেকে অনেক পাপ কাজ করেছি, হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর আচার ব্যাভার এমন কি ধর্ম্মও কতকটা হারিয়েছি—এখন আমরা না হিন্দু, না মুসলমান—হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম সব পালন ক'রতে পারি না, অতএব হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে পারি না। আবার যদিও মুসলমান নাম গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইনি, অতএব প্রভু আমাদের কি গতি হ'বে?

নিমাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই—বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম—ঘৃণা ও হিংসার ধর্ম্ম নয়—এ ধর্ম্মে উচ্চ, নীচ, ধনী নির্ধনী ভেদ নাই। সবাই ভাই, কারণ সকলেই সেই পরম পিতা শ্রীহরির সন্তান। তবে এ ধর্ম্মে জীবহিংসা একেবারে নিষেধ—তাই সকল হিন্দু বৈষ্ণব নয়, এমন কি যাঁরা বৈষ্ণব ব'লে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে বৈষ্ণব নন—কারণ তাঁহারা জীবহিংসা করেন—মৎস্য, মাংসাদি খান। যে সকল হিন্দু মৎস্য মাংসাদি খান, তাঁহাদের মুসলমানদিগকে মাংসাশী বলিয়া ঘৃণা করবার অধিকার নাই।

সাকর। হিন্দুরা ছাগ মাংস বা মেষ মাংস খায়, গোমাংস ত খায়

না? জীব হিংসায় যদি দোষ, তবে হিন্দুরা মা দুর্গা বা মা কালীর কাছে ছাগাদি বলি দেয় কেন?

নিমাই! ছাগ ও মেষের চেয়ে গোজাতি অনেক উপকারী—জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা গোদুগ্ধ খাই, সেই জন্যই গাভীকে হিন্দু—ভগবতী ব'লে জ্ঞান করে, সেই জন্যই গোহত্যা নিষেধ। কিন্তু জীব হিংসা হিসাবে গোহত্যা ও ছাগাদি হত্যার ভেদ কোথায়? আর শাক্তরা যে ছাগাদি বলি দেয় সেটা খুব অন্যায়; কারণ জগৎপালিনী জগজ্জননী কালী কি শুধু মানুষের মা, অন্য জীবের নয়? তা' যদি হয়, তবে তাঁর জগজ্জননী নাম হ'তে পারে না। আর যদি জগজ্জননী হন, তবে তিনি ছাগাদি সর্ব্বজীবের জননী। তা'হলে মা'র কাছে সন্তান বলি দেওয়া কি অন্যায় নয়? বলির প্রকৃত অর্থ—রিপু-বলি বা রিপু-দমন, কাম, ক্রোধাদি ছয় রিপুর সঙ্গে ছাগ, মহিষাদি ছয়টী জন্তুর উপমা দেওয়া হয়। সাধারণ লোকে বলির প্রকৃত অর্থ না বুঝে, নিজ নিজ রিপু বলির পরিবর্ত্তে নিরীহ ছাগাদি বলি দেয়—সন্তানকে বলি দিয়ে মাতাকে সন্তুষ্ট করতে চায়! তা'ও কি কখন সম্ভব?

সাকর। বলির এ অর্থ না জেনে আমরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কত অধর্ম্ম করি! প্রভু! মৎস্য মাংসাদি ত্যাগ করলেই কি আমাদের উদ্ধার হ'বে? তা'হলে আজ থেকেই আমরা ওসব ত্যাগ করলেম।

নিমাই। শুধু মৎস্য, মাংস ত্যাগ ক'রলেই বৈষ্ণব হয় না—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুদের জয় করতে হ'বে। হিংসা, দ্বেষ ভুলে গিয়ে সকল জীবকে প্রেমের চক্ষে দেখতে হ'বে—শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে হ'বে? বড় কঠিন কাজ, পারবে? বল্‌লে, তোমরাই ত প্রকৃত পক্ষে গৌড়ের রাজা। এত ঐশ্বর্য্য, এত ভোগসুখ ত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে কায়মনোবাক্যে প্রাণ সমর্প্ণ করতে পারবে?

সাকর। যদি না-ই পারবো প্রভু, তবে এত আকাঙ্ক্ষা কেন ?

নিমাই। ভাল—বাস্তবিকই যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হ'লে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। তোমরা এখন ঘরে ফিরে যাও! আমি আপাততঃ নীলাচলে ফিরে যাব—সেখান থেকে বৃন্দাবন যাব—বৃন্দাবনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। সাকর মল্লিক—আজ থেকে তোমার নাম হ'ল—রূপ। আর দবীর খাস, তোমার নাম হ'ল—সনাতন। তোমাদের দু'ভায়ের দ্বারা আমার হরিনাম প্রচারের অনেক সুবিধা হবে। এখন যাও।

নিতায়ের

গীত।

হরি তোমায় কেমন করে পাই।
সকল কাজের সময় আছে, ডাক্‌তে তোমায় সময় নাই।
আপন হইতে তুমি হও যে আপনার,
ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী, তুমি যে আমার,
তবুও আমি তোমায় ভুলে, সার ফেলে অসার চাই।
পদে পদে অপরাধী তোমার চরণে,
তোমা বিনা নাইকো গতি জীবন মরণে,
ওহে দয়াময়, হওহে সদয়, স্থান যেন চরণে পাই।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

হুসেন সাহ ও দবীর খাস।

হুসেন। মন্ত্রী, শুন্‌ছি গঙ্গার তীর দিয়ে একজন সাধু চলে যায়, আর তা'র পিছনে পিছনে হাজার হাজার লোক উন্মত্তের মত ছোটে—সে লোকটা কে জান ?

দবীর। (স্বগত) সত্য কথা বল্‌লে গৌরাঙ্গ প্রভুর কোনও অনিষ্ট হ'তে পারে। সত্য গোপন করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) ও একজন সামান্য সন্ন্যাসী, জন কয়েক চেলা নিয়ে বৃন্দাবনে যাচ্চে।

হুসেন। মন্ত্রী, তুমি কি গৌড়ের বাদসাহকে এতই মূর্খ মনে কর যে ছেলে ভুলান কথায় ভোলাবে ? তুমি কেন সত্য গোপন কর্‌লে বুঝ্‌তে পেরেছি—তোমার আশঙ্কা, পাছে আমি সন্ন্যাসীর কোনও অনিষ্ট করি—কিন্তু তোমার এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অন্যায়। মন্ত্রী, লোকটা যদি সামান্য হবে, তবে অত লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ওর পিছনে পিছনে ছুট্‌বে কেন ? আমিত গৌড়ের রাজা, কিন্তু আমি যদি কর্ম্মচারীদের বেতন না দিই, তবে সকলেই আমাকে ত্যাগ করবে, কেহ কথা শুন্‌বে না। আমার সৈন্যেরা যদি দু'মাস বেতন না পায়, তবে আমাকে বধ করবার জন্য ষড়যন্ত্র কর্‌বে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, কাহাকেও এক পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, তবুও হাজার হাজার লোক আহার, নিদ্রা, ঘর, সংসার ছেড়ে এর সঙ্গে সঙ্গে গোলামের মত ফেরে কেন ?

দবীর। জাঁহাপনা, কসুর মাপ করুন। সত্যই সন্ন্যাসী সামান্য ব্যক্তি নন্। ওঁর যেমনি রূপ, তেমনি গুণ—হিন্দুদের বিশ্বাস উনি ভগবানের

অবতার, গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, উৎকল প্রভৃতি যেখানে গেছেন, সেই খানেই ওঁর শত শত শিষ্য হয়েছে। বড় বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ওঁর কাছে পরাজিত হ'য়ে ওঁর শিষ্য হয়েছেন।

হুসেন। আর হেথায় গৌড়ের মন্ত্রিদ্বয়—সাকর মল্লিক ও দবীর খাসও সন্ন্যাসীর শিষ্য হবার জন্য উৎসুক হয়েছে। তোমরা দু'ভাই ত রাজসভায় আসা একরকম বন্ধ করে দিয়েছ। সাকর বোধ হয় শীঘ্র গৌড় ত্যাগ ক'রবে, কিম্বা হয়ত করেছে। তোমায় কদিন ডাকিয়ে পাঠালাম—পীড়ার ভাণ করে এলে না—হাকিম পাঠালেম; হাকিম এসে বল্লে পীড়া কিছুই নাই, ভাণ মাত্র। তোমাদের দু'ভায়ের উপর আমার সমস্ত ভার, তোমরা যদি এরকম কর—তবে আমার রাজকার্য্য চল্‌বে কেমন করে? আমি উড়িষ্যা আক্রমণ করতে যাব স্থির করেছি—সেখানকার রাজা প্রতাপরুদ্রকে শিক্ষা দিতে হবে—তা'র বড় বিক্রম হ'য়েছে। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দবীর। জাঁহাপনা! আমায় ক্ষমা করবেন, অমি যেতে পারবো না।

হুসেন। কি? এত বড় স্পর্দ্ধা? বাদসাহের আদেশ অমান্য করা? জান, আমি মনে ক'রলে তোমায় যেরূপ ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারি? এখনি তোমার প্রাণ বধ করতে পারি?

দবীর। জানি জাঁহাপনা, আপনি দণ্ডমুণ্ডের মালিক, আপনি আমার প্রাণ বধ কর্‌তে পারেন, যেরকম ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু জাঁহাপনা প্রাণে আর আমার মমতা নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণ বধ করতে পারেন। কিন্তু জাঁহাপনা! আমার মনের উপর আপনার আর কোনও অধিকার নাই। এতদিন আপনার সেবা করেছি—কিন্তু এখন থেকে আর পার্‌বো না—কারণ, মন এখন আর আমার নয়।

হুসেন। মন্ত্রি, কি বল্‌ছো? তোমার মুখে ত এমন কথা কখনও শুনিনি তোমাদের দু'ভাইকে কি আমি এতদিন আদর যত্ন করি'নি? তোমাদের সঙ্গে কি কখনও অসৎ ব্যবহার করেছি?

দবীর। না, জাঁহাপনা, আমি নেমকহারাম নই। আপ'নি আমাদের দু'ভাইকে চিরদিনই খুব মান সম্ভ্রমে রেখেছেন, একদিনের জন্যও অসৎ ব্যবহার করেননি। সেজন্য আমরা চিরঋণী। কিন্তু এখন রাজসম্মানে বা ঐশ্বর্য্যে আমাদের আর আকর্ষণ নাই। এতদিন রাজসেবায় জীবন কাটালেম, কত পাপ কর্‌লেম, এখন বাকি জীবনটা দরবেশ হ'য়ে সেই রাজ-রাজেশ্বর ভগবানের সেবায় কাটাব মনে করেছি।

হুসেন। হুসেনসাহের মুখের উপর কেউ এ পর্য্যন্ত "না" বল্‌তে সাহস করেনি—আজ তুমি করলে। এই ঔদ্ধত্যের ক্ষমা নাই, কারণ ক্ষমা কর্‌লে রাজ্য শাসন করা আমার পক্ষে কঠিন হবে, সকলেই আমায় এরূপ অগ্রাহ্য কর্‌বে—অতএব এর শাস্তি মৃত্যু! কিন্তু তুমি অনেকদিনের বিশ্বাসী মন্ত্রী, তাই তোমার প্রাণ বধ না ক'রে কারাদণ্ড দিলেম। প্রহরী!

(নেপথ্যে—"হুজুর")

(প্রহরীর প্রবেশ।)

একে বেঁধে কারাগারে নিয়ে যাও।

প্রহরী। জাঁহাপনা, কা'কে বাঁধবো? মন্ত্রী মশাইকে?

হুসেন। হ্যাঁ—এখন আর ও আমার মন্ত্রী নয়, যাও বেঁধে নিয়ে যাও।

(প্রস্থান)।

প্রহরী। (দবীরকে) আমার অপরাধ নেবেন না, মন্ত্রী মশাই!

দবীর। না, তুমি প্রভুর আদেশ পালন কর। তোমার এতে অপরাধ কি? হায়! এতদিন সর্ব্বান্তঃকরণে রাজসেবার এই পুরস্কার। হে রাজ-রাজেশ্বর গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরি! আমি এতদিন যত আগ্রহ ও যত্নের

সহিত রাজসেবা করেছি তার অৰ্দ্ধেক আগ্রহ ও যত্নের সহিত তোমার সেবা ক'র্‌লে, আমায় এ পার্থিব কারাগার ত ভোগ কর্‌তে হতই না, এমন কি ভবকারাগার থেকে মুক্ত হ'তে পার্‌তেম। পার্থিব কারাগারকে আমি ভয় করি না! আমার এই দুঃখ,—তোমার সেবা ক'র্‌তে পার্‌লেম না!

(প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৃন্দাবন।

নিমাই।

নিমাই। এই কি সেই বৃন্দাবন? এতদিনে আমি ধন্য হ'লেম, জীবন সার্থক হ'ল! আহা! এই বৃন্দাবনেই আমার শ্রীকৃষ্ণ লীলা কর্‌তেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, হয়ত এরই উপর দিয়ে তিনি কতবার চলে গেছেন। অতএব এস্থান পবিত্র, এই পবিত্র স্থানের পবিত্র ধূলি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করি (বক্ষ পাতিয়া শয়ন ও ধূলি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ, পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আহা! এতদিনে আমার প্রাণ কতকটা শীতল হ'ল। এই যে বৃক্ষ সকল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এরাই ভাগ্যবান। এদের শীতল ছায়ায় আমার প্রাণের শ্রীকৃষ্ণ কখনও একা, কখনও বা রাধারাণীকে নিয়ে হয়ত কতবার বিশ্রাম করেছেন। সে মধুর দৃশ্য এরা দর্শন করেছে। আমি কেন তখন বৃক্ষ হ'য়ে বৃন্দাবনে জন্মি নাই, তা'হলে আমার ছায়ায় আমার প্রাণের শ্রীকৃষ্ণকে বসাতাম, তা'র মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করতাম, শাখাগুলি মৃদুসঞ্চারণ ক'রে তা'কে বাতাস করতাম! ঐত লতাকুঞ্জ রয়েছে,

বিরহিণী রাধিকা কোথায় ? সখীরা সব কোথায় ? বনমালী কোথায় ? সে বংশীধ্বনি কোথায় ? ঐ না বংশীধ্বনি হ'চ্চে ? শ্যাম দয়া কি হ'য়েছে ? এসো বিরহিণী রাধাকে দেখা দাও। কই ! এলে না ? কোথায় লুকালে ? বুঝেছি লুকোচুরি খেলবার সাধ হ'য়েছে, তাই বনের ভিতর লুকিয়ে রয়েছ। পরীক্ষা করছ', রাধা তোমায় খুঁজে বা'র ক'রতে পারে কি না ? দেখ সখা, পারি কি না ? (বন অন্বেষণ)।

(সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ)।

সুবুদ্ধি। প্রভু !

নিমাই। চুপ, ললিতা কথা ক'ওনা, তোমার কথা শুন্‌তে পেলে আমার শ্যামগুণমনি হয়ত চলে যাবে। তুমি এইখানে থাক, আমি তা'কে খুঁজে আনি। (অন্বেষণ)

সুবুদ্ধি। এযে উন্মাদ অবস্থা ! বাহ্যজ্ঞান নাই। শুনলেম, বৃন্দাবনে আস্‌তে আস্‌তে এক জঙ্গলের ভিতর ভীষণ বাঘের সাম্‌নে পড়েন, তা'রই গলা জড়িয়ে "কৃষ্ণ কই" কৃষ্ণ কই", ব'লে কেঁদে আকুল—বাঘও নাকি মেষের ন্যায় শান্তভাবে ওঁর পদলেহন কর্‌তে লাগ্‌লো।

নিমাই। এইবার কোথা যাবে শ্যাম ? এই তো' ধরেছি। (একটা বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও মূর্চ্ছা)।

সুবুদ্ধি। (নিকটে গিয়া) একি হ'ল ! প্রভু, প্রভু, উঠুন !

(রূপ ও নিতাইয়ের প্রবেশ)।

নিতাই। প্রভুর আবেশ ও রকমে ভাঙ্গবে না—এস হরিনাম করি, তা'হলে ভাঙ্গবে—(সুরে হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল)।

নিমাই। কে ও ? নিতাই, এস। রূপ, তোমাকে আমি প্রয়াগে রেখে এসেছিলেম, তুমি কখন এলে ? সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা সব ঠিক করেছ ত ?

রূপ। হাঁ প্রভু! প্রয়াগে সব বন্দোবস্ত ক'রে দুটী কারণে আজ আপনার কাছে এসেছি। কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঘোর অদ্বৈতবাদী—আপনার যখন তখন নিন্দা করেন। বলেন, "সে ভয়ে এখানে কখনই আস্‌বে না।" তার দর্প চূর্ণ না করলে কাশীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হ'বে না—প্রকাশানন্দের দলই প্রবল।

নিমাই। প্রকাশানন্দ শক্তিশালী পণ্ডিত, সেই জন্যই তাঁ'কে আমার আবশ্যক। উৎকলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের যেমন সুবিধা হ'বে, কাশীতে প্রকাশানন্দর দ্বারাও সেই কার্য্য করাতে হ'বে। কৃষ্ণপ্রেমে পাষাণ গলে, প্রকাশানন্দের হৃদয় গলাতে কতক্ষণ?

রূপ। আমার দ্বিতীয় প্রয়োজন, আমার দাদা সনাতনকে উদ্ধার করা। আমি ত আপনার দর্শন পাবার পরই, বাদসাহের অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই আপনার সঙ্গে মিলিত হই—তা' আপনি জানেন। কথা ছিল দাদা দু'একদিনের মধ্যেই আসবেন। বাদসাহ তাঁকে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের কাছ থেকে সংবাদ পেলাম যে আমার দাদা এখন কারাগারে।

নিমাই। না, সনাতন আর কারাগারে নাই, শীঘ্রই এখানে আস্‌বে।

সুবুদ্ধি। প্রভু! আমার দশা কি হবে? আমার কি উদ্ধার হ'বে না?

নিমাই। কে তুমি?

সুবুদ্ধি। আমার নাম সুবুদ্ধি রায়—আমি পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেম, হুসেনসাহ তখন আমার অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিল। আমি তা'কে দীঘী খননের ভার দিই। তাইতে তার কোনও ত্রুটি দেখে আত্মসংযম করতে না পেরে, তা'র পিঠে চাবুক মারি। তার পর হুসেনসাহ আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে নিজে গৌড়ের রাজা হয়। অবশ্য

স্বীকার করি, হুসেনসাহ রাজা হ'য়ে আমার প্রতি একটুও অসদ্ব্যবহার করে নি—বরং খুব ভদ্র ব্যবহারই করেছিল। তা'র স্ত্রী চাবুকের বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে যখন আমার প্রাণ বধ করতে হুসেনকে অনুরোধ করলে, তখন সে উদারতার সহিত বলেছিল, "আমায় এতদিন যিনি পালন করেছেন, সেই অন্নদাতার অপকার করবো না।" সে আমাকে বরং তৎপ্রিবর্ত্তে কোনও উচ্চ পদ দিতে চেয়েছিল। আমি তা'তে স্বীকৃত হইনি।

নিমাই। হুসেনসাহের ক্ষমা ও উদারতা প্রশংসার্হ ও শিক্ষণীয়। তারপর ?

সুবুদ্ধি। তারপর—তার স্ত্রী বারবার মুসলমানের জল পান করিয়ে আমার জাতি নষ্ট করবার জন্য অনুরোধ করায়, একটা স্বর্ণ পাত্রে যে জল ছিল সেই জল আমার মুখে দেয়। আমি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য গেছ্‌লেম—তাঁহারা তপ্ত ঘৃত পান করাইয়া, মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দিলেন—প্রভু এ ব্যবস্থা কি কঠোর নয় ? এটা কি লঘু পাপে গুরু দণ্ড নয় ?

নিমাই। এ ব্যবস্থা নিতান্ত কঠোর ও অন্যায়—কারণ, তোমার পাপ কিছুই হয় নাই—তুমি স্বেচ্ছায় মুসলমানের জল পান কর নি, আর যদিই বা কর তাহাতেই বা পাপ কি ? বড় জোর বলিতে পার এটা হিন্দুর আচার বিরুদ্ধ। নদীর জল হিন্দু মুসলমান সকলেই স্পর্শ করে ও পান করে—তা'তে কি পাপ হয় ? পাপ হয় নীতিবিরুদ্ধ কাজ ক'রলে।

রূপ। প্রভু, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যবস্থা ! আমরা মুসলমান জাতির অধীনে এতদিন কর্ম্ম করতেম ; আচার, ব্যবহার, বেশভুষা পর্য্যন্ত কতকটা মুসলমানের মত হ'য়েছিল, কিন্তু কই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ত

আমাদের জন্য ওরূপ কঠোর ব্যবস্থা করেন নি—আমাদের দানও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। তবে গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজার জন্য এরূপ কঠোর ব্যবস্থা কেন বুঝলেম না।

সুবুদ্ধি। আমি যদি আজ গৌড়ের রাজা থাক্‌তেম তা'হলে ওরূপ ব্যবস্থা হ'ত না। পদস্থ ব্যক্তির পতন হ'লে আর তা'র প্রতিপত্তি থাকে না, কারণ লোকে তা'র নিকট আর কোনও উপকার-প্রত্যাশা ক'রতে পারে না। আমি এখন অতি দীন, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মর্ম্মাহত হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে আপনার শরণাগত হ'য়েছি—প্রভু, আমার কি উদ্ধার হ'বে না?

নিমাই। হরিনাম সকল প্রকার ভব-ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। হরিনাম কর, নিশ্চয়ই উদ্ধার হ'বে। আমার মন বল্‌ছে সনাতন এসে পৌঁ'চেছে, নিতাই একটু এগিয়ে দেখ দেখি সনাতন কতদূরে।

নিতাই। অন্তর্য্যামী প্রভু, আর এগিয়ে দেখতে হ'বে না, এই বোধ হয় তিনি আস্‌ছেন।

(সন্ন্যাসীবেশে সনাতনের প্রবেশ।)

সনাতন। প্রভু, শ্রীচরণে স্থান দাও। (পদধারণ)

রূপ। দাদা, কেমন ক'রে কারাগার থেকে পালিয়ে এলে?

সনাতন। টাকার সাহায্যে। অনুপম কারাধ্যক্ষকে এক হাজার টাকা ঘুষ দেওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ আমায় ছেড়ে দেয়—আমিও সেই মুহূর্ত্তে প্রভুর সন্ধানে বাহির হই, শ্রীচরণ দর্শনলাভ যে হবে তা' আশা ছিল না, অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তবে আপনার কৃপায় এখানে পৌঁছেছি। আমায় উদ্ধার করুন।

নিমাই। আজ বড় শুভ দিন—চিরকাল ভোগসুখে লিপ্ত, ঐশ্বর্য্যের কোলে প্রতিপালিত, গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা ও বাদসাহের দুইজন মন্ত্রী

আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে রাজরাজেশ্বর শ্রীহরির শরণাগত! এ দৃশ্য বড় মধুর! বড় শিক্ষাপ্রদ! বিষয়ী বা জ্ঞানীলোক যদি হরিপ্রেমে মাতে, তবে জনসাধারণের হরিনামে ভক্তি আরও বাড়ে—নাম প্রচারের আরও সুবিধা হয়। তাই বল্‌ছি তোমাদের মত লোকের আমার বিশেষ আবশ্যক। তোমরা বৃন্দাবনেই এখন থাক, আমি আরও নানা স্থান ঘুরে নীলাচলে ফিরে যাব।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাঞ্চনদাসের বাটী।

প্রথম ও দ্বিতীয় মোসাহেব।

১ম মো। হোঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, কি মজা! একেই বলে কা'রো সর্ব্বনাশ, কা'রো পোষ মাস! কাঞ্চনদাসটা কি বোকা! পরিবার চুলোয় গেলো ব'লে, নিজে এমন বাড়ী ঘর, টাকা, কড়ি, সব ছেড়ে কিনা সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল! একটা পরিবার গেল গেলই, আবার দশটা বে করনা কেন? চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া কেন? আমাদের বরাত জোর! কেমন ফাঁকি দিয়ে তার বিষয়টা হাত করুলেম দেখ্‌লি? কেমন বুদ্ধি খাটিয়েছি?

২য় মো। হ্যাঁ, তোর বুদ্ধি আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমি যদি না সাহায্য কত্তুম, তবে শুধু তোর বুদ্ধিতে কি এই বিষয় পেতিস্?

১ম মো। আরে তুই আর কি সাহায্য করেছিস্? আমিই ত প্রথমে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে বল্লুম যে কাঞ্চনদাস সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে, তা'র ছেলেপিলে কেউ নেই—আমি তার ভাইপো—তা'র বিষয়ের একমাত্র অধিকারী। কাজী সাহেব যখন সাক্ষী নিয়ে যেতে বলে, তখন তোকে এক জমীদার সাজিয়ে সাক্ষী বানিয়ে কাজী সাহেবের কাছে হাজির কল্লুম। তা' তুই কি আর অমনি সাহায্য করেছিস্, আধাআধি বখরা কবুল করিয়ে তবে ত আমার হ'য়ে সাক্ষী দিয়েছিলি।

২য় মো। আরে আধাআধি বখরা না দিলে যে মূলে হাবাত হ'ত। জমীদার কেমন সেজেছিলুম বল্—যেন চোদ্দপুরুষের জমীদার—মোসাহেবি ক'রে ক'রে একেবারে জমীদারী চাল যে চাল্‌তে পারবো তা' মনে করিনি। হ্যাঁ, কাঞ্চনদাসটা গেল কোথা? আবার ফিরে এসে বিষয়ের দাবী করবে না ত?

১ম মো। আরে নাঃ, নাঃ—সে নিমেটার নাতচেলা হ'য়েছে।

২য় মো। নাতচেলা কি রকম?

১ম মো। জগন্নাথ মিছরির পোলা এখন গৌরাঙ্গ অবতার সেজেছে জানিস্ ত?

২য় মো। হ্যাঁ তা'ত জানি।

১ম মো। তা'র চেলা হয়েছে—যবন হরিদাস, আর যবন হরিদাসের চেলা হ'ল কাঞ্চনদাস—তা' হ'লেই সে নিমাইএর নাতচেলা হ'ল না?

২য় মো। "নাতচেলা" আবার কথা হয় না কি?

১ম মো। কেন হবে না—"নাতজামাই" হ'তে পারে, আর "নাতচেলা" হ'তে পারে না?

২য় মো। যা হয় হ'কগে সে—আর না ফিরে এলেই হ'ল।

১ম মো। আরে ফিরে এলেই বা কি হবে, খাতাপত্তর সব এমন সরিয়ে ফেলেছি, আর নতুন খাতাপত্তর সব এমন ক'রে তৈরি ক'রেছি—তাতে প্রমাণ হবে বিষয় আমারই—কাঞ্চনদাস কাটুবে ঘাস্। ভয় দুজনকে—তোকে আর ঝি বেটীকে—তোকে আর ভয় নেই, কারণ তুই হলপ্ ক'রে কাজী সাহেবের কাছে সাক্ষী দিয়েছিস্—এখন যদি অন্য-রকম বলিস্ তাহ'লে তুই-ই ধনেপ্রাণে মারা যাবি, বিষয়ের বখ্‌রা খোয়াবি, আর মিথো সাক্ষী দেওয়ার জন্যে হাজতে যাবি।

২য় মো। আরে না না, আমি তো'র শত্তুর হ'ব না। তবে যা বল্লি ঝি বেটীকে ভয় বটে।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি। কিগো, ঝি কি কর্‌লে? ঝির নাম হ'চ্ছেল কেন?

২য় মো। আমরা বলাবলি করছিলুম যে আমাদের খুব বরাত জোর, তাই এমন লক্ষ্মী ঝি পেয়েছি। আরও বল্‌ছিলুম ঝির ত বয়স হ'য়েছে, যদি তীর্থ টীর্থ কর্‌তে যেতে চায়, আমরা অনায়াসে পাঠাতে পারি।

ঝি। হুঁ, আমি তেমন ন্যাকা নই, তীথির নাম ক'রে আমায় এখান থেকে সরিয়ে তোমরা সুখে রাজত্বি কর আর কি!—তা হ'চ্চে না।

১ম মো। আরে সে-ও কি একটা কথা হ'ল, তোমায় কি আমরা সরিয়ে দিতে পারি? নিশ্চয় জেনো, যতদিন না যমে সরায়, ততদিন আমরা সরাব না। তোমায় সরাব? আমাদের এমনি নেমকহারাম ঠাওরালে?

ঝি। কথায় চিঁড়ে ভেজে না—আর তোমাদের কথায় ভুলিনি—তোমরা পেরথমে এত দোবো, ততো দোবো—কত কি বলেছিলে—এখন ত দেখ্‌ছি, দুবেলা দুমুটো ভাতও পেট ভরে খেতে পাই'ন।

১ম মো । সেকি ? আমরা ত তোমার জন্যে সকালে পোলাও, মাছের কালিয়া, ক্ষীর, দই. সন্দেশ—আর রাত্তিরে লুচি, মাছের তরকারি, ছানার ডাল্‌না, আর ছানাবড়ার বন্দোবস্ত করেছি—বামন ঠাকুর দেয় না ?

২য় মো । নিশ্চয়ই সে সব চুরি করে । চুরি ক'রে ক'রে আমাদের ফকির ক'রে দেবে দেখ্‌ছি । তা' ঝি, লক্ষ্মী সোণা, তুমি কিছু মনে ক'রো না—তোমার যখন যা' দরকার, সচ্ছন্দে আমাদের কাছে বল্‌বে, আমরা তখনি তোমায় তাই দোবো ।

ঝি । বেশ কথা—আমার ছেলের নামে একখানা বাড়ী লিখে দাও, আর মাসে একশ টাকা ক'রে হাতখরচা লিখে দাও—তা'হলে বুঝ্‌বো তোমাদের কথা ঠিক, কি বেঠিক ।

১ম মো । (জনান্তিকে) হঠাৎ যা' তা' বলে ত ফেল্লি, এখন টাল সাম্‌লা—তোর একটু বুদ্ধি নেই । (প্রকাশ্যে) ঝি, একখানা বাড়ী—এ আর বেশী কথা কি ? আর মাসে একশ টাকা, সে ত কিছুই না । আমরা ত মনে ক'রছিলেম মাসে পাঁচশ ক'রে দোবো । আর বাড়ী ?—সেত এখনি দিতে পারি । কিন্তু তা'তে তোমারই বিপদ হ'বে—কেননা, তুমি এতদিন কাঞ্চনদাসের কাছে সামান্য মাইনে পেতে —তা' থেকে ত আর কোটাবাড়ী করা যায় না—তোমার বাড়ী হ'লেই লোকে সন্দেহ করবে, যে তুমি তোমার মনিব কাঞ্চনদাসের টাকা চুরি ক'রে বাড়ী করেছ—তা' হলেই তোমার হাতে হাতকড়ি পড়্‌বে—তোমাকে হাজতে যেতে হবে ।

২য় মো । আর তোমাকে যদি অত টাকা নগদ দিই, তোমার অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেটা সব উড়িয়ে দেবে । তোর বৌ-বেটা দুজনে মিলে তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে—এটা নিশ্চয় মনে রাখিস্‌ ।

ঝি। আমার বেটা তেমন নয়—তবে বৌএর মন্তরনা শুনে যদি বিগড়ে যায় সে আলাদা কথা। ওই বৌ-বেটীরাই ত যত নষ্টের গোড়া, শ্বশুর-শাশুড়ীদের মান্‌তে চায় না, নিজেরা ধিঙ্গি সাজে। তবে বড়লোকদের ঘরে যেমন দেখ্‌তে পাই, আমাদের গরীবের ঘরে অতটা পাপ এখনও ঢোকেনি। দেখে দেখে শিখ্‌তে কতক্ষণ?

১ম মো। তাই ত বল্‌ছি গো—এ কলিকাল, বৌ-বেটার কাছে বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ীর মান বাঁচান দায়! তাই বল্‌ছি, তুমি এখানেই থাক, তোমার ছেলের খরচের জন্য মাসে দশ টাকা করে দিও, আর বাকি নব্বই টাকাটা আপাততঃ আমাদের কাছেই জমা রেখো—ভয় নেই। আমরা তা' থেকে এক পয়সা খরচ করবো না, বরং আরও বাড়িয়ে দোবো। কেমন, মন্দ কথা?

ঝি। আচ্ছা তবে তাই হ'ক, কিন্তু দেখো যেন ফাঁকি দিওনা বাপু!

১ম মো। আরে রাম বল—ফাঁকি কাকে বলে আমরা জানি না। হ্যাঁ ভাল কথা, স্যাকরাকে তোমার জন্যে সোণার তাগা আর এক ছড়া পাঁচ ভরির হার গড়াতে দিয়েছি, আজই বোধ হয় নিয়ে আস্‌বে। তুমি বড়লোকের বাড়ীর ঝি—নেহাত ভিখিরীর মত থাক্‌লে ভাল দেখায় না।

ঝি। হারটা না হয় বৌটাকে দোবো, তাগা নিজে প'রবো। যাই তবে এখন, বামন ঠাকুরকে রান্নার বন্দোবস্ত ক'রে দিইগে।

(প্রস্থান।)

১ম মো। বাঁচা গেল—বেটীকে এত সহজে ভোলাতে পারবো মনে করিনি—বেটী এক কথায় ভুলে গেল। একি আর তোর বুদ্ধি?

২য় মো। যা' হোক, বেটীকে এখান থেকে সরাতে হবে।

১ম মো। এখান থেকে কেন? ইহলোক থেকে। (স্বগত) তোমাকেও। (প্রকাশ্যে) চল, এখন একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক্।

(প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

নীলাচল—সমুদ্রতীর।

নিমাই, বাসুদেব, নিতাই ও অন্যান্য ভক্তগণ।

নিমাই। দেখ, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, বৈষ্ণবধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হ'য়েছে, জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত, বিষয়াসক্ত ধনী, অত্যাচারী, ভক্তিহীন মহাপাপীরাও এখন শ্রীকৃষ্ণ চরণে লুটিয়ে পড়ছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রচারের আবশ্যক নাই—এখন আবশ্যক এই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা—এটা বড়ই কঠিন কাজ। সকল ধর্ম্মেই কিছুদিন পরে ভণ্ডামি ও নানাবিধ পাপ আসিয়া প্রবেশ করে। সাবধান! যেন কোনও রূপ পাপ এই পবিত্র ধর্ম্ম কলুষিত করতে না পারে। ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম হয়, অত আর কিছুতেই হয় না—এ কথাটী ভাল ক'রে স্মরণ রেখো।

বাসুদেব। প্রভু, এমন কথা বলছেন কেন? আপনি এতদিন পরে নীলাচলে ফিরে এলেন, আবার কি আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথাও যাবেন না কি? আর আপনাকে আমরা ছাড়বো না—কোথাও যেতে দোব না। দেখি, কেমন ক'রে যান।

নিমাই। আমায় আর কতদিন বেঁধে রাখবে? আমার প্রাণ যে আকুল হ'য়ে উঠেছে। নীল জলধি দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণকে মনে হচ্ছে—

মনে হচ্চে আমায় যেন ডাক্‌চেন। শুন্‌তে পাচ্চো না? ঐ শোন, ঐ শোন কি মধুর স্বরে ডাকছেন! আমি আর স্থির হ'তে পাচ্চি না— যাই, যাই। (বেগে সমুদ্রে প্রবেশ।)

সকলে। হায়, হায় একি হ'ল! প্রভু, কি করলে, কি করলে! আমাদের কাঁদিয়ে কোথা গেলে?

বাসুদেব। হায়! আমাদের সকলের মধ্যে থেকে হঠাৎ এমন ক'রে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পালাবেন, কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরাও এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না, চলো সকলে মিলে সমুদ্রে ডুবে মরি।

(গমনোদ্যত)

সমুদ্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

সকলে

গীত।

নীল নভোতলে, নীল জলধি জলে
নীল মাধব শোভা পায়,
চরণ পরশে, মনের হরষে,
তরঙ্গ নাচিয়া যায়।
নয়নে করুণা মাখা, ভাবে তনু বাঁকা
অধরে মধুর হাসি' বাঁশী বাজায়,
মরি কি মনোরম, রূপ অনুপম
উজলিত দিশি আভায়।
হরি হরি বলে, আয়রে সকলে
তৃষিত তাপিত প্রাণ জুড়াবি আয়,
পতিত পাবন, অধম তারণ
চরণে লুটাবি আয়।

(যবনিকা পতন।)

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	৫	সপিণ্ডকরণ ...	... সপিণ্ডীকরণ
২০	৯	বায়ুর্যমোহগ্নি	... বায়ুর্যমোহগ্নি
২১	১৯	দীর্ঘজীবি ...	... দীর্ঘজীবী
২২	২০	হরের্নামৈব, হরের্নামৈব	... হরের্নাম, হরের্নাম
২৩	১৭	যোগীনাং ...	... যোগিনাং
২৩	২৪	মদভক্তা ...	... মদ্ভক্তা
২৭	১৭	টিপন্নীর ...	... টিপ্পণীর
২৯	২৩	দারস্থ ...	... দ্বারস্থ
৩৬	২১	অদ্ভূত ...	... অদ্ভুত
৫১	৭	চুর্ণ ...	... চূর্ণ
৫৮	১১	জগাই ...	... মাধাই
৬৩	২৩	মুরলি ...	... মুরলী
৬৬	১৯	বেসে ...	... বেশে
৭১	১০	তাস্ত্রিক ...	... তান্ত্রিক
৭২	৬	খুনি ...	... খুনী
৭২	১৫	কিন ...	... কেন
৭৭	১৫	শ্রোত্রীয় ...	... শ্রোত্রিয়

অশুদ্ধ।			শুদ্ধ।
পৃষ্ঠা	পংক্তি		
৮৯	৬	সন্মান ...	... সম্মান
৯০	২৩	জনণীর ...	... জননীর
৯১	৪	পূণ্য ...	... পুণ্য
১০৩	২১	বুঝিয়ে ...	... বুজিয়ে
১১২	১০	ষষ্ট ...	... ষষ্ঠ
১২৫	১৯	সমাধ্যায়ী ছিলেন	... সমাধ্যায়ী ছিলেন—আবার জগন্নাথ মিশ্র আমার সহপাঠী ছিলেন।
১২৬	১০	লক্ষ্মীস্বরূপিনী	... লক্ষ্মীস্বরূপিণী
১২৭	৬	বেদ ...	... বেদ, বেদান্ত
১২৭	৮	বেদের ...	... বেদান্তের
১২৭	১১	বেদের ...	... বেদান্ত
১২৮	১৭	সুক্ষ্মভাবে ...	... সূক্ষ্মভাবে
১৩১	১৭	হারাণ ...	... হারান